রঘুনাথের পৌত্র রামকেশব একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, শুনক কাশীনাথ-কন্যা যশোদার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সাধ্বী যশোদা পতির সহগমন করিয়া উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। শুনা যায়, তাঁহার ভগিনীগণও তাঁহার মত অনুমৃতা হইয়াছিলেন। রামকেশবের পুত্র যশোদাগর্ভজাত রামসুন্দর তুলাসারে বিবাহ করেন। তাঁহার দুই পুত্র কালীকান্ত ও কাশীচন্দ্র তর্কালঙ্কার মাতামহসম্পত্তি পাইয়া তুলাসারবাসী হন। এইরূপে সুপণ্ডিত রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীর সন্তানগণ আমতলী ও তুলাসারে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ধান্থুকার কৃষ্ণাত্রেয় বলরাম বাচস্পতির বংশীয়গণের মন্ত্রশিষ্য। *

পূর্ব্ববর্ণিত শুনক দুর্গাদাসবংশসম্ভূত মহাতপা কৃষ্ণনাথ সার্ব্বভৌম একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার "আনন্দলতিকা" নামক চম্পূ-কাব্য কোটালিপাড়ের শুনকবংশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছে। ১৫৭৪ শকাব্দে এই কাব্য রচিত হয়।

কিংবদন্তী আছে যে, কৃষ্ণনাথের অর্দ্ধাঙ্গিনী বৈজয়ন্তী দেবী আনন্দ-লতিকার অর্দ্ধাংশ রচনা করেন—"আনন্দলতিকাগ্রন্থো যেনাকারি প্রিয়া সহ।"

কিন্তু কোন্ কোন্ শ্লোক বা কোন্ অংশ কাহার রচিত তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। কেবল বৈজয়ন্তী বিরহাবস্থায় স্বামীর প্রথম পত্র পাইয়া তাঁহার নিকট যে কবিতাটী লিখিয়াছিলেন ও তদুত্তরে কৃষ্ণনাথ যে শ্লোক দ্বারা তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করেন, সেই কবিতাদ্বয় এই কাব্যের নায়ক-নায়িকার উক্তি প্রত্যুক্তি মধ্যে সন্নিবেশিত হওয়ায় উভয়ের রচনার স্পষ্ট পার্থক্য বুঝা যায়। আবশ্যক বোধে আমরা বৈজয়ন্তীদেবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

তিনি প্রবলতরঙ্গা কলস্বনা পদ্মানদীতীরস্থ ধান্থুকাগ্রামনিবাসী কৃষ্ণাত্রেয়গোত্রীয় ময়ূরভট্ট-বংশসম্ভূত নিষ্ঠাবান্ এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঔরসে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দের প্রথমে জন্মগ্রহণ করেন। অতি বালিকা অবস্থায় তিনি পিতার টোলের ছাত্রদিগের অধ্যয়নকালে তাহাদের উচ্চারিত সংস্কৃত শব্দগুলির অনুকরণ মানসেই যেন নিতান্ত অনুরাগের সহিত অস্ফুটস্বরে শব্দ করিতেন। তাঁহার পিতা কন্যার এইরূপ স্বভাবজাত শিক্ষানুরাগ দেখিয়া তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইতে অভিলাষী হইয়া যথাকালে হাতে খড়ি দিলেন। তিনি স্বীয় অসীম প্রতিভাবলে অল্পদিনের মধ্যেই বর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া ব্যাকরণ ও কাব্য শেষ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও তিনি পরিতৃপ্ত না হইয়া পিতার টোলে তর্কশাস্ত্রের আলোচনা করেন। তাঁহার এ অনুশীলনও ব্যর্থ হয় নাই। তিনি বিবাহের পর পিতৃগৃহে অবস্থানকালে রীতিমত ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহাতেও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

* সুপণ্ডিত রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীর বংশে কালীকান্ত চক্রবর্ত্তী, কাশীচন্দ্র তর্কালঙ্কার, কৃষ্ণপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, উমাকান্ত সার্ব্বাচার্য্য, প্রসন্ন তর্করত্ন, কীর্ত্তিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমানকালেও তাঁহার বংশে গঙ্গাচরণ বিদ্যাভূষণ, চন্দ্রকিশোর স্মৃতিতীর্থ, শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ, বরদাকান্ত স্মৃতিভূষণ, পদ্মলোচন বিদ্যাভূষণ, কালীমোহন স্মৃতিতীর্থ, হরচন্দ্র বাচস্পতি, শ্রীনাথ কাব্যতীর্থ প্রভৃতি বহু পণ্ডিত এবং ঈশ্বরচন্দ্র, চন্দ্রকান্ত, শীলকান্ত, জয়চন্দ্র প্রভৃতি বহু জ্যোতিষী বিদ্যমান।

পিতা তাঁহাকে যথাকালে ধন, মান, বিদ্যা, ব্রহ্মণ্য ও কুলশীলসম্পন্ন যোগ্যপাত্রেই সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অপরিসীম গুণবিদ্যাবিভূষিতা হইয়াও বংশমর্য্যাদায় ও রূপে কিঞ্চিন্ন্যূনতাবশতঃ তিনি জাত্যভিমানী স্বামীর কুটিল দৃষ্টিতে পড়িয়া যৌবনের কিছুকাল অশান্তিতে যাপন করেন। তিনি স্বামিবিরহে নিতান্ত কাতরা হইয়া পতির কাছে তাঁহার পরিতুষ্টির জন্য পিত্রালয় হইতে প্রথমে সামান্য অনুষ্টুপ্ ছন্দে নিজের দুরবস্থা জানাইবার ছলে গভীর করুণ-রসাত্মক যে একটী কবিতা লিখিয়া পাঠান, তাহা পাঠ করিলেই তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শ্লোকটী এই,—

"জিতধূমসমূহায় জিতব্যজনবায়বে।
মশকায় ময়া কায়ঃ সায়মারভ্য দীয়তে॥"

অর্থাৎ দুঃখের কথা কি জানাইব, সামান্য মশারির অভাবে, দুর্জ্জয় মশকসমূহ প্রচুর ধূম ও ব্যজন বায়ুদ্বারাও নিবারিত না হইয়া সেই সায়ংকাল হইতে আমাকে যারপর নাই দংশন করিতেছে। পক্ষান্তরে—আমি শয্যা ত্যাগ করিয়াছি। তোমার অভাবে মশকের তীব্র-দংশন-জ্বালার ন্যায় আমার কমনীয় হৃদয় নিয়তই ব্যথিত হইতেছে।

এতদ্ভিন্ন আরও অনেকানেক ছন্দোবন্ধে রচিত রসভাবসমন্বিত হৃদয়গ্রাহী শ্লোকনিচয় ক্রমে ক্রমে ভর্ত্তৃসকাশে প্রেরিত হইলে, পত্নীর অশেষ গুণগ্রাম,পাণ্ডিত্য ও সমধিক স্বামিভক্তি-পরায়ণতার বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়া কৃষ্ণনাথ স্বীয় অভিমান জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হইলেন। চিরকাল বিদ্বেষভাব দেখাইয়াছেন বলিয়া সহসা সাদরসম্ভাষণ জানাইতেও মনে মনে লজ্জিত হইলেন। কিন্তু তখন প্রেমতরঙ্গিণী সৈকতবন্ধন ভেদ করিয়া ক্রমেই উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল, কি করেন আর থাকিতে পারিলেন না। পত্নীকে আদর করিয়া প্রথম চিঠি লিখিলেন। এ পর্য্যন্ত বৈজয়ন্তী কখন পতির আদর পান নাই। আজ সহসা পতি-সোহাগে আপ্যায়িত হইয়াও গাম্ভীর্য্য ও ব্যঙ্গসহকারে পত্রের উত্তর স্বরূপ স্বামীর নিকট এই সুন্দর কবিতাটী লিখিয়া পাঠাইলেন ;—

"পুন্নাগচম্পকলবঙ্গসরোজমল্লি-মাকন্দযূথিরসিকস্য মধুব্রতস্য।
যৎকুন্দবৃন্দকুটজেষ্বপি পক্ষপাতঃ সদ্বংশজস্য মহতো হি মহত্ত্বমেতৎ॥"

শ্লোকের তাৎপর্য্য—হে ভৃঙ্গ! তুমি সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমার নাগেশ্বর, চম্পক, লবঙ্গ, পদ্ম, মাকন্দ, জুঁই প্রভৃতি নানা সরস সুগন্ধ ফুলের মধুপান সম্ভাবনা থাকিতেও যে এই ক্ষুদ্র কুন্দ ও কূটজ কুসুমের মধুপানে অভিলাষী হইতেছ, ইহা তোমার মহত্ত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বৈজয়ন্তীর এই পত্র পাইয়া কৃষ্ণনাথও ছন্দোবন্ধে লিখিলেন যে,—

"যামিনীবিরহদূনমানসঃ ত্যক্তকুট্মলিতভূরিভূরুহঃ।
বিন্দুবিন্দুমকরন্দলোলুপঃ পদ্মিনীং মধুপ এব যাচতে॥"

অর্থাৎ রজনীযোগে পদ্মিনী-বিয়োগ-কাতর ভ্রমর মুকুলিত লতাপুঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া নিশাবসানে কমলিনীর সেই বিন্দু বিন্দু মকরন্দপানেই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে।

পণ্ডিতের সরল-হৃদয় খুলিয়া গেল, তিনি স্বয়ং শ্বশুরালয়ে গিয়া বৈজয়ন্তী দেবীকে গৃহে লইয়া আসিলেন। বহু দিন পরে সতী পতিসন্তাষায় ধন্য হইলেন এবং পরমসুখে তথায় স্বামিসহ বাস করিতে লাগিলেন। এখানে আসিয়াও স্বামীর নিকট সমগ্র দর্শনশাস্ত্র পড়িয়া তাহাতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন।

একদিন সায়ংকালে কম্বলাসনে উপবিষ্ট কৃষ্ণনাথ সায়ন্তন সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে তাল-পত্র, লেখনী ও মস্যাধার লইয়া "আনন্দলতিকার" শ্লোকরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখনও তাঁহার লেখনী চলিতেছে দেখিয়া বৈজয়ন্তী বলিলেন, "রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল, এত রাত্রি ধরিয়া কি বর্ণনা করিতেছ?" সার্ব্বভৌম উত্তর করিলেন, "আজ নায়িকাবর্ণন প্রায় শেষ করিলাম।" তখন বৈজয়ন্তী হাসিয়া বলিলেন, "একটা মেয়ে মানুষের রূপবর্ণনায় আবার এত সময় লাগে, দেখ! আমি এক শ্লোকে তোমার নায়িকার তিন অঙ্গ বর্ণন করিতেছি।" এই বলিয়া আনন্দলতিকায় এই শ্লোকটী লিখিলেন,—

"অহিরয়ং কলধৌতগিরিভ্রমাৎ স্তনমগাৎ কিল নাভিহ্রদোত্থিতঃ।
ইতি নিবেদয়িতুং নয়নে হি বং শ্রবণসীমনি কিং সমুপস্থিতে॥"

অর্থাৎ রমণীর কমনীয় রোমাবলিরূপ কালভুজঙ্গ নাভিহ্রদ হইতে উত্থিত হইয়া স্বর্ণগিরিভ্রমে স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগে আসিয়াছে। এই সংবাদ বলিবার জন্যই যেন চক্ষুদুটী কর্ণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছে।

স্বামিবিরহবিধুরা বৈজয়ন্তী পিত্রালয়ে বাসকালে মানসিক যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ঈশ্বরচিন্তায় মনে শান্তি আসিবে ভাবিয়া পিতার নিকট মন্ত্রগ্রহণের অভিলাষ করেন। গুরুকুলে কন্যা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার পিতা প্রথমে মন্ত্র দিতে অস্বীকৃত হন; কিন্তু কন্যার একান্ত আগ্রহ দেখিয়া তাঁহাকে নিজ মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে বাধ্য হইলেন। দীক্ষাগ্রহণের পর ইনি অভীষ্ট দেবীর আরাধনাকালে সংস্কৃত ভাষায় যে একটী সুন্দর স্তব রচনা করেন, তাহাও ইঁহার রচিত, এতদ্ভিন্ন তাঁহার অনেক উদ্ভট কবিতা এখন কেবল শ্রুতিমাত্রেই অবস্থান করিতেছে, তদ্ভিন্ন আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

লক্ষ্মীনাথের পৌত্র রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ একজন অসাধারণ নৈয়ায়িক ছিলেন। বাণীনাথের বংশীয় রামচন্দ্র রায় বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন বলিয়া আজও কোটালিপাড়-সমাজে প্রখ্যাত রহিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে কোটালিপাড় সমাজের মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন, চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার, কুলচন্দ্র শিরোমণি, আশুতোষ তর্করত্ন, শশিকুমার শিরোরত্ন প্রভৃতি নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ বৈদিক-সমাজের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। [১০৬ পৃষ্ঠায় তাঁহাদের বংশাবলী দ্রষ্টব্য।]

কোটালিপাড়ে যে সকল বৈদিকব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে শুনক ব্যতীত গৌতম, কৃষ্ণাত্রেয়, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, বাৎস্য, বশিষ্ঠ, শাণ্ডিল্য, মধুঋষি প্রভৃতি অনেক গোত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সে কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। গৌতম আবার তিন প্রকার সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদী; কৃষ্ণাত্রেয় দুইপ্রকার সাম ও যজুর্ব্বেদী।

কোটালিপাড়ের সাম গৌতম।

সামবেদী গৌতমগণ বৈষ্ণবমিশ্রের বংশধর। বৈষ্ণবমিশ্র কনৌজ হইতে বঙ্গে প্রথম আগমন করিয়া কোটালিপাড়ের অন্তর্গত রতালে বাস করেন।* তাঁহার বংশধরগণ বর্ত্তমান কালেও রতালে বাস করিতেছেন। শুনকগোত্রীয় প্রসিদ্ধ যশোধর মিশ্র ইহাঁর কন্যা বিবাহ করিবার জন্য আহূত হন। বৈষ্ণব মিশ্র তাঁহার ব্রহ্মাণী নাম্নী কন্যা এবং তন্নামক একটী জাঙ্গাল যশোধর মিশ্রকে দান করেন। সেই হইতে এখনও ব্রহ্মাণী-জাঙ্গালের প্রসিদ্ধি আছে এবং বৈষ্ণবমিশ্রই যে কোটালিপাড়ের আদি, এ কথাও প্রবাদ বাক্যে প্রচলিত রহিয়াছে।

এই বৈষ্ণবমিশ্রের বলরাম মিশ্র নামক জনৈক খ্যাতনামা বংশধর ঢাকার তাৎকালিক নবাবের নিকট হইতে একটী তালুক প্রাপ্ত হন। এই তালুকের অন্তর্গত স্থান বহু বিস্তৃত হইলেও ইহার জন্য নবাব-সরকারে অতি সামান্য কর দিতে হইত। এক্ষণে ইংরাজরাজ উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছেন। রাজকীয় কাগজপত্রে পূর্ব্ব হইতে এই তালুক "বলরাম-মিশ্র" নামে অভিহিত। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা ইহাকে এখন "গৌতমের তালুক" বা "গৌতমের আবাদ" বলিয়া থাকে। এই তালুকের অনেক স্থান নানা কারণে হস্তান্তরিত হইয়াছে। বলরাম মিশ্রের বংশীয়েরা এক্ষণে ইহার কতকাংশ মাত্র ভোগ করিতেছেন।

বৈষ্ণব মিশ্রের বংশীয়গণ অনেক দিন হইতেই বিদ্যাব্রহ্মণ্যগুণে কোটালিপাড়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান কালে নানা কারণে এই বংশের অনেক অবনতি ঘটিয়াছে। এই বংশীয়েরা পৌরোহিত্য কার্য্যেই বিশেষ প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান কালে পূর্ব্বের ন্যায় ক্রিয়াকাণ্ডে ততদূর অভিজ্ঞতা না থাকিলেও এখনও এই বংশীয়গণ অনেক স্থানে পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। দেশের মধ্যে ইহাঁরা যে যে স্থানে বাস করিতেছেন, সেই সেই স্থান 'গৌতমবাড়ী' বলিয়া অভিহিত এবং ইহাঁদিগের প্রত্যেকেরই নামশেষে গৌতম আখ্যা প্রদত্ত হইয়া থাকে। গৌতমগোত্রীয়গণের উপাসনাপ্রণালী স্বতন্ত্র। ইহাঁদিগের স্ত্রী-পুরুষেরা উভয়ে সকল স্থলে এক মন্ত্রে দীক্ষিত হন না। কোন কোন স্থলে পুরুষ বৈষ্ণব এবং তাঁহারই স্ত্রী আবার শাক্ত হইতে দেখা যায়।

এই বংশীয়গণের প্রধানতঃ পুরাণশাস্ত্রব্যবসা। বহুদিন হইতেই তাঁহারা পুরাণ শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। এক সময় সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গেই এই বংশীয় পৌরাণিকগণ রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতাদির কথক ও পাঠকরূপে সাদরে বরিত হইতেন। এখনও ইহাঁদিগের মধ্যে পুরাণশাস্ত্রের আলোচনার অভাব দেখা যায় না। ইহাঁদিগের বংশধরগণের তালিকায় অর্জ্জুনমিশ্রের নাম পাওয়া যায়। ইনি বঙ্গে প্রথমাগত গঙ্গাগতি বৈষ্ণবমিশ্রের পুত্র। গৌতমগোত্রীয়গণ বলেন,—এই অর্জ্জুন মিশ্রই মহাভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ টীকাকার।

* আদি বৈদিক-বিবরণ ৩।০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু তাঁহাদিগের নিকট হইতে আমরা যে মূল কুলগ্রন্থখানি পাইয়াছি, তন্মধ্যে এ সম্বন্ধে কোন কথা নাই।

এই বংশে বাসুদেব সার্ব্বভৌম, বিষ্ণুদাস মিশ্র, ধ্রুবানন্দ মিশ্র, অচ্যুতানন্দ মিশ্র, রামানন্দ আচার্য্য, ব্রজনাথ বিদ্যাভূষণ, রত্নেশ্বর ন্যায়বাগীশ, তৎপুত্র নরনারায়ণ বাচস্পতি, কৃষ্ণনাথ তর্কভূষণ এবং রাঘবেন্দ্র কবিশেখর প্রভৃতি বহুতর প্রসিদ্ধ কবি ও বহুতর পৌরাণিক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁদিগের কথকতা ও পাঠকতায় পরিতৃপ্ত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের তাৎকালিক অনেক রাজা ও ভূম্যধিকারিগণ ইহাঁদিগকে অনেক ভূসম্পত্তি ব্রহ্মোত্তর দিয়াছিলেন, এখনও তাহার কিছু কিছু ইহাঁরা ভোগ করিতেছেন। সুসঙ্গ, ঢাকা, চন্দ্রদ্বীপ, ভূষণা প্রভৃতি স্থানে ইহাঁদিগের অনেক ভূমিবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল। এক্ষণে তাহার কতকাংশ পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত এবং অনেক স্থান নানা কারণে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে রঘুমণি বিদ্যাভূষণ নামক একজন প্রসিদ্ধ কথক এই বংশে জন্মলাভ করেন। কথকতা সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে এখনও তাঁহার নাম অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি একদিকে যেরূপ ভাবুক ভক্ত পণ্ডিত ও দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন, অন্যদিকে তাঁহার কণ্ঠস্বর, কবিত্ব, সঙ্গীতজ্ঞান ও রচনাশক্তিও চমৎকার ছিল। তিনি সংস্কৃত ভাষায় পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত সংস্কৃত পদাবলী-সকল এখনও নিজ কোটালিপাড় এবং পূর্ব্ববঙ্গবাসী বহু কথকের কণ্ঠে গীত হইয়া থাকে। সাধারণের অবগতির জন্য তাহার একটী পদাবলি এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম,—

রাগিণী—বেহাগ।

"মনো বিভেদবিচারি।
অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন মা ভব বিকারি॥
দ্বিধাজ্ঞানমকারণমিতি প্রমাণলিখনমেক এব পরং ব্রহ্ম শঙ্করীশঙ্করহরিঃ।
শ্রুতিরিতি নিগদতি শ্রীকণ্ঠবৈকুণ্ঠপতি-প্রজাপতি-সুসংহতিরেক এব ত্রিধাকৃতিঃ।
তথা পরমপ্রকৃতিরেকত্র চণকাকৃতিরসুরক্তভক্তবশনানারূপধারী॥
বেদপুরাণসম্মতা লিখিতৈতাবতী কথা, তথা ভাবে রঘুমণিরিতি প্রচলিতা বাণী,
শ্রীরাধাপ্রেমকৌশলে রাসাণপ্রয়াণকালে বৃন্দাবনে বনমালী কালীরূপধারী॥"

রঘুমণি বিদ্যাভূষণের পিতা পদ্মলোচন ন্যায়রত্নও একজন প্রসিদ্ধ কথক ছিলেন

———

সামবেদী গৌতমবংশ।
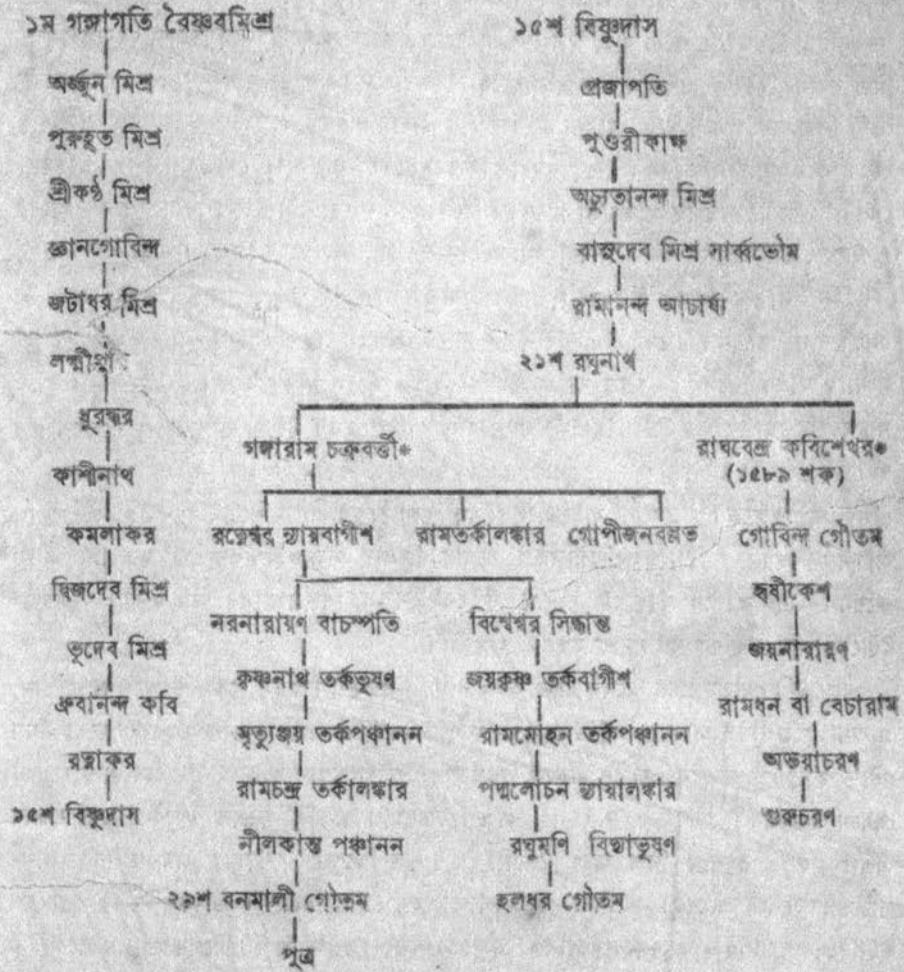
* রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের "ভবভূমিবার্ত্তা"য় গঙ্গাগতি হইতে তাঁহাকে লইয়া অধস্তন ২২ পুরুষ পর্য্যন্ত বংশ-তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের ভবভূমিবার্ত্তা ১৫৮৯ শকে লিখিত হইয়াছে যথা,—

"রোকেভবাণেন্দুমিতে শকাব্দে বৃষাটিহংসে কচতাতবারে।
সার্দ্ধৈকরাত্রেণ দিনদ্বয়েন সমাপ্তিমাপ্তা ভবভূমিবার্ত্তা॥"

কোটালিপাড়ের যজুর্ব্বেদী গৌতম।

সাম গৌতম গঙ্গাগতি-বৈষ্ণব মিশ্রের কনৌজ-পরিত্যাগের সময় যাদবানন্দ মিশ্র নামক জনৈক সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী তপোনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত যোগদান করেন। রাঘবেন্দ্র-কবিশেখরের 'ভবভূমিবার্ত্তা' হইতে জানা যায়, ইনি বৈষ্ণবমিশ্রের একজন সগোত্রীয় বন্ধু ছিলেন। যাদবানন্দ-মিশ্র কনৌজ হইতে কাশীধাম পর্য্যন্ত আসিয়াই বৈষ্ণবমিশ্রের সঙ্গ ত্যাগ করেন এবং সেইখানেই তিনি নিরাপদে বাস করিতে থাকেন। অতঃপর তাঁহার অধস্তন বংশধর রঘুনাথ মিশ্র কাশীধাম হইতে বঙ্গে আগমন করেন। এই রঘুনাথ মিশ্র হইতেই যজুর্ব্বেদী গৌতম-বংশের প্রতিষ্ঠা। কোটালিপাড়ের অন্তর্গত মাঝবাড়ী গ্রামে ইহাঁদিগের বাস। কোটালিপাড়ের দেড়ানি চৌধুরিগণের পূর্ব্বপুরুষ স্বনামপ্রসিদ্ধ গুনক শিবরাম সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের প্রিয়ম্বদা নাম্নী এক বিদুষী কন্যা ছিলেন, রঘুনাথমিশ্র তাঁহারই পাণিগ্রহণপূর্ব্বক শ্বশুরপ্রদত্ত বৃত্তি ও বাসস্থান পাইয়া মাঝবাড়ী গ্রামে বাস করেন। তদবধি এই বংশীয়গণ এই স্থানেই বাস করিতেছেন। পূর্ব্বে ইহাঁরা সংখ্যায় অধিক ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানকালে ১২।১৪ ঘরের অধিক নাই। এই বংশীয় এক ঘর যশোর-জিলার অন্তর্গত বারৈখালী গ্রামে বাস করিতেছেন। ইহাঁরা তালুকদার, ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও কেহ কেহ বা মন্ত্রদাতা গুরু। রঘুনাথমিশ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরাম শিরোমণি হইতেই মন্ত্রদানকার্য্য চলিয়া আসিতেছে। প্রবাদ, ঘাটভোগের সর্ব্ববিদ্যা ঠাকুর শ্রীরামশিরোমণির নিকট অধ্যয়নার্থ আগমন করেন এবং গুরুদক্ষিণাস্বরূপ যশোর জিলার মধ্য হইতে কএক ঘর শিষ্য দান করেন। এই কারণে তাঁহারই বংশধরেরা সেই সকল শিষ্যসম্পদের অধিকারী। এতদ্ভিন্ন ইহাঁদের আরও কএক ঘর সম্ভ্রান্ত যজমান আছেন।

যজুর্ব্বেদী গৌতমগণের অনেক ক্রিয়াকাণ্ড রামদত্ত-সম্মত। রামদত্ত পশুপতি অপেক্ষা প্রাচীন, এ কথা পশুপতিই স্বীকার করিয়াছেন। ইহাঁদিগের নিত্য সন্ধ্যা অন্যান্য যজুর্ব্বেদিগণের সন্ধ্যা হইতে স্বতন্ত্র। আচমন, আপোমার্জ্জন, অঘমর্ষণ, সূর্য্যোপস্থান প্রভৃতি প্রত্যেক সন্ধ্যামন্ত্রেরই প্রথমে এক একটী ঋষিচ্ছন্দ আছে। কাশ্যপ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি অন্যান্য যজুর্ব্বেদিগণের সন্ধ্যায় এরূপ নাই। রঘুনাথ মিশ্র স্বয়ং বৈদিক উপাসক ছিলেন। তাঁহার পর তদীয় সন্তান-সন্ততিগণ শেষে এ দেশে আসিয়া তান্ত্রিকদীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবমিশ্রের সন্তানগণ ইহাঁদিগের পুরোহিত এবং স্বনামপ্রসিদ্ধ ঠাকুরচক্রবর্ত্তীর সন্তানগণ ইহাঁদিগের গুরু ও পুরোহিত উভয় পদে বরিত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্ববৎ পুরোহিত নাই। গুরু পূর্ব্ববৎ আছেন। দেশের মধ্যে ইহারা ভট্টাচার্য্য ও চক্রবর্ত্তী উভয় আখ্যাতেই অভিহিত। গদাধর সার্ব্বভৌম, গোপালকৃষ্ণ তর্কবাগীশ ও কাশীনাথ বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি অনেক অধ্যাপক পণ্ডিত এই বংশে জন্মিয়াছিলেন। পূর্ব্বের তুলনায় এখন সেরূপ পণ্ডিতসংখ্যা নাই। বর্ত্তমান সময়ে রাধানাথ ন্যায়পঞ্চানন, রাজকুমার বিদ্যারত্ন, তারাকান্ত কাব্যতীর্থ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য ইহাঁদিগকে কেহ কেহ বারাণসী-গৌতম বলে। বিদ্যা, ব্রহ্মণ্য ও সৎ-সম্বন্ধাদিদ্বারা দেশে ইহাঁদিগের বিশেষ প্রতিষ্ঠা আছে।

পূর্ব্বে যেরূপ বৈজয়ন্তী দেবীর পরিচয় দিয়াছি, রঘুনাথমিশ্রভামিনী প্রিয়ম্বদা দেবীও সেই-রূপ একজন বিদুষী ছিলেন। এরূপ রমণীরত্ন বঙ্গে অতি দুর্লভ। তাই নিতান্ত প্রয়োজন-বোধে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনীও প্রকাশ করিলাম।—

প্রিয়ম্বদা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-কন্যা। নিবাস সুদূর পূর্ব্ববঙ্গের কোটালিপাড়ে। তাঁহার পিতা শুনকপ্রবর শিবরাম সার্ব্বভৌম। ইনি শুনক হরিহর চক্রবর্ত্তীর পৌত্র। প্রিয়ম্বদার স্বামীর নাম পণ্ডিত রঘুনাথ মিশ্র। প্রিয়ম্বদা বিদুষী, তিনি কীর্ত্তিমতী।

প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের এক নিভৃত ব্রাহ্মণ-কুটীরে থাকিয়া একটী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণরমণী শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন, সময়ে সময়ে পিতা ও স্বামীর ন্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিতেরও শাস্ত্রীয় সংশয়ের মীমাংসা করিয়া দিতেন, ইহা বাস্তবিকই কৌতুকাবহ!

প্রিয়ম্বদার পিতা শিবরাম অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যখ্যাতিগুণে নানা স্থান হইতে বহু ছাত্র আসিয়া তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিত। তাঁহার একটী মাত্র কন্যা ও একটী পুত্র। পুত্রের নাম মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

কন্যা প্রিয়ম্বদা শিবরামের প্রথম সন্তান। সুতরাং কন্যাটী তাঁহার বড়ই আদরের হইয়াছিল। শিবরাম ছাত্রদিগকে পড়াইতেন, বালিকা তাঁহার কাছে থাকিয়া সে সকল শুনিতেন, শুনিয়া শুনিয়া তাহার অধিকাংশই তিনি কখন কখন পিতার নিকট বলিতেন। পিতা কন্যার অপূর্ব্ব মেধাশক্তির পরিচয় পাইয়া মনে মনে বিস্মিত ও আনন্দিত হইতেন। কিন্তু তখনও তিনি কন্যার শাস্ত্রশিক্ষার ততদূর মনোযোগী হইতে পারেন নাই। তাঁহার ধারণা ছিল,—গৃহকর্ম্মাদি শিক্ষাই স্ত্রীলোকের চরম শিক্ষা, শাস্ত্রশিক্ষা স্ত্রীলোকের নিষ্প্রয়োজন। ইহার কয়েক দিবস পরেই শিবরাম একদিন একখানি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ দেখিবার জন্য তাহা খুলিয়া লইয়া বসিলেন। একটী প্রয়ো-জনীয় স্থল দেখিতে গিয়া তাহার কয়েকটী পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে দেখিলেন,—গ্রন্থের একস্থলের টীকায় উদ্ধৃত আছে,—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

এই শাস্ত্রানুশাসনের চরণ দুইটী দেখিয়াই তাঁহার পূর্ব্ববিশ্বাস শিথিল হইল। তিনি তখন হইতে কন্যার বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগী হইলেন। ভাল দিন দেখিয়া তাঁহার বিদ্যারম্ভ করাইলেন, কন্যার অক্ষরপরিচয় হইবার পরই তাঁহাকে ব্যাকরণের পাঠ দিলেন। মেধাবিনী কন্যা কিঞ্চিৎ পরেই তাহা মুখস্থ করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে পিতা প্রতিদিন যাহা পাঠ দিতেন, কয়েকবার আবৃত্তি করিয়াই কন্যা পিতার নিকট তাহা মুখস্থ বলিতেন। কন্যার মেধাদর্শনে পিতার উৎসাহ বাড়িল। তিনি ভাবিলেন, কন্যা আমার সরস্বতী, আমি একবার যাহা বলি, তাহা সে ভুলে না, জিজ্ঞাসা করিলে অতি মিষ্ট কথায় তাহার উত্তর দেয়। আমি প্রাণপণে ইহাকে শাস্ত্রশিক্ষা দিব।

শিবরাম মনে মনে যাহা ভাবিলেন, কাজেও তাহাই করিলেন। অতি মনোযোগের সহিতই কন্যাকে অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন।

ক্রমে কন্যার ধারণাবতী মেধা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার পরিচয় প্রকাশ পাইতে লাগিল। শিবরাম একদিন কন্যার নিকট কয়েকটী বিষয়ের প্রশ্ন করিয়া যখন যুক্তিপূর্ণ মধুর কথায় তাহার উত্তরোত্তর উত্তর কয়েকটী পাইলেন, তখন তাঁহার মন আনন্দে আপ্লুত হইল, তিনি সেই দিন হইতেই কন্যার নামকরণ করিলেন,—"প্রিয়ম্বদা"। প্রিয়ম্বদা প্রকৃতই প্রিয়বাদিনী ছিলেন, তাঁহার বুদ্ধি ও মেধাশক্তিও অপূর্ব্ব ছিল। শুনা যায়, প্রিয়ম্বদা পিতার নিকট পাঠ লইয়া দুইপক্ষ মধ্যে অমরকোষ, ভ্বাদি হইতে চুরাদি পর্য্যন্ত গণ এবং মহাভারতীয় সাবিত্রী ও দময়ন্তী উপাখ্যানের মূল অংশ দুইটী কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন।

প্রিয়ম্বদা শাস্ত্রে যখন কিঞ্চিৎ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন, তখন একদিন পিতা তাঁহাকে বলিলেন,—মা, তুমি ছাত্রদিগের সহিত সংস্কৃতে কথা কহিতে শিখ, এবং তোমার পাঠ্যস্থান নিজ হস্তে লিখিয়া পড়িতে থাক। ইহাতে তোমার সংস্কার ভাল থাকিবে।

কন্যা পিতার কথা পালন করিলেন, ছাত্রদিগের সহিত সেইদিন হইতেই সংস্কৃত ভাষায় কিছু কিছু আলাপ করিতে লাগিলেন। এইরূপ আলাপে কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া প্রভৃতির নিয়মাদি তিনি বিলক্ষণ বুঝিলেন এবং আদর্শ দেখিয়া প্রাত্যহিক পাঠ্যাংশ লিখিয়া পড়িতে লাগিলেন। লিখিতে লিখিতে তাঁহার হস্তাক্ষরও অতিমার্জ্জিত হইয়া উঠিল, ক্রমে তিনি সুন্দর বিশুদ্ধ এবং অতিদ্রুত লিখিতে পারিতেন। প্রিয়ম্বদা পিতৃগৃহে থাকিয়া যে লিখিবার শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, স্বামিগৃহে গিয়া তাঁহার সে শক্তির পূর্ণ বিকাশ সংঘটিত হইয়াছিল।

প্রিয়ম্বদা বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে থাকিয়া পিতার উৎসাহে সর্ব্বদাই সংস্কৃত চর্চ্চা করিতেন। ভাষার অনুশীলন করিতে করিতে শেষে অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন। পিতা তাঁহাকে শ্লোকরচনা করিতে শিখাইয়াছিলেন। প্রিয়ম্বদার শ্লোকরচনায় ক্ষমতা হইয়াছে দেখিয়া একদিন শিবরাম বলিয়াছিলেন,—'মা, তুমি একটী শ্লোকে আমার গৃহপ্রতিষ্ঠিত কুলদেবতা গোবিন্দদেবের (১) বর্ণনা করিয়া আমাকে শুনাও দেখি।'

(১) এই নয়নাভিরাম গোবিন্দবিগ্রহ অদ্যাপি শিবরামের বংশধরগণের গৃহে বিরাজমান। চৌধুরীগণ নিজহস্তে প্রত্যহ ইঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, প্রতিদিন প্রতিঘরেই গোবিন্দদেবের পালা উপলক্ষে ব্রাহ্মণভোজন নির্দ্দিষ্ট আছে। এই বংশীয় বৃদ্ধগণের মুখে শুনা যায়, এই গোবিন্দবিগ্রহ প্রথমে জগন্নাথক্ষেত্রে ছিলেন। সেস্থান হইতে শেষে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের গৃহে আগমন করেন; কিছুদিন পরে রাজা স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া একজন ব্রাহ্মণদ্বারা এই মূর্ত্তি শিবরাম ভট্টাচার্য্যের গৃহে প্রেরণ করেন। শিবরাম সাদরে এই মূর্ত্তির যথাশক্তি অর্চ্চনা করিতে থাকেন। এই গোবিন্দপ্রাপ্তির পর হইতেই তাঁহার সুখ-সৌভাগ্য দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সেই বৎসরের মধ্যেই তিনি নিজ পাণ্ডিত্যের পুরস্কারস্বরূপ নবাবসরকার হইতে জালিমপুর নামক একটী সুবিস্তৃত পরগণা প্রাপ্ত হন। তদবধি এই চৌধুরীবংশের কেহই জগন্নাথধামে গমন করেন না। তাঁহাদের কোন পূর্ব্বপুরুষ স্বপ্নে জানিয়া ছিলেন যে, স্বয়ং জগন্নাথই গোবিন্দরূপে তাঁহাদিগের গৃহে বিরাজ করিতেছেন।

কন্যা প্রিয়ম্বদা পিতার আদেশে মনে মনে গোবিন্দদেবকে নমস্কার করিয়া কিঞ্চিৎ পরেই নিম্নোক্ত শ্লোকটী রচনা করিলেন,—

"কালিন্দীপুলিনেষু কেলিকলনং কংসাদিদৈত্যদ্বিষং
গোপালীভিরভিষ্টুতং ব্রজবধূনেত্রোৎপলৈরর্চ্চিতম্।
বর্হালঙ্কৃতমস্তকং সুললিতৈরঙ্গৈস্ত্রিভঙ্গং ভজে
গোবিন্দং ব্রজসুন্দরং ভবহরং বংশীধরং শ্যামলম্।"

অর্থাৎ যিনি যমুনাপুলিনে নানাবিধ কেলি করিয়াছেন, যাঁহার হস্তে কংসাদি দৈত্যগণ নিহত হইয়াছে, গোপগণ চারিদিকে থাকিয়া যাঁহার স্তব করেন, গোপাঙ্গনাগণের নয়নোৎপলসমূহে যিনি অর্চ্চিত, যাঁহার মস্তক ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা অলঙ্কৃত, হস্তে ধনু এবং অঙ্গকান্তি শ্যামল, সেই ভবভয়হারী ব্রজসুন্দর মনোরম ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তি গোবিন্দদেবকে আমি ভজনা করি।

কন্যা-রচিত চমৎকার শ্লোক শুনিয়া ভক্ত পিতার নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইল। পিতা 'মা মা' বলিয়া কন্যাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন।

প্রিয়ম্বদার ইহা অপেক্ষা আরও একটী গুণ ছিল। তিনি মধুর কণ্ঠে গান গাইতে পারিতেন। বালিকাবয়সে তাঁহার কণ্ঠঝঙ্কার বড়ই মনোরম ছিল। পিতা পাঠ-অভ্যাসের প্রথমে যে সরস্বতীর বন্দনা শ্লোকটী অভ্যাস করাইয়াছিলেন, প্রিয়ম্বদা প্রতিদিন পাঠ-আরম্ভের পূর্ব্বে সুমধুর স্বরসংযোগে সেই বন্দনাটী গাইয়া লইতেন। টোলের ছাত্রগণ একতানমনে সে গান শুনিয়া পুলকিত হইতেন। বন্দনার শ্লোকটী,—

"যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শ্বেতপদ্মাসনা
যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতভুজা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা,
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা॥"

অতঃপর প্রিয়ম্বদার বিবাহের বয়স হইল। শিবরাম কন্যার একটী যোগ্য বরের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দেশের মধ্যে কিন্তু কন্যার অনুরূপ রূপগুণবান্ মনোনীত পাত্র কোথাও মিলিল না। তিনি অবিলম্বে কাশীধামে যাত্রা করিলেন। কাশীধামে পৌছিয়া তথাকার একটী মঠে গিয়া আশ্রয় লইলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, কাশীধাম হইতে একটী উপযুক্ত পাত্র লইয়া দেশে ফিরিবেন। শিবরামের এই সংকল্প সিদ্ধি হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। সুতরাং বাধ্য হইয়া কিছুদিন তিনি কাশীধামে অবস্থান করিলেন। কথিত আছে—এই সময়ের মধ্যে তিনি তথায় থাকিয়া মীমাংসাদর্শন অধ্যয়ন করেন।

শিবরাম যে মঠে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথায় হঠাৎ একদিন এক তেজঃপুঞ্জ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণযুবকের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। সেই ব্রাহ্মণ যুবকেরই নাম পণ্ডিত রঘুনাথ মিশ্র।

শিবরামের সংকল্প সিদ্ধ হইল। তিনি তাঁহার অধ্যাপকের নিকট রঘুনাথমিশ্রের বংশ-পরিচয়াদি বিদিত হইয়া সযত্নে তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসিলেন। গৃহে আনিয়া তাঁহার কন্যার

নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। রঘুনাথ বাঙ্গালী কন্যা প্রিয়ম্বদার রূপে ও গুণে আকৃষ্ট হইয়া বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। শিবরাম শুভদিন দেখিয়া প্রিয়ম্বদাকে রঘুনাথমিশ্রের করে সম্প্রদান করিলেন।

শিবরাম-সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য একদিকে যেমন গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের ভাণ্ডার ছিলেন, অন্যদিকে বিষয়-সম্পত্তিও তাঁহার প্রচুর ছিল। জমিদারী ছিল, তালুকদারী ছিল, তদ্ভিন্ন নগদ সম্পত্তিও তাঁহার অল্প ছিল না। তিনি কন্যার বিবাহ দিয়া কন্যাজামাতার ভরণপোষণের জন্য নিজ মাঝবাড়ী গ্রামখানি দান করেন। কিন্তু কন্যাজামাতা অপ্রয়োজনীয় বোধে সমস্ত গ্রামগ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় শেষে তিনি তাহার কতক অংশমাত্র তাঁহাদিগের বাসের জন্য দিয়াছিলেন।

প্রিয়ম্বদা স্বামিগৃহে আসিলেন; স্বামিগৃহে আসিয়াও তিনি শাস্ত্রচর্চ্চা বিস্মৃত হইলেন না। সাংসারিক কার্য্যে তাঁহার সাহায্য করিবার অন্য লোক ছিল না। সুতরাং নিজ হস্তে তাঁহাকে সংসারের সকল কার্য্যই সমাধা করিতে হইত। রঘুনাথ মিশ্র কাশীধাম হইতে আসিবার সময় রঘুনাথচক্র ও শ্রীধরচক্র নামক দুইটী শালগ্রামশিলা আনিয়াছিলেন। প্রিয়ম্বদা প্রত্যহ স্বহস্তে তাঁহাদিগের পূজার সমস্ত আয়োজন করিয়া দিতেন। স্বামী পূজা করিতেন, প্রিয়ম্বদা তাঁহার অদূরে ভক্তিভাবে বসিয়া থাকিতেন। শুনা যায়, তিনি প্রত্যহই এক একটী সুললিত নূতন নূতন কবিতায় নারায়ণের নমস্কার করিতেন। স্বামীর অনেকগুলি ছাত্র ছিল, প্রিয়ম্বদা প্রত্যহ নিজ হস্তে তাহাদিগকে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতেন। স্বামীর আহার হইলে, শেষে স্বয়ং তাঁহার প্রসাদ ভোজন করিতেন। অতি প্রত্যূষ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ গৃহমার্জ্জন, গৃহশোধন, গোময় দ্বারা দেবগৃহ ও বাসগৃহলেপন, পূজার আয়োজন, রন্ধন ও ভোজন এই সকল কার্য্যেই প্রিয়ম্বদার প্রায় দিবা আড়াই প্রহর অতীত হইত। ভোজনান্তে অতি অল্প সময় বিশ্রামের পর তিনি যে সময় পাইতেন, এই সময়ের মধ্যে একাকী বসিয়া সংস্কৃত পুস্তক সকল নকল করিতেন। প্রিয়ম্বদার হস্তলিখিত একখানি "শ্যামারহস্য" অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণের গৃহে বিরাজমান আছে। প্রিয়ম্বদার স্বামী কাশীধাম হইতে দেবনাগরাক্ষরে লিখিত অনেক শাস্ত্রীয় পুস্তক সঙ্গে আনিয়া ছিলেন। প্রিয়ম্বদা বঙ্গাক্ষরে সে সকল নকল করিতেন এবং নিষিদ্ধ তিথি ব্যতীত অপর দিনে স্বামীর নিকট এক একটী দার্শনিক সূত্র পড়িতেন।

প্রিয়ম্বদা বাঙ্গালী-কন্যা, রঘুনাথমিশ্র খাস্ পশ্চিমদেশীয়। সুতরাং উভয়ের মাতৃভাষা স্বতন্ত্র। কিন্তু মাতৃভাষা স্বতন্ত্র হইলেও বাণীর কৃপায় তাঁহাদিগের পরস্পর কথাবার্ত্তায় কোনই অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। প্রথম প্রথম তাঁহারা সংস্কৃত ভাষাতেই আবশ্যকীয় কথাবার্ত্তা কহিতেন। ক্রমে রঘুনাথ বাঙ্গালী হইলেন, অল্পদিন পরেই তিনি বাঙ্গালা ভাষায় সম্পূর্ণ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

প্রিয়ম্বদা স্বামীর প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমতী ছিলেন। স্বামীর বাক্য তিনি বেদবাক্যের ন্যায় মনে করিতেন। প্রথম প্রথম তিনি সাহিত্যেই অনুরাগিণী হইয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীর আদেশে শেষে তিনি দর্শনচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। কিন্তু দর্শনচর্চ্চায় তিনি অধিক দিন অতিবাহিত

করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্রমে কন্যাপুত্র জন্মিল, সুতরাং শাস্ত্রালোচনা হইতে ধীরে ধীরে তাঁহাকে সরিয়া পড়িতে হইল। তথাপি তিনি যে টুকু জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন, শুনা যায় তাহারই ফলে তিনি মার্কণ্ডেয়পুরাণের মদালসা উপাখ্যানের দার্শনিক টীকা এবং ভারতীয় শান্তিপর্ব্বের মোক্ষধর্ম্মের একখানি বিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করেন। পরিতাপের বিষয়, উক্ত তাল-পত্র-লিখিত পুস্তকখানি অযত্নে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। একবার বহু অনুসন্ধানে একটী পাতা পাওয়া গিয়াছিল, পাতাটী এত অস্পষ্ট যে, তাহা আদি কি অন্তের তাহার কিছুই স্থির করিতে পারা যায় নাই। কেবল মাত্র কএকটী পংক্তির কতক অংশের লেখায়—"স্বামিন্ তে জনকস্ত চাপি কৃপয়া টীকা ময়েয়ং ক্রিয়া" এইটুকু মাত্র উদ্ধার হইয়াছিল।

কোটালিপাড়ের যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজ।

সামন্তসারের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রেরিত "পাশ্চাত্য-বৈদিক-বংশাবলী" হইতে যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজসমাজের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়:—

"দামোদর মিশ্র নামক এক ব্যক্তি জন্মভূমি কান্যকুব্জ পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশ ঘুরিয়া নবদ্বীপের পূর্ব্বস্থলীতে আসিয়া উপস্থিত হন। অবশেষে রথীতরের সাহায্যে তিনি নবদ্বীপেই বাস করিলেন। এখানে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে—রত্নগর্ভ ও মহেশ্বর। মহেশ্বরের পুত্র মহাকবি রামেশ্বর, তৎপুত্র উপেন্দ্র, তৎপুত্র কামেশ বেদাচার্য্য, তৎপুত্র হলায়ুধ ও তৎপুত্র পশুপতি। পশুপতির তিন পুত্র—শক্তিধর, শার্ঙ্গধর ও গঙ্গাধর (ছোট সুন্দর)।"

শক্তিধরের বংশধরগণ কোটালিপাড়ের অন্তর্গত তারাসি-গ্রামে বাস করিতেছেন। প্রায় সাত আট পুরুষ পূর্ব্বে এই বংশে নরসিংহ ন্যায়পঞ্চানন নামক একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের বর্ণনায় জানা যায়, নরসিংহ স্বীয় পাণ্ডিত্য-বলে তাৎকালিক বহু পণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করেন, তন্মধ্যে একজন পণ্ডিত পরাজয়ে অপমানবোধে মর্ম্মাহত হইয়া ইহাঁকে অভিসম্পাত দেন। সেই অভিশাপের ফলেই তাহাঁর অধস্তন সাত পুরুষ পর্য্যন্ত কেহই পণ্ডিত হইতে পারেন নাই। যদিও কেহ কখন পণ্ডিত বা পণ্ডিতকল্প হইয়াছেন; কিন্তু দারুণ ব্রহ্মশাপফলে তাঁহাকে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে।

শক্তিধরের বংশধরগণ স্বগ্রামে দুইটী পৃথক্ পৃথক্ বাড়ীতে বাস করেন। একটী কোঠাবাড়ী এবং অপরটী বুড়াঠাকুরবাড়ী। দেশে ইহাঁরা কাঠালীয়া ভরদ্বাজ নামে অভিহিত। ইহাঁদিগের ব্যবসা তালুকদারী ও যাজকতা। কোটালিপাড়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম তারাসি গ্রামেই কোঠা নির্ম্মিত হয়। এই জন্য একটী বাড়ী এখনও কোঠাবাড়ী নামেই খ্যাত। এই বংশীয় কৃতী কৃষ্ণনারায়ণ চক্রবর্ত্তী এই কোঠার প্রতিষ্ঠাতা। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে উহা নির্ম্মিত হয়। শাস্ত্রচর্চ্চার অভাবে মধ্যযুগে এ বংশীয়গণ ঘোর তান্ত্রিক হইয়াছিলেন। মদ্যপান করা ইহাঁরা কোন দোষের বা ঘৃণার মধ্যেই গণ্য করিতেন না; মদ্য প্রস্তুত করিবার প্রতিকূলে

আইন কানুনের যখন বেশী কড়াকড়ি ছিল না, তখন ইহাঁরা স্ব স্ব গৃহেই মন্ত প্রস্তুত করিয়া লইতেন। এই জন্য একটী ছড়া এখনও শুনিতে পাওয়া যায়,—

"তারাসি তাড়াইয়া, মদ খায় ভাঁড়াইয়া"

এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় মদ্যপানাদি নাই। এখন অনেকেই সদাচারনিষ্ঠ। শক্তিধরের বংশীয়েরা চক্রবর্ত্তী এবং কেহ কেহ বা ভট্টাচার্য্য আখ্যায় অভিহিত। শক্তিধরের সন্তানগণের বংশমর্য্যাদা আছে।

শক্তিধরের ভ্রাতা শার্ঙ্গধর। কাশীচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বৈদিকবংশাবলী মতে, শার্ঙ্গধরের পুত্র বেদগর্ভ ও রাধাকান্ত; বেদগর্ভের পুত্র যাদবেশ্বর আচার্য্য, তৎপুত্র কৃষ্ণজীবন ঠাকুর চক্রবর্ত্তী। এই ঠাকুর চক্রবর্ত্তী একজন স্বনামপ্রসিদ্ধ সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তাঁহার মাহাত্ম্যকথা অদ্যাপি কোটালিপাড়ের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে গীত হইয়া থাকে। অনেকে প্রত্যূষে শয্যা পরিত্যাগের সময় অন্যান্য পুণ্যশ্লোকদিগের নামের সহিত ঠাকুর চক্রবর্ত্তীর নাম স্মরণ করিয়া থাকেন। এই ঠাকুর চক্রবর্ত্তী হইতেই এই বংশের প্রতিষ্ঠা। কোটালিপাড়ের প্রধান শুনক কি অন্যান্য বহু বৈদিকঘরই ইহাঁদিগের মন্ত্রশিষ্য। ইহাঁরা গুরু বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত ও পূজ্য।

ঠাকুর চক্রবর্ত্তীর ছয় পুত্র—রঘুনন্দন ন্যায়ালঙ্কার, হরি, কেশব পঞ্চানন, জনার্দ্দন, রাম ও লক্ষ্মণ। এই ছয় পুত্রেরই বংশধরগণের বিভিন্ন স্থানে বাস। কেশব পঞ্চাননের সন্তানগণ হরিণাহাটীতে এবং জনার্দ্দন ঠাকুরের সন্তানগণ গৈলা ও ফুলশ্রী গ্রামে। এতদ্ভিন্ন অপর সকলেই উনসীয়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

ঠাকুর চক্রবর্ত্তীর ছয় পুত্রের মধ্যে কেশব পঞ্চানন একজন বিখ্যাত তান্ত্রিকসাধক ছিলেন। তান্ত্রিক কার্য্যাদিতে তাঁহার মত এখনও অনেক স্থানে আদৃত। তিনি বাক্‌সিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডীকৃত মণ্ডপে অদ্যাপি কালীমূর্ত্তি বিরাজমানা। যে নিবিড় বনপ্রান্তে এই কালীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা, তথায় দিবাভাগেও প্রবেশ করিলে শরীর কম্পিত হইয়া উঠে। রাত্রিকালে ভয়ে তাহার নিকট দিয়া যাইতেও অনেকে সাহস করেন না। পঞ্চানন ঠাকুর নিজ ক্ষমতায় বহু শিষ্য করিয়া গিয়াছেন। ঠাকুর চক্রবর্ত্তীর বংশীয়গণ প্রধানতঃ গুরু বা মন্ত্রদাতা। তবে কেহ কেহ যাজকতাও করিয়া থাকেন। যিনি শিষ্যসম্পদে হীন তাঁহাকে যাজকতা করিতে হয়। দেশে ইহাঁদিগের সকলেরই নামশেষে "ঠাকুর" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাঁদিগের মধ্যে আবার কোটালিপাড়স্থ বৈদিকগণের মধ্যে যাঁহাদিগের শিষ্য নাই, তাঁহারা 'চক্রশূন্য' ঠাকুর নামে খ্যাত। এতদ্ভিন্ন ঠাকুর চক্রবর্ত্তীর এক ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার বংশীয়েরাও চক্রশূন্য ঠাকুর নামে অভিহিত। ঠাকুর চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতৃবংশীয়েরা কতক গৈলা, কতক উনসীয়ায় বাস করিতেছেন।

শক্তিধরের কনিষ্ঠ ছোট সুন্দরের বংশীয়েরা করঙ্গ নামে খ্যাত। রাঘবেন্দ্র কবিশেখর করঙ্গকে পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই ছোট সুন্দর বা করঙ্গের বংশধরেরা উনসীয়া গ্রামের

ভরদ্বাজ-বাড়ী, আউড়িয়া, এবং কয়েকঘর সাধুহাটী উজীরপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। সাধুহাটী উজীরপুরস্থ বৈদিকগণ করঙ্গের সন্তান বলিয়া স্বীকার পান না, তাঁহারা শক্তিধরের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু শক্তিধরের বংশীয়েরা তাহা স্বীকার করেন না। সাধুহাটী উজীরপুরের ভরদ্বাজগণ 'গাবুগা' ভরদ্বাজ নামে খ্যাত। সুন্দর বা করঙ্গের বংশীয়েরা শক্তিধর বা শার্ঙ্গধরের বংশীয়গণের সহিত সমান মর্য্যাদাসম্পন্ন নহেন। তবে এই বংশীয়দিগের মধ্যে সাধুহাটী উজীরপুরস্থ ভরদ্বাজগণ বর্ত্তমান সময়ে অনেকটা উন্নত। শুনক চৌধুরী ও কাশ্যপ ন্যায়াচার্য্যের সন্তান এবং কোটালিপাড়ের অন্যান্য উন্নত ঘরের সহিত সম্বন্ধাদি করিয়া ইঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছেন। সুন্দর বা করঙ্গের অন্যান্য সন্তানগণ এখনও পূর্ব্বের ন্যায়ই আছেন।

কোটালীপাড়ের সামবেদী কৃষ্ণাত্রেয়।

সামবেদী কৃষ্ণাত্রেয়গণ কোটালীপাড়ের অন্তর্গত ফেরধরা, হরিণাহাটী ও উনশীয়া প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। এই কৃষ্ণাত্রেয়গণ কতদিন হইতে কোটালীপাড়ে আছেন, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় নাই। তবে ইঁহারা যে বহুদিন পর্য্যন্ত কোটালীপাড়ে বাস করিতেছেন, একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। এই কৃষ্ণাত্রেয়গণ সকলেই ভট্টাচার্য্য আখ্যায় অভিহিত ও সমাজে ইঁহারা বিশেষ সম্মানিত। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহই শূদ্রের দান গ্রহণ করেন না। পাবনা জিলার অন্তঃপাতী স্থলবসন্তপুর প্রভৃতি স্থানের অনেক বারেন্দ্র শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-ভূম্যধিকারী ইঁহাদিগের মন্ত্রশিষ্য। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানে ইহাদিগের আরও অনেক ব্রাহ্মণশিষ্য আছেন। শিষ্য ও অর্থ সম্পদাদি দ্বারা পূর্ব্বে ইঁহারা যে বিলক্ষণ উন্নত ছিলেন, একথা রাঘবেন্দ্র কবিশেখরও তাঁহার রচিত ভবভূমিবার্ত্তায় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও কোন কোন ঘর পূর্ব্বের ন্যায় সম্পন্ন আছেন পূর্ব্বে এই বংশে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন বর্ত্তমান সময়েও দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদিগের মধ্যে যে সকল অধ্যাপক পণ্ডিত বর্ত্তমান আছেন, তন্মধ্যে পণ্ডিত প্রসন্নকুমার বেদান্ততীর্থ, পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, পণ্ডিত হরিহর ভট্টাচার্য্য এবং বৈয়াকরণ বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদিগের কয়েক ঘর বরিশাল জিলাস্থ হরিসোনায় বাস করিতেছেন।

কোটলীপাড়ের যজুর্ব্বেদী কৃষ্ণাত্রেয়।

এই কৃষ্ণাত্রেয়গণ কোটালীপাড়ের অন্তর্গত ডহতলী বা ডোয়াতলী এবং মদনপাড়ে বাস করিতেছেন, দেশে ইঁহারা বেদজ্ঞ নামে পরিচিত। কতদিন হইতে এই বেদজ্ঞগণ কোটালীপাড়ে আসিয়া বাস করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে রাঘবেন্দ্রকবিশেখরের ভবভূমিবার্ত্তা ব্যতীত আর কোন গ্রন্থে কিছুই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কবিশেখরের বর্ণনায় জানা যায়, সুব্রহ্মণ্য মিশ্র নামক একজন যজুর্ব্বেদী কৃষ্ণাত্রেয় কোটালীপাড়ে আগমন করেন। তাঁহা হইতেই এই কৃষ্ণাত্রেয়বংশের প্রতিষ্ঠা।

ডহতলীতে যে সকল বেদজ্ঞ বাস করিতেছেন, তথাকার বিশারদগণ তাঁহাদিগেরই এক

শাখা। কিন্তু কোন দলাদলি উপলক্ষেই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, উক্ত বিশারদগণ সম্ভ্রান্ত সামাজিক ব্যাপার হইতে অনেকটা স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিতেছেন। তবে ইহাঁদিগের মধ্যে এখনও কোন কোন ঘর স্ব স্ব সদ্ভাবসংরক্ষণে পশ্চাৎপদ নহেন।

মদনপাড়স্থ বেদজ্ঞগণ রাঘব চক্রবর্ত্তীর সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। রাঘব চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণোচিত সর্ব্বগুণে বিভূষিত ছিলেন। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। বৃদ্ধগণের মুখে শুনা যায় যে, তিনি মন্ত্রাত্মক আহ্বানে অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবগণকে প্রয়োজন মত যে কোন স্থানে আবির্ভূত করিতে পারিতেন। রাঘব চক্রবর্ত্তীর এইরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা-দর্শনে শুনকপ্রবর স্বনামপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে সাদরে পৌরোহিত্যে বরণ করেন। রাঘব চক্রবর্ত্তীর সন্তানগণ তদবধি সাড়ে আট আনী চৌধুরীগণের পৌরোহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। এই বংশে পূর্ব্বের ন্যায় পণ্ডিতবাহুল্য না থাকিলেও বর্ত্তমান সময়ে চন্দ্রমণি বিদ্যারত্ন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কোন কোন প্রাচীন ব্যক্তি বলেন,—সুব্রহ্মণ্য মিশ্র মৈথিল ব্রাহ্মণ ছিলেন। কোন বিশিষ্ট কার্য্যব্যপদেশে তিনি কোটালিপাড়ে আসিয়া বাস করেন। এই সুব্রহ্মণ্য মিশ্র হইতে বেদজ্ঞগণ কত পুরুষ নামিয়াছেন, তাহার পরিচয় জানা যায় নাই। মদনপাড় এবং ডহতলী এই উভয় স্থানস্থিত বেদজ্ঞগণের মধ্যে "দক্ষিণা বেদজ্ঞ" ও "উত্তরা বেদজ্ঞ" এই দুইটী পৃথক্ পৃথক্ আখ্যা দেখিতে পাওয়া যায় এই আখ্যা দুইটী দেখিলে উভয় স্থানস্থিত বেদজ্ঞগণের অভিন্নতায় আপাতত একটু সংশয় আসিলেও মূলে যে উভয়ই এক, তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান বাসস্থান ভেদেই দেশে ইহাঁদিগের মধ্যে উক্ত বিভিন্ন আখ্যা দুইটী স্থান লাভ করিয়াছে।

কোটালিপাড়ের যজুর্ব্বেদী কাশ্যপ।

যজুর্ব্বেদী কাশ্যপেরা রামমিশ্রবংশীয় প্রমোদন পুরন্দরাচার্য্যের বংশধর। কোটালিপাড়ের অন্তর্গত উনশীয়া গ্রামে ইহাঁদিগের বাস। এই কাশ্যপগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন,—রামমিশ্র তদানীন্তন বঙ্গাধিপতি হরিবর্ম্ম রাজার নিকট হইতে উনবিংশতি খানি গ্রাম প্রাপ্ত হন, সেই জন্য সমস্ত গ্রামগুলিই সমষ্টিতে উনবিংশতি বা উনশীয়া নাম গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া দেখিলে এই উক্তির উপর কোনক্রমেই আস্থা স্থাপন করা যায় না। কোটালিপাড়ে শুনক প্রভৃতি যে সকল বিভিন্ন গোত্র আছেন, তন্মধ্যে কাশ্যপের ন্যায় বংশবৃদ্ধি বা বংশবিস্তার অন্য কোন গোত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় না। উনশীয়া একটি বহুবিস্তৃত গ্রাম। এই গ্রামের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়াই এই কাশ্যপগোত্রীয়গণের বাস। কাশ্যপগণ যে গ্রামে বাস করিতেছেন, তাহা 'কাশ্যপপাড়া' নামেও কথিত। এ সম্বন্ধে এবং ইহাঁদিগের বিস্তৃতি সম্বন্ধে যে একটী ছড়া প্রচলিত আছে, তাহা এই,—

"বার'শ বামুন তের'শ' আড়া, তাহার নাম কাশ্যপপাড়া।"

কাশ্যপগণ শুধু কোটালীপাড়ে নহেন, ইহাঁদিগের কতক অংশ আবার কোটালীপাড় হইতে

খাট্রা (মুকুডোবা), বরিশাল জেলাস্থ চাঁদসী, গোবর্দ্ধন, যশুরকাঠী, লক্ষ্মণকাঠী, বাটাজোড় ও শিবাশা এবং যশোহর জিলার বারৈখালি, ধলহরা প্রভৃতি গ্রামে গিয়া বাস করিতেছেন।

ঈশ্বর বৈদিকের কুলপঞ্জীতে লিখিত আছে,—পুরন্দরাচার্য্য উপেন্দ্র পণ্ডিতের কন্যা বিবাহ করেন, তাঁহার গর্ভে চূড়ামণি ও ন্যায়াচার্য্য এই দুই পুত্র জন্মে। এতদ্ব্যতীত পুরন্দরের আরও চারিটী পুত্র হইয়াছিল, তাঁহাদের নাম—মধুসূদন সরস্বতী, বাগীশ গোস্বামী, জগদানন্দ ভট্টাচার্য্য ও নারায়ণ ভট্টাচার্য্য। এই শেষোক্ত চারি পুত্রই বংশহীন। কিন্তু কোটালীপাড়ের কাশ্যপগণের মধ্যে অনেকে বলেন যে, পুরন্দরাচার্য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতাই সেই স্বনামপ্রসিদ্ধ মধুসূদন সরস্বতী। মধুসূদন দারপরিগ্রহ করেন নাই। তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। সর্ব্ববিদ্যার আধার, গভীর জ্ঞানের ভাণ্ডার, তপঃক্ষমতার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত, সেই মধুসূদন সরস্বতী যে কি অদ্বিতীয় মহাপুরুষ ছিলেন, তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলিই তাহার জলন্ত প্রমাণ।*

পুরন্দরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীনাথ চূড়ামণি। ঈশ্বর বৈদিক লিখিয়াছেন, চূড়ামণি ভরদ্বাজ ঠাকুর চক্রবর্ত্তীর ভগিনীকে বিবাহ করেন। চূড়ামণির কনিষ্ঠ যাদবানন্দ ন্যায়াচার্য্য, ইনি পৌতিমাষ দিগম্বরের কন্যা বিবাহ করেন। বর্ত্তমান সময়ে চূড়ামণি ও ন্যায়াচার্য্য উভয়ের বংশই বিদ্যমান। উভয় ভ্রাতাই অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন।

পুরন্দরাচার্য্যের বংশীয়গণ শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ডে অনেক সময় প্রাচীন মতেই চলিয়া থাকেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের মত ইহাঁদিগের মধ্যে তত প্রচলিত নাই। উনশীয়ায় ভরদ্বাজ প্রভৃতি অন্য যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও এই মতের অনুবর্ত্তী। মুখ্যাধিকারীর অনুপস্থিতিতে অন্য কেহ মুখাগ্নি দান করিলে যথাকালে ইহাঁরা অগ্নিদাতা ও অধিকারী উভয় দ্বারাই পূরকপিণ্ড দানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, এইজন্য দেশ মধ্যে ইহাঁরা সকলেই 'দো-পিণ্ডা' নামে অভিহিত।

"যশ্চাগ্নিদাতা প্রেতস্য পিণ্ডং দদ্যাৎ স এব হি।"

উক্ত ব্যবস্থা ইহাঁরা অনেক সময় পালন করিতে পারেন না। এইরূপে অনেক কার্য্যেই ইহাঁদিগের মধ্যে কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। শুনা যায়, 'দোপিণ্ডা' খ্যাতিটী রামজীবন ন্যায়বাগীশের বাটী হইতেই বাহির হইয়া ক্রমে সমগ্র উনশীয়াগ্রামে সংক্রামিত হইয়াছে।

পুরন্দরাচার্য্যের পুত্রদ্বয় আভিজাত্য কি অন্যান্য মর্য্যাদায় মূলে একরূপ হইলেও সামাজিক সম্বন্ধ, সম্মান ও অন্যান্য সদ্‌গুণে জ্যেষ্ঠ চূড়ামণির সন্তানগণ কনিষ্ঠ ন্যায়াচার্য্যের বংশীয়গণ অপেক্ষা অনেক দিন হইতে অনেক পশ্চাদ্বর্ত্তী রহিয়াছেন। ন্যায়াচার্য্যের বংশধরেরাই অনেক বিষয়ে স্ব স্ব প্রাধান্য-রক্ষায় সমর্থ হইয়াছেন। তবে চূড়ামণির সন্তানগণের মধ্যে সকলেই যে সমান, এরূপ বলা যায় না; অবস্থা ও ক্রিয়াগুণে চূড়ামণির কোন কোন সন্তান পূর্ব্বতন সম্মান ও মর্য্যাদা-রক্ষায় এখনও পশ্চাৎপদ নহেন। ইহাদিগের মধ্যে রামরাম চক্রবর্ত্তী ও দুর্গাধন ন্যায়রত্নের বাড়ী অনেকটা সম্মানার্হ এবং যাঁহারা পিরালীর সংস্রব রাখেন, তাঁহারা সমাজে নিন্দিত।

* বিশ্বকোষে মধুসূদন সরস্বতী শব্দে দ্রষ্টব্য।

চূড়ামণি।

কোটালিপাড়ের ছ'আনি চৌধুরীগণ এই চূড়ামণিবংশের এক শাখা। চূড়ামণির অন্যান্য সন্তানগণের ন্যায় সমাজে ইহাঁদিগের স্থান সঙ্কুচিত নহে। চূড়ামণিবংশীয় রাম চক্রবর্ত্তী কৃতী পুরুষ ছিলেন, তাঁহা হইতেই এই ছ'আনী চৌধুরীবংশের প্রতিষ্ঠা।

রাম চক্রবর্ত্তীর সন্তানগণের জমিদারী হইলেও চূড়ামণির আমলের যাজকতার সংস্রব ইহাঁরা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এই সংস্রব ইহাঁদিগের মধ্যে পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। এখনও বৈদ্যাদি মধ্যে ইহাঁদিগের অনেককে যাজকতাকার্য্যে ব্রতী হইতে দেখা যায়। ইহাঁদিগের গৃহে শ্রীধরচক্রনামক একটী প্রসিদ্ধ শালগ্রাম-চক্র বিরাজমান রহিয়াছেন। চৌধুরীগণ প্রতিদিন স্বহস্তে ইহাঁর অর্চ্চনা করেন। প্রতি ঘরেই শ্রীধরের পালা ও তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণভোজন নির্দ্দিষ্ট আছে। রাম-চক্রবর্ত্তীর মধ্যম পুত্র রামজীবন চৌধুরী স্বীয় গুরু প্রসিদ্ধ পঞ্চানন ঠাকুরকে অনেক ভূমি-সম্পত্তিদানে হরিণাহাটীতে স্থাপন করিয়া যান। পঞ্চানন প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্ত্তি ও তদ্বংশীয়েরা এখনও তথায় রহিয়াছেন।

উনশীয়ানিবাসী চূড়ামণিবংশীয় কাশ্যপ মহিমাচন্দ্র শিরোমণির নিকট হইতে আমরা যে একখানি কাশ্যপবিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে জানা যায় চূড়ামণি শার্ঙ্গধরীয় ঠাকুর চক্রবর্ত্তীর ভগিনী অরুণাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। অরুণাদেবীর নামান্তর 'কমলা'।* চূড়ামণি নিজ পাণ্ডিত্যগুণে বৈদ্যবংশীয় বিষ্ণুদাসকে যজমান করেন। বিষ্ণুদাসতনয় হরিনাথ খড়েরা পরগণার জমিদার ছিলেন। তিনি খুলনার অন্তর্গত মূলঘরে বাস করিতেন। চূড়ামণি তাঁহার নিকট হইতে অনেক ভূসম্পত্তি ও ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হন।† এতদ্ভিন্ন তিনি কোটালীপাড় পরগণার পূর্ব্বতন ভূম্যধিকারী দাউরি মজুমদারেরও পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়া প্রভূত বিত্তলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং চূড়ামণির বংশধর কি জমীদার কি তালুকদার কেহই এই যাজকতার সংস্রব এড়াইতে পারেন নাই।

মহিমাচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় আরও লিখিয়াছেন যে, বিষয়কার্য্য অথবা যাজনিক কার্য্য চূড়ামণি নিজেই করিতেন। কনিষ্ঠ ন্যায়াচার্য্য গৃহে থাকিয়াই বহু ছাত্র অধ্যাপনায় ব্যাপৃত থাকিতেন।

চূড়ামণির জ্যেষ্ঠ সন্তান দুর্গাদাস সিদ্ধান্তের বংশে বহু প্রখ্যাত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে রুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌম, রামকেশব ন্যায়ালঙ্কার, রামজয় তর্কবাগীশ,

* "ভগ্নীং দদৌ ঠাকুর চক্রবর্ত্তী শ্রীনাথ চূড়ামণয়েঽরুণাখ্যাং।
যস্যাং সুতাঃ কাব্যসমশ্রেয়স্ত সংজজ্ঞিরে পুণ্যবতস্তু তস্য ॥৩২"

† "তাতে স্বর্গং প্রয়াতে ত্রিপুরপতিজিতো রাজধানীং পিতৃব্যে
পৈত্রং যদ্ভূমিভাগং নিজকৃতিবসতো বিষ্ণুদাসস্য যাজ্যং।
দেশাধীশস্য বৈদ্যং যবননৃপতিতো লব্ধরাজ্যস্য লব্ধ্‌।
স্থানে পৌরন্দরেঽস্মিন্ স্থবসদতিস্বথং শ্রীল চূড়ামণিঃ সঃ ॥"২৯ (কাশ্যপ প্রকাশ)

শিবেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন, কৃষ্ণনাথ চক্রবর্ত্তী (সার্ব্বভৌম), প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী (বিদ্যালঙ্কার) ও রামসুন্দর বিদ্যারত্ন এই সকল অধ্যাপকের নাম উল্লেখযোগ্য। এককালে ইহাঁদিগেরই বিচার-বৈচিত্র ও বিধিব্যবস্থা পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ স্থানে প্রচলিত ছিল।

চূড়ামণিবংশে পূর্ব্বের ন্যায় পণ্ডিতবাহুল্য দৃষ্ট না হইলেও ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সংখ্যা একেবারেই কমিয়া যায় নাই। পণ্ডিত মহিমাচন্দ্র শিরোমণি, কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, হরিদাস তর্কতীর্থ, চন্দ্রনাথ-স্মৃতিভূষণ ও বিশ্বেশ্বর চৌধুরী (বিদ্যারত্ন) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এখনও চূড়ামণিবংশের মুখপাত্ররূপে বিরাজমান রহিয়াছেন।

ন্যায়াচার্য্য।

চূড়ামণির কনিষ্ঠ যাদবানন্দ ন্যায়াচার্য্যের চারি পুত্র, মাধবানন্দ (অবিলম্ব সরস্বতী), রঘুনাথ, গৌরীদাস ও বিশ্বনাথ। গৌরীদাসের পুত্র গোবিন্দ। গোবিন্দের বংশধরগণ উনশীয়ার অন্তর্গত তর্কালঙ্কার ও বিদ্যালঙ্কার-বাটীতে এবং বরিশাল জেলার চাঁদসী ও বাটাজোড় গ্রামে বাস করিতেছেন। রঘুনাথের সন্তানেরা কতক অংশ বরিশাল জেলার শিবাশা গ্রামে এবং অবশিষ্ট উনশীয়া গ্রামেই আছেন। অন্যান্য সন্তানগণের দুই এক ঘর ব্যতীত আর সকলেই উনশীয়াতে বাস করিতেছেন।

ন্যায়াচার্য্যের চারি পুত্রের বংশধরেরাই সমাজে সম্মানিত, আদৃত ও প্রসিদ্ধ। ইহাঁদিগের মধ্যে ক্বচিৎ কেহ কখন কুপ্রতিগ্রহ বা কুক্রিয়াদোষের সংস্রবে লিপ্ত হইলে ইহাঁরা তাঁহার প্রতিকারের চেষ্টা করিয়া থাকেন, বংশগত সম্মানের প্রতি সর্ব্বদা ইহাঁরা তীব্রদৃষ্টি রাখিয়া চলেন। সামাজিকতায় কখন কখন ইহাঁরা প্রসিদ্ধ হরিহর চক্রবর্ত্তীর সন্তানগণের সহিতও সমান চালে চলিয়া থাকেন।

পাণ্ডিত্য ও পবিত্র ব্রাহ্মণোচিত নিষ্ঠাবৃত্তিই ন্যায়াচার্য্য বংশীয়গণের উন্নতির প্রধান কারণ। সদাচার ও সদনুষ্ঠানশীল বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই বংশের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তাহার নিদর্শনস্বরূপ এখনও বহু পণ্ডিত এই বংশে বিরাজমান। বর্ত্তমান সময়ে এই বংশে যে সকল অধ্যাপক পণ্ডিত আছেন, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জয়নারায়ণ তর্করত্ন,* বাগ্মী কৃষ্ণদাস বেদান্ত-বাগীশ, স্মার্ত্ত নীলকান্ত তর্কবাগীশ, স্মার্ত্ত বিশ্বেশ্বর তর্কপঞ্চানন, বাগ্মিবর শশধর তর্কচূড়ামণি, পণ্ডিত উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য, কালিদাস বিদ্যাবিনোদ, রেবতীমোহন কাব্যরত্ন‡, বৈয়াকরণ কালীকান্ত শিরোমণি প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

* ইনি কাশীর মহারাজপ্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করিতেছেন। নবদ্বীপের গবর্ণমেণ্টটোলে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের অবসানে বিশেষ যোগ্যতার সহিত অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন।

† ইনি স্বাধীন ত্রিপুরার রাজপণ্ডিতপদে প্রতিষ্ঠিত।

‡ শ্রীকালিদাস বিদ্যাবিনোদ ও রেবতীমোহন কাব্যরত্ন পণ্ডিতদ্বয়ের ঐকান্তিক অধ্যবসায়ে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে "কোটালিপাড়-আর্য্যশিক্ষাসমিতি" প্রতিষ্ঠিত হয়।

চূড়ামণি ও ন্যায়াচার্য্যের পার্থক্য।

চূড়ামণি ও ন্যায়াচার্য্য উভয়ই এক পুরন্দরাচার্য্যের সন্তান। কিন্তু উভয় সন্তানের মধ্যে পার্থক্য অনেক। এই পার্থক্য যে বর্ত্তমানকালে ঘটিয়াছে, তাহা নহে। ইহা বহু পুরুষ হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এক পিতার দুই সন্তান, দুই জনই সমান জ্ঞানগৌরবের ভাজন, কিন্তু তাহা হইলেও একের প্রতি এরূপ বিসদৃশ ব্যবস্থা হয় কেন? চূড়ামণি মনীষী ও জ্যেষ্ঠ সন্তান হইয়াও তাঁহার বংশীয়েরা কনিষ্ঠ ন্যায়াচার্য্যের সন্তানগণের সহিত সামাজিক তুল্যমর্য্যাদা হইতে বঞ্চিত হন কেন? অবশ্যই ইহার কোন নিগূঢ় কারণ আছে। এখন দেখা যাউক, কোন্ কারণটী প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

এই উভয় কাশ্যপ-বংশের পার্থক্য সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। সাধারণের অবগতির জন্য সে কয়েকটী এইস্থানে উদ্ধৃত করিলাম,—

১ম, "জ্যেষ্ঠ শ্রীনাথ চূড়ামণি অতি ন্যায়নিষ্ঠ সাধু পুরুষ ছিলেন। কনিষ্ঠ যাদবানন্দ ন্যায়াচার্য্য অল্পকাল মধ্যেই শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়া উঠেন। এই কারণে চূড়ামণি প্রথম প্রথম সহোদরকে বড়ই স্নেহ করিতেন। তাঁহাদিগের পিতা পুরন্দরাচার্য্য নিজ বাসস্থানের অদূরবর্ত্তী এক নিভৃত স্থানে একটী কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।* ভ্রাতৃদ্বয় প্রতিদিন যথাকালে সেই কালীবাড়ীতে গিয়াই আপন আপন সন্ধ্যা আহ্নিক সমাপন করিতেন। কালীবাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে পুষ্পোদ্যান ছিল। গৌতিমাব গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ কালীর প্রীতি ও নিজ পুণ্যার্জ্জনের জন্য প্রত্যহ উদ্যান হইতে ফুল-বিল্বপত্রাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া কালীপূজার আয়োজন করিয়া দিয়া যাইতেন। এই ব্রাহ্মণের প্রকৃত নাম ধরিয়া কেহই ডাকিত না। সকলেরই কাছে ইনি 'ফুলতোলা বামুন' নামে পরিচিত ছিলেন। ব্রাহ্মণের একটী কন্যা ছিল, কন্যাটী দেখিতে সুন্দরী, বয়স অল্প। কালীবাড়ীর অদূরেই ফুলতোলা বামুন বাস করিতেন।

"একদিন প্রত্যুষে ব্রাহ্মণ ফুল তুলিতে আসিয়াছেন। বালিকা কন্যাটীও পিতার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন। এই সময় ন্যায়াচার্য্যও কালী-বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার পার্শ্বস্থ একটী পুষ্পভাজনে কয়েকটী সুন্দর সুন্দর ফুল ছিল। ফুলতোলা বামুনের কন্যাটী কৌতূহলবশতঃ ন্যায়াচার্য্যের নিকট তাহা হইতে একটী সুন্দর ফুল চাহিল। ন্যায়াচার্য্য ফুল দিতে সম্মত হইলেন না। তখন বালিকা আবার চাহিল। এইবার ন্যায়াচার্য্য সহাস্য বদনে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন,—উহা হইতে ফুল নিলে আমি তোকে বিবাহ করিয়া ফেলিব।

"বালিকা সে কথায় ভয় পাইল না। সে কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য টুক্ করিয়া তাহা হইতে একটী ফুল তুলিয়া লইল। ন্যায়াচার্য্য তাহাতে আর বাধা দিলেন না। বালিকার পিতা কাছে থাকিয়া ফুল তুলিতে তুলিতে পরস্পরের কথা শুনিয়া ছিলেন। তিনি এই সময় তাড়াতাড়ি আসিয়া ন্যায়াচার্য্যের হাত ধরিয়া বলিলেন,—আপনি ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত, সম্মুখে দেবীগৃহ,

*এই কালীবাড়ী এখনও বিদ্যমান। কালীপূজার প্রাত্যহিক ব্যবস্থা আছে। এই কালী 'পুরন্দরের কালী' বলিয়া অভিহিত।

আপনার মুখ দিয়া যে কথা বাহির হইয়াছে, তাহা যেন অন্যথা হয় না। আমার এই বালিকাটী আপনাকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

"ন্যায়াচার্য্য বিষম সমস্যায় পড়িলেন। ফুল-তোলা বামুন বংশগত হীন হইলেও তিনি তাহার কথা অন্যথা করিতে পারিলেন না। তিনি ঠাট্টা করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, প্রকৃত কার্য্যে তাহাই পরিণত হইল। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ অখণ্ডনীয়; সুতরাং ন্যায়াচার্য্য নিজ প্রতিশ্রুতি পালন করিতে বাধ্য হইলেন; যথাকালে ফুলতোলা-বামুনের কন্যার সহিত তাঁহার পরিণয়-ব্যাপার সমাধা হইল। জ্যেষ্ঠ চূড়ামণি এই বিবাহের কিছুই জানিতেন না। তাঁহার অমতে ন্যায়াচার্য্য বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহাতে চূড়ামণি কনিষ্ঠের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। চূড়ামণি ভ্রাতার উপর বিদ্বেষী হইয়া শেষে তাঁহাকে নিজ বাসবাটী হইতেও তাড়াইয়া দিলেন। সমাজে তাঁহাকে হীনপদস্থ করিবার চেষ্টাও করিতে লাগিলেন।

"এই ঘটনার কিছুকাল পরেই একটী দলাদলি উপলক্ষে চূড়ামণি গুনকপ্রবর হরিহর চক্রবর্ত্তীর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাঁহার কোপদৃষ্টিতে পতিত হন। হরিহর চক্রবর্ত্তী এই সময় ন্যায়াচার্য্যকেই সাদরে গ্রহণ করিয়া চূড়ামণিকে সমাজবাহ্য করিবার প্রয়াস পান। ক্রমে হরিহর ও অন্যান্য সকলের সমবেত চেষ্টায় চূড়ামণিবংশেরই অবনতি ঘটে।"

২য়, কেহ কেহ বলেন,—"ন্যায়াচার্য্য ফুলতোলা বামুনের কন্যা বিবাহ করিয়া জ্যেষ্ঠ চূড়ামণি কি অপরের নিকট হীনপ্রভ হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু ন্যায়াচার্য্য যাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই সাধ্বী রমণী জ্যেষ্ঠ চূড়ামণিকৃত অবমাননায় পতির মুখ পরিম্লান দেখিয়া একদিন বলিয়াছিলেন,—'যদি পতিপদে আমার প্রকৃত ভক্তি থাকে, তবে আমার সন্তানেরা কখনই নীচপদস্থ হইবে না। সমাজে তাহারাই আদৃত হইবে। যাহারা বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছে, তাহাদিগকেই অধঃপাতে যাইতে হইবে।"

৩য়, আবার কেহ কেহ বলেন, "চূড়ামণি-পুত্র দুর্গাদাস সিদ্ধান্ত রাঢ়ীর কন্যার পাণিগ্রহণ করায় সমাজে আদৃত হন নাই। হরিহর চক্রবর্ত্তীর হাড়ি-অপবাদ এবং সিদ্ধান্তের রাঢ়ী-অপবাদ ছিল। তাই 'হাড়ে কথং বৈদিকত্বং' 'রাঢ়ে কথং বৈদিকত্বং' এই দুইটী অপবাদমূলক সংঘর্ষসূচক কথা অদ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায়।" (কিন্তু এ প্রবাদের মূলে কোন সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না।)

৪র্থ, কেহ কেহ বলেন,—"ন্যায়াচার্য্য জ্যেষ্ঠ চূড়ামণির নিকট পদে পদে অবমানিত হইয়া সপরিবারে কাশীধামে গমন করেন। তথায় গিয়া পিতৃব্য মধুসূদন সরস্বতীর শরণাপন্ন হন। মধুসূদন তাঁহাকে অভয় দিয়া বলেন,—তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি দেশে ফিরিয়া যাও। ভগবৎকৃপায় তোমার বংশধরেরা সকলের নিকট সম্মানিত হইবে।"

৫ম, আবার কেহ কেহ বলেন,—"ও সকল কিছুই নহে। চূড়ামণি সমাজে অমর্য্যাদ বা অপ্রতিষ্ঠ ছিলেন না, তাঁহার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত কোন সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই। তাঁহার অবসানে তদীয় সন্তানগণের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মণগর্হিত কুবৃত্তি ও কদাচারে লিপ্ত হওয়ায় চূড়ামণির সন্তানকে সেই তালিকাভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে।"

বাস্তবিক এই প্রবাদ কয়েকটীর কোন্‌টী সত্য কোন্‌টী মিথ্যা তাহার প্রকৃত রহস্য ভেদ করিবার উপায় নাই। তবে চূড়ামণি তেজস্বী পণ্ডিত ও ন্যায়ের পক্ষপাতী ছিলেন। কোন গর্হিত কার্য্যের প্রশ্রয় দেওয়া তাঁহার মতবিরুদ্ধ ছিল। উক্ত প্রথম প্রবাদ-বাক্যের শেষে যে দলাদলির উল্লেখ আছে, উহা খুবই সম্ভব, সেই আথড়ার দলাদলি। আথড়ায় শাণ্ডিল্যগণ যখন যবন হাজি মোল্লার সংস্রবে বৈদিক-সমাজে পতিত ও অগ্রাহ্য হইয়া পড়েন, তখন শুনকপ্রবর হরিহর চক্রবর্ত্তী তাঁহাদিগের কাণ্ডারী হইয়া তাঁহাদিগকে পুনরায় সমাজে উঠাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার পৃষ্ঠপোষণ করিবার জন্য বিভিন্ন গোত্রীয় বৈদিকগণেরও আবশ্যক হইয়াছিল। ন্যায়াচার্য্য হরিহরের পক্ষপূরণ করেন, চূড়ামণি তাহা করেন নাই। এই সময় হইতেই বোধ হয় ন্যায়াচার্য্য ও চূড়ামণির পার্থক্য ঘটে। পরে গোষ্ঠীপতি হরিহর কৃতকার্য্য হইয়া যখন সুয়াগ্রামে অগ্নিযজ্ঞ করেন, তখন চূড়ামণি নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করায় ন্যায়াচার্য্য তৎপদে বরিত হইলেন। খুব সম্ভব সেই দলাদলি হইতেই উভয় বংশের পার্থক্য ও তারতম্য ঘটে।

কোটালিপাড়ে যে সকল কাশ্যপ আছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ঘরেরই এক একটী চিরন্তন খ্যাতি বা উপনাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই খ্যাতি গুলি অবশ্য কোন উৎকর্ষ বা অপকর্ষের স্মারক বা পরিচায়ক না হইতে পারে, তবে অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং না লিখিলে সত্যেরও অপলাপ হয় বলিয়া নিম্নে সেই খ্যাতি বা উপনামগুলি উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম। যথা—জোথা, গোদা, চাউলা, আধ জানিরিয়া, লেড়ভাঙ্গা, গণক, পিণ্ডা, কাছা-পাতানিয়া, কেটিয়া, টেমা, চুলা, গবা, গোসাক্রি, পেন্দা, কাটা, কবিরাজ, পিরালী, জেপেখা, ঠাকুরকাটা প্রভৃতি। কেহ কেহ ব্যক্তি বলেন, নাম আরও আছে।

যে কারণেই হউক এই সকল উপনাম গুলি কাশ্যপ গোত্রীয়গণ নিজেরা অবশ্য ব্যবহার করেন না; কোটালিপাড়ে বিভিন্ন গোত্রীয় যে সকল বৈদিক আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই ঐ নাম গুলি জানেন এবং আবশ্যক মত সাক্ষাতে বা পরোক্ষে সকলেই ঐ খ্যাতি বা উপনাম গুলির ব্যবহার করিয়া থাকেন। কাশ্যপগণের এই খ্যাতিগুলি কি জন্য উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত ঐতিহাসিক রহস্য জানিবার উপায় নাই। তবে বৃদ্ধগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, ঐ সকল খ্যাতিগুলির মধ্যে অধিকাংশই নবাবী আমলের রাজস্ব-আদায়কারী কোন পরিহাস-রসিক তহশীলদার অথবা কোটালিপাড়ের জমিদারগণ কার্পণ্য-ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া ঐ সকল উপনাম প্রদান করিয়াছেন। আর কতকগুলি কার্য্যানুসারে সংক্রামিত। উক্ত খ্যাতি গুলির প্রথমটী হইতে কেটিয়া পর্য্যন্ত প্রায় কয়টীই ন্যায়াচার্য্যের সন্তানগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছিল, আর শেষোক্ত কয়টী চূড়ামণি সন্তানের নিজস্ব। ন্যায়াচার্য্যের সন্তানগণের দুই এক ঘর ব্যতীত আর সকলেই একরূপ বর্ত্তমান সময়ে ঐ খ্যাতি বা উপনাম গুলির সংস্পর্শ এড়াইতে পারিয়াছেন। তবে চূড়ামণি-সন্তানগণের কয়েকটী বাড়ী এখনও দেশে অন্যের নিকট ঐ সকল নামে পরিচিত।

সামন্তসার-সমাজ।

রাজা শ্যামলবর্ম্মা যশোধর মিশ্রকেই প্রথমে সামন্তসার দান করেন, এই কারণে সামন্তসারের শৌনক সমাজদারগণ আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত সমাজস্থানবাসী বলিয়া গৌরবান্বিত মনে করেন। [১০৮ ও ১০৯ পৃষ্ঠায় এই সমাজদারবংশের একদেশ প্রদত্ত হইয়াছে] কিন্তু অপর সমাজের লোকেরা ঠিক সেরূপ ভাবেন কি না, সন্দেহ।

উক্ত সমাজদারবংশে যশোধরের অধস্তন ১৪শ পুরুষে শিবানন্দসুত রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।* তাঁহার মত সুকর্ম্মনিষ্ঠ বৈদিক ব্রাহ্মণ এ অঞ্চলে আর কেহ ছিলেন না। তৎকালে বঙ্গেশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহভাজন চাঁদরায় ও কেদার রায় পূর্ব্ববঙ্গে ধনে, মানে ও প্রভাবে অতিশয় প্রবল ছিলেন। চাঁদরায়ের মাতা তুলা-পুরুষ দান করেন। এই মহাকার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য পণ্ডিতবর্গের পরামর্শে চাঁদরায় রামচন্দ্রকে আহ্বান করেন। প্রথমে রামচন্দ্র তাঁহার পৌরোহিত্যগ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। অবশেষে চাঁদরায় বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া নানা ভয় দেখাইয়া নিজ যাগ সম্পন্ন করাইতে বাধ্য করেন। কার্য্য শেষ হইলে সামন্তসারের সমাজদারগণ শূদ্রযাজী বলিয়া রামচন্দ্রের নিন্দা করিতে থাকেন। সে কথা চাঁদরায়ের কর্ণগোচর হইলে তিনি সামন্তসারের শৌনকদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, 'যাগের দক্ষিণাস্বরূপ রাজা শ্যামলবর্ম্মা সামন্তসার নিষ্কর দিয়া গিয়াছেন। ঐ গ্রাম আমার জমিদারীভুক্ত। হয় আপনারা আমার যাজন করুন, নচেৎ আপনাদিগকে উপযুক্ত কর দিতে হইবে।' সমাজদারেরা কেহই চাঁদরায়ের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। রায় মহাশয় বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই মুসলমানেরা তাঁহার জমিদারী কাড়িয়া লইল। চাঁদরায় রামচন্দ্রকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। তাঁহার উদারতায় রামচন্দ্র সহায়-সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এখন চাঁদরায়ের অধঃপতন ঘটিলে সামন্তসারের সমাজদারেরা রামচন্দ্রকে সকলেই উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তজ্জন্য পণ্ডিতবর বাধ্য হইয়া স্বগ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক মুখডোবায় শ্বশুরালয়ে আসিয়া বাস করেন ও শূদ্রদানগ্রহণহেতু 'গোস্বামী' নামে পরিচিত হন। তাঁহার বংশধরের মধ্যেও কেহ কেহ "গোস্বামী" উপাধিতে পরিচিত ছিলেন।

যশোধরের ১০ম পুরুষে মহাকৃতী বিষ্ণুদেব জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্র হরনাথ একজন মহাকবি ছিলেন। হরনাথপুত্র লক্ষীনাথ নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তৎপুত্র বাণীনাথ চূড়ামণি একজন শ্রুতিশাস্ত্রবিদ্ বিখ্যাত অধ্যাপক হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশেও বহু পণ্ডিত জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

যশোধরের ১২শ পুরুষ অধস্তন পদ্মনাভের ধারায় রামভদ্রের বংশে জগন্নাথ * নামে একজন

* ১০৮ পৃষ্ঠায় বংশাবলী দ্রষ্টব্য।

মহাকবি জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার রচিত "মাধবচন্দ্রিকা" প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

কোটালিপাড়ে যশোধরের অধস্তন ১৬শ পুরুষে আমরা শিবরাম সর্ব্বভৌম নামে এক পণ্ডিতের উল্লেখ করিয়াছি, সামন্তসারেও যশোধরপুত্র গৌরীচরণের বংশে পদ্মনাভের ধারায় (যশোধরের অধস্তন ১৬শ পুরুষে) শিবরাম সর্ব্বভৌম নামে এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশে বহু পণ্ডিতের জন্ম হয়। তাঁহাদের বংশধরগণই সামন্তসার-সমাজ উজ্জ্বল করিতেছেন। † বর্ত্তমান কালে শাব্দিক কালীচন্দ্রের পুত্র কাশীচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, কালীপ্রসাদপুত্র দুর্গাচরণ সমাজদার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

সামন্তসারে অপর গোত্রীয় বৈদিকের বাস আছে, কিন্তু তাঁহাদের নিকট এই সমাজদারেরাই বিশেষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও সম্মানিত।

মধ্যভাগ-সমাজ।

মধ্যভাগ ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের একটী পরগণা। ধুল্লা, মানগ্রাম, যশোগাঁও, শকুনগাঁও, দক্ষিণ সীমুলিয়া, হাতারভোগ প্রভৃতি মধ্যভাগ পরগণার অন্তর্গত। এক্ষণে এই সকল গ্রাম পদ্মানদীর গর্ভস্থ। ধলচ্ছত্র প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম এখনও বিদ্যমান। এখানকার যশোধরবংশীয় শুনকগণই ধনে মানে প্রধান। তাঁহাদের মধ্যে আগমাচার্য্যের সন্তানগণই শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া সম্মানিত।

আগমাচার্য্যের প্রকৃত নাম পুণ্ডরীকাক্ষ, আগমাচার্য্য উপাধি। তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তৎকালে বেদাদিশাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিত বৈদিক-ক্রিয়াকলাপে তাঁহার সমকক্ষ কেহই এ প্রদেশে ছিলেন না। এখানকার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থাদির বাটীতে প্রায় সকল বৈদিক কার্য্যে আগমাচার্য্যই ব্রতী হইতেন। অদ্যাপি তাঁহার সন্তানগণ বৈদিক পুরোহিতরূপে অনেক গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ কায়স্থের গৃহে আদৃত হইয়া থাকেন।

এখানকার সম্মানিত শুনকগণের আদিবাস সামন্তসার। যশোধরের সপ্তম পুরুষে শ্রীপতি কোটালিপাড়ে আগমন করেন, তাঁহার অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ নরহরি ধুল্লাগ্রামে গিয়া বাস করেন, পুণ্ডরীকাক্ষ আগমাচার্য্য তাঁহারই পুত্র। আগমাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগদানন্দ মানগ্রামে ও তৃতীয় পুত্র যাদবানন্দ বারৈখালীতে গিয়া বাস করেন। তাঁহার মধ্যম পুত্র হৃদয়ানন্দ ধুল্লাতেই থাকেন। হৃদয়ানন্দের কৃষ্ণানন্দ নামে নানা শাস্ত্রে পারদর্শী এক পুত্র জন্মে, ইঁহার বেদবিদ্যালঙ্কার উপাধি ছিল। তৎকালে ইঁহার ন্যায় বৈদিককার্য্যবেত্তা অপর লোক এ দেশে ছিলেন

* পদ্মনাভের পুত্র বাসবেন্দ্র, তৎপুত্র রামভদ্র, তৎপুত্র রামবল্লভ, তৎপুত্র অনন্তরাম, তৎপুত্র মহাকবি জগন্নাথ, তৎপুত্র প্রাণনাথ, তৎপুত্র কাশীনাথ।

† ১০৯ পৃষ্ঠার বংশাবলী দ্রষ্টব্য।

না। সকলে উঁহাকে ব্রহ্মঠাকুর বলিত। বহুতর রাঢ়ীশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ ইঁহার যজমান ও মন্ত্রশিষ্য হইয়াছিলেন। ইনি "বৈদিকসর্ব্বস্ব" নামে বৈদিক কার্য্যের উপযোগী একখানি সংগ্রহগ্রন্থ এবং প্রতিষ্ঠাকৌমুদী ও রুক্মিণীবিবাহ নামে আরও দুই খানি সংস্কৃতগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি বহু দীঘী পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। ইষ্টকময় দুই খানি বাড়ী প্রস্তুত করিয়া এক বাড়ীতে শিব-প্রতিষ্ঠা ও অপর বাড়ীতে কালীপ্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার সুন্দরানন্দ ও হরিদেব নামে দুই পুত্র জন্মে। সুন্দরানন্দ জ্যেষ্ঠ, ইনি ঐ শিবপ্রতিষ্ঠার বাড়ীতে বাস করেন, ঐ বাড়ী মঠবাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। তদ্বংশীয়গণ 'মঠবাড়ীর শুনক' বলিয়া খ্যাত। কনিষ্ঠ হরিদেব কালীপ্রতিষ্ঠার বাড়ীতে বাস করেন। তদ্বংশীয়গণ ঐ বাড়ীতেই বাস করিতেছেন, এখন তাহা মুণ্ডমালার বাড়ী নামে অভিহিত। উক্ত দুই ভ্রাতাই বেদাদি শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ছিলেন। সুন্দরানন্দের রতিরমণ প্রভৃতি চারি পুত্র। এই রতিরমণ তন্ত্রশাস্ত্রে প্রধান পণ্ডিত ও ক্রিয়াবান্ ছিলেন। তিনি প্রাণায়াম করিয়া উর্দ্ধে উঠিতে পারিতেন। রতিরমণের পুত্র গঙ্গানারায়ণ তর্কবাচস্পতি। ইঁহার ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। ইঁহার পুত্র রামরামও একজন নৈয়া-য়িক ছিলেন। ইনি ন্যায়াচার্য্য উপাধি লাভ করেন। ইঁহার অন্যতম পুত্র কৃষ্ণগোবিন্দ, তিনিও একজন প্রধান বৈয়াকরণ ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ রাজচন্দ্র, ইনি কাশীতে থাকিয়া বেদাধ্যয়ন করেন এবং বৈদিকক্রিয়ায় বিখ্যাত ছিলেন। মধ্যম পুত্র কালীপ্রসাদ শিরোমণি, ইনি কাশী-কলেজের ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক হইয়াছিলেন। ইঁহারই স্থানে এখন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। কনিষ্ঠ কাশীবাসী ছিলেন, তাঁহার নাম দীনবন্ধু বিদ্যাভূষণ। এই সুন্দরানন্দের বংশে বহুতর অধ্যাপক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার বংশজগণ সকলে ধলচ্ছত্র গ্রামে বাস করিতেছেন। ধুল্লা নদীগর্ভে লীন হওয়ায় কৃষ্ণানন্দ বেদবিদ্যালঙ্কারের কনিষ্ঠ পুত্রের বংশ, কতক নরিয়া ও লোনসিংহ গ্রামে নদীর দক্ষিণপারে বাস করিতেছেন এবং অপর অধিকাংশই ধলচ্ছত্রে বসতি করিতেছেন। এই বংশে বহু অধ্যাপক ও বৈদিকক্রিয়াদক্ষ মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ বংশীয় তিলক চক্রবর্ত্তী, প্রাণকৃষ্ণ শিরোমণি, চন্দ্রকান্ত চূড়ামণি ও গোবিন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

পুণ্ডরীকাক্ষ আগমাচার্য্যবংশ পূর্ব্বকার বাজাপ্তি প্রভৃতি স্থানেও বাস করিতেন। সেখানকার বর্ত্তমান শিবচরণ সিদ্ধান্তবাগীশ প্রভৃতি ঐ আগমাচার্য্যের বংশ। ইঁহারা পাণ্ডিত্য ও কুলমর্য্যাদায় সম্মানিত। বিক্রমপুরে বহুতর ভদ্র ব্যক্তি ইঁহাদের যজমান ও শিষ্য। ইহাঁরা সদাচারী ও তেজস্বী।

বর্ত্তমান সময়ে ধলচ্ছত্র গ্রামে কৃষ্ণানন্দ বেদবিদ্যালঙ্কারের বংশে শ্রীযুক্ত দীননাথ বিদ্যা-বাগীশ, গুরুনাথ কাব্যতীর্থ, রামমাণিক্য বিদ্যাভূষণ, চন্দ্রকুমার বিদ্যালঙ্কার, কৈলাসচন্দ্র বিদ্যা-সাগর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিদ্যমান আছেন।*

বারৈখালি-স্থিত আগমাচার্য্যের বংশধরগণের মধ্যে অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্ম-

* ১১০ পৃষ্ঠায় বংশাবলী দ্রষ্টব্য।

গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে এই বংশীয় স্মার্ত্ত শশধর তর্করত্নের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারই পুত্র প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ৺লক্ষ্মণচন্দ্র তর্কতীর্থ কাশ্মীর-মহারাজের সভা-পণ্ডিতপদে বরিত হইয়াছিলেন।*

আগমাচার্য্য বংশীয়গণের চক্রবর্ত্তী উপাধি, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতি ও যাজকতা ইঁহাদের উপজীবিকা।

গৌরালীয় বশিষ্ঠ।

বশিষ্ঠগোত্রীয় তপন-পুত্র গোবিন্দ উপাধ্যায় পঞ্চগোত্রের মধ্যে একজন। সর্ব্বপ্রাচীন কুলজ্ঞ ঈশ্বর বৈদিকের মতে ১১৭৪ শকে তিনি বঙ্গে আগমন করেন এবং বঙ্গাধিপের নিকট হইতে তাঁহার বংশধরত্রয় জয়াড়ী, গৌরালী ও আলাধি এই গ্রামত্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গোবিন্দের এক পুত্র ও তিন পৌত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পৌত্র হলেশ্বর জয়াড়ি, মধ্যম পৌত্র চন্দ্রেশ্বর বা চন্দ্রশেখর গৌরালী এবং কনিষ্ঠ সিদ্ধেশ্বর আলাধি গ্রাম পাইয়াছিলেন। খরপ্রবাহা পদ্মানদীর কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়া চন্দ্রেশ্বরের সন্তানদিগকে অনেকবার বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। এই গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বর্ত্তমান সময়ে ইদিলপুর, কানুরগাঁও ও ভোজেশ্বর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে ভট্টাচার্য্য ও চক্রবর্ত্তী উভয় উপাধিই দেখিতে পাওয়া যায়। গোবিন্দ উপাধ্যায়ের অধস্তন ১২শ পুরুষ পর্য্যন্ত তদীয় বংশধরগণ উপাধ্যায় আখ্যায় আখ্যাত ছিলেন।

এই বংশে বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কীর্ত্তিচন্দ্র উপাধ্যায়, পার্ব্বতীনাথ উপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণবেদভূষণ এবং বৈয়াকরণ দুর্গারাম চক্রবর্ত্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। কীর্ত্তিচন্দ্র ও পার্ব্বতীনাথ অসাধারণ কবি, শ্রীকৃষ্ণবেদভূষণ একজন সিদ্ধপুরুষ, দুর্গারাম অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবেদভূষণের খ্যাতি বৈদিক-সমাজে প্রসিদ্ধ। প্রবাদ, শ্রীকৃষ্ণবেদভূষণ একটী দৈবী শক্তিবলে একদিনের মধ্যে সমস্ত বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার বংশধরগণের নিকট একটী আখ্যায়িকা শুনা যায়, গল্পটী তাঁহাদের বনদুর্গা-পূজাপদ্ধতিতেও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আখ্যায়িকাটী এইরূপ—

"সমাজদারবংশীয় কৃষ্ণানন্দ আচার্য্য ইদিলপুরে বাস করিতেন। তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার একটীমাত্র কন্যা ছিল। কৃষ্ণানন্দ একদিন কোন শাস্ত্রীয় মীমাংসার জন্য শ্রীকৃষ্ণ-বেদভূষণের পিতা হৃদয়ানন্দ উপাধ্যায়ের নিকট আগমন করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের রূপরাশি ও অন্যান্য পুরুষোচিত লক্ষণাদি দেখিয়া বারবার তাঁহার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শাস্ত্রীয় কথা শেষ হইলে, উপাধ্যায় মহাশয় কৃষ্ণানন্দকে আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আচার্য্য উত্তর করিলেন, "মহাশয়! যদি আপনি আমার একটী অভিলাষ পূরণ করেন, তবে আপনার এই আতিথ্যগ্রহণ করিতে পারি।" অতিথিপ্রিয় উপাধ্যায় বলিলেন,—"আমার সাধ্যায়ত্ত হইলে আমি আপনার কথা পালন করিব।"

* ১১০ পৃষ্ঠায় বংশাবলী দ্রষ্টব্য।

আচার্য্য কৃষ্ণানন্দ তখন নিজ মনোরথসিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী জানিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন,—"আমার প্রার্থনা,—আমার একটী মাত্র কন্যা আছে, কন্যাটী আমার কাছছাড়া করিলে আমি কিছুতেই জীবনধারণ করিতে পারিব না। তাহার বিবাহযোগ্য কালও উপস্থিত। অতএব আপনার এই পুত্রটীকে লইয়া গিয়া আমার সেই কন্যাটী ইহার করে অর্পণ করি এবং আমার যাহা কিছু ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তি আছে, এই বালককে তাহার সমস্ত অধিকারী করিয়া দিই।"

উপাধ্যায় প্রতিশ্রুতি পালন করিলেন, তিনি পত্নীর মত গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আচার্য্যের করে অর্পণ করিলেন। আচার্য্য পরম সন্তুষ্ট হইয়া আহারাদি শেষ হইলে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া নিজ বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শুভদিনে আচার্য্যকন্যার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হইল। বিবাহকালে তিনি যৌতুক-স্বরূপ আচার্য্যের সমস্ত সম্পত্তি পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্বশুর-প্রদত্ত সামন্তসারীয় ও অন্যান্য সম্পত্তি পাইয়া শ্বশুরগৃহেই বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিদ্যাশিক্ষাও শ্বশুরের নিকট চলিতে লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকাল হইতেই চরিত্রবান্ ছিলেন। একদিন রাত্রিকালে তিনি টোলে আছেন, তখন কয়েকটী সতীর্থের অনুরোধে কএকটা ভাব আনিবার জন্য তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাত্রি তখন ঘোর মেঘাচ্ছন্ন! শ্রীকৃষ্ণ বাহির হইয়াই দেখিলেন,—একটী সাওড়া গাছের মূলে পট্টবস্ত্রপরিধানা অলোকসামান্য-রূপলাবণ্যবতী একটী কন্যা বসিয়া ভিজিতেছে। এমন সময় হঠাৎ ঘর্ঘরধ্বনি হইয়া তাঁহার অদূরে একটী বজ্রপাত হইল! শ্রীকৃষ্ণ তখন অন্ধকার দেখিলেন, আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; ভীতচকিতনেত্রে উচ্চরবে 'মা মা' বলিয়া সেই কন্যাটীর নিকটে উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চৈতন্যও লোপ পাইল। তিনি পড়িয়া গেলেন। কিয়ৎকাল পরে শ্রীকৃষ্ণ সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিলেন,—তাঁহার সেই পূর্ব্বদৃষ্টা কন্যাটী তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছেন, আর অতি মৃদুমধুরকণ্ঠে যেন বলিতেছেন,—"বৎস! তোমার ভয় নাই, আমার প্রসাদে তোমার কোন অনিষ্টই হইতে পারিবে না।" শ্রীকৃষ্ণের এই সময় ভয়, উদ্বেগ, কষ্ট, চিন্তা কিছুরই অনুভূতি হইল না। তিনি উঠিয়া বসিয়া শশব্যস্তে কন্যাটীর সম্মুখে করপুটে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মা, কে তুমি আমাকে এই ঘোর বিপদে অভয়-বাণী প্রদান করিয়া রক্ষা করিলে, আর তুমি এখানে একাকিনী বসিয়াই বা রহিয়াছ কেন?"

কন্যা উত্তর করিলেন,—"আমি তোমার কথায় বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি, বৎস! আমি মানবী নহি, আমি দেবী, আমার নাম বনদুর্গা। তোমার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিফলে আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি যে বর ইচ্ছা, আমার নিকট গ্রহণ করিতে পার।"

শ্রীকৃষ্ণ বিস্মিত হইয়া আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন। তিনি ভক্তিগদগদকণ্ঠে বলিলেন,—"মা, যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা হইয়া থাকে, তবে আমার প্রার্থনা,—আপনি সর্ব্বদা এইখানে থাকিয়া আমার পূজা গ্রহণ করুন।" দেবী বলিলেন,—"বৎস! সুকৃতিবলে তুমি মাত্র আমার দেখা পাইয়াছ, সাধারণ লোকে ত আমাকে দেখিতে পায় না। এই

সাওড়া গাছে আমার অধিষ্ঠান থাকিবে। তুমি প্রতিদিন আমাকে এই বৃক্ষমূলে পূজা করিবে, তাহাতেই আমি পরিতুষ্ট হইয়া সর্ব্বদা তোমার মঙ্গলবিধান করিব।"

ভোগ্যবস্তু পৃথিবীতে অনেক থাকিলেও ভক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ কেবল দেবীর প্রসন্নতাই কামনা করিলেন। সুতরাং দেবী আরও পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"পুত্র! তোমার এইরূপ বর-গ্রহণে আমি পরিতৃপ্ত হইলাম না, তোমায় আর একটী বরও দিতেছি,—তুমি আজ রাত্রির মধ্যে যে সকল গ্রন্থ স্পর্শ করিবে, তাহাতেই তোমার জ্ঞান অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং আজ হইতে তোমার বংশে আর কেহই মূর্খ হইবে না।"

দেবী এইরূপ বরদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্তে গুটীকতক ডাব দিয়া অদৃশ্যা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অনেকক্ষণ সেই বৃক্ষতলে বসিয়া বনদুর্গার স্তবস্তুতি করিলেন। অবশেষে টোলগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। টোলগৃহের নিকটে আসিয়া শুনিলেন,—ছাত্রগণ ব্যস্ততার সহিত বলিতেছে,—"মা দুর্গা শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা কর, মা দুর্গা শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা কর"। সেই সময়েই শ্রীকৃষ্ণ টোলগৃহে উপস্থিত। এখন সহসা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া সকলেই নিশ্চিন্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ কাহাকে কোন কথা না কহিয়া টোলগৃহে যত পুস্তক ছিল, সবই স্পর্শ করিলেন। অধ্যাপক মহাশয়ের শয়ন-গৃহে অনেক পুস্তক ছিল, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ আর সেখানে অপেক্ষা করিলেন না। সত্বর অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, তাহার শ্বশুরের ঘর বন্ধ রহিয়াছে। শ্বশুর খাশুড়ী নিদ্রিত। শ্রীকৃষ্ণ তখন বিপদ্ গণিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনাই ব্যক্ত করিলেন। তখন স্ত্রীর সাহায্যে শ্বশুরের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি একে একে সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ স্পর্শ করিতে লাগিলেন। স্পর্শ করিবার মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে যেন সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞান তাঁহার অন্তরে ফুটিয়া উঠিল।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। তিনি সেই দিন সমারোহে বৃক্ষমূলে দেবী বনদুর্গার পূজা করিলেন। তাঁহার নাম শুনিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণ বহুদূরদেশ হইতে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু একে একে সমস্ত পণ্ডিত তাঁহার নিকট পরাস্ত হইতে লাগিলেন। আচার্য্য মহাশয় ছাত্রদিগের অধ্যয়নভার শ্রীকৃষ্ণের উপর ন্যস্ত করিয়া তাঁহাকে "বেদভূষণ" উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

তাঁহাদের স্বামী স্ত্রীর অন্য কোন কার্য্য ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদিন বনদুর্গা আরাধনা করিতেন ও ছাত্রদিগকে পড়াইতেন, স্ত্রী কেবল স্বামীর শুশ্রূষা করিতেন। অন্নের জন্য বেদভূষণকে কখনও চিন্তা করিতে হইত না। শ্বশুরের সম্পত্তিতে তাঁহার সংসারযাত্রা সম্যক্-রূপে নির্ব্বাহ হইত।

এই সময়ে বেদভূষণের বিদ্যা, ব্রাহ্মণ্য ও অন্যান্য অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া অনেক বৈদিক ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ যজমান হইলেন। এই সঙ্গে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ ইহাঁর নিকট দীক্ষা লইলেন। তদবধি এই বংশের শিষ্যসম্পৎ দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ বেদভূষণ হইতে তদ্বংশীয়েরা 'বেদভূষণের সন্তান' বলিয়া প্রসিদ্ধ ও তাঁহা হইতেই তাঁহাদের সামন্তসারে বাস।

শ্রীকৃষ্ণবেদভূষণের প্রতিষ্ঠিত বনদুর্গা-খোলা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই বংশীয়গণ স্বহস্তে দেবীর পূজা করেন। এই স্থানটী এখন "গিরার বাড়ী" নামে খ্যাত। এই বংশীয়-দিগের মধ্যে "গিরার বাড়ী হীরার মুড়া" এবং বেজনিসারের বশিষ্ঠদিগের মধ্যে "পাথুরিয়া" খ্যাতি প্রচলিত আছে।

শ্রীকৃষ্ণ বেদভূষণের প্রপৌত্র প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ দুর্গারাম একজন সাধুপ্রকৃতিক ছিলেন। তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্র, পাণ্ডিত্য ও দেবভাব দেখিয়া তাঁহার পৈতৃক শিষ্যমণ্ডলী তাঁহারই অনু-রক্ত হইয়া পড়েন। এমন কি, সকলে তাঁহাকেই গুরু অথবা পুরোহিতপদে বরণ করিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিত। অথচ তাঁহার পিতৃব্যগণের নিকট কেহ সে ভাব দেখাইত না। তাহাতে তাঁহার পিতৃব্যগণ অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হন। দুর্গারাম কিন্তু নিজের অক্ষমতা জানাইয়া যাজন অথবা মন্ত্রদানকার্য্য গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। পিতৃব্যগণ এক দিন কৌশল করিয়া জানাইলেন যে, দুর্গারাম পৈতৃক শিষ্যব্যবসা গ্রহণ না করিলে তাঁহাকে পৈতৃক বিষয়সম্পদের ভাগ দেওয়া হইবে না। দুর্গারাম অসঙ্কুচিত চিত্তে পৈতৃক শিষ্যসম্পদ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় জননী সহ কাশীবাসী হইবার ইচ্ছায় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলেন। পথে কান্দুরগাঁয়ে কৃষ্ণাত্রেয় কৃষ্ণকুমার ন্যায়বাগীশের গৃহে মায়ে পোয়ে অতিথি হইলেন। ন্যায়বাগীশের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তাঁহার একমাত্র কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া দুর্গারাম এখানেই বাস করিলেন। এই কান্দুরগাঁয়ে বাস হেতু তাঁহার বংশধরগণ "কান্দুরগাঁয়ের বশিষ্ঠ" নামে খ্যাত।

ইহাঁদের মধ্যে অনেকে অর্থাভাব ও অন্যান্য কারণে বিদেশবাসী। ব্রাহ্মণপণ্ডিতী ও যাজনিকা ইহাঁদের প্রধান উপজীবিকা।

বর্ত্তমান সময়ে এইবংশে পণ্ডিত দুর্গাচরণ স্মৃতিতীর্থ, পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, সারদাচরণ কাব্যতীর্থ, ঈশ্বরচন্দ্র জ্যোতিঃশিরোমণি, হরিদাস বিদ্যারত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিদ্যমান।

গৌরালি সমাজ ভঙ্গের পর কার্ত্তিক উপাধ্যায়ের অপর পুত্র পরমানন্দ* ভোজেশ্বরে গিয়া বাস করেন। তাঁহার পৌত্র শ্রীহর্ষ উপাধ্যায় এক জন অদ্বিতীয় শাব্দিক হইয়াছিলেন। শ্রীহর্ষের প্রপৌত্রপুত্র দুর্গাদাস বেদাচার্য্য এক জন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ছিলেন। তিনি বিক্রমপুরের জমিদারবর্গের নিকট প্রভূত বিত্ত লাভ করেন এবং ভোজেশ্বর গ্রামের চতুর্দ্দিক্ গড় বেষ্টিত করিয়াছিলেন। এখন ভোজেশ্বরের অধিকাংশ পদ্মাগর্ভে। দুর্গাদাসের পৌত্র রঘুনাথ বেদান্ত-বাগীশ একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান্ ছিলেন, ঢাকার রাজা রাজবল্লভ তাঁহাকে সাক্ষাৎ "বটুক ভৈরব" বলিয়া ভক্তি করিতেন। রঘুনাথের পুত্র গোবিন্দদেব শিরোমণি ও কৃষ্ণদেব স্মৃতিরত্ন। গোবিন্দের পুত্র ভবানীপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ। ভবানীপ্রসাদের পুত্র নীলকণ্ঠ তর্কপঞ্চানন, রামরত্ন বিদ্যাবাগীশ ও কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার। নীলকণ্ঠের পুত্র গঙ্গাপ্রসাদ বৈদিক ও তান্ত্রিক-ক্রিয়ায় দক্ষ ছিলেন। শাব্দিক রামরত্নের পৌত্র সুপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় তারিণীচরণ

* ১১১ পৃষ্ঠার বংশাবলী দ্রষ্টব্য।

শিরোমণি ও পার্ব্বতীনাথ বিদ্যাভূষণ। গঙ্গাপ্রসাদের পুত্র প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ গুরুচরণ ও কালীকিশোর *।

জয়াড়ীর বশিষ্ঠ।

রাজশাহী জেলার ছুইটী গ্রামে আসিয়া সামবেদী বশিষ্ঠ গোত্র বসতি বিস্তার করেন, তন্মধ্যে একটীর নাম জয়াড়ী, অপরটী আলাধি। প্রাচীন আলাধি গ্রাম নদীগর্ভশায়ী, এখন চিহ্নমাত্র নাই, এখানকার অধিকাংশ বৈদিকই জয়াড়ীতে গিয়া মিলিত হইয়াছেন। উত্তরবঙ্গে জয়াড়ী একটী প্রধান বৈদিক-সমাজ বলিয়া গণ্য ছিল। বশিষ্ঠের সমাজ বলিয়া গণ্য হইলেও এখানে বশিষ্ঠের আশ্রয়ে অপর নানা গোত্র গিয়া বাস করিয়াছিলেন, এখন সে পূর্ব্বসমৃদ্ধি নাই।

এক সময় জয়াড়ীর বশিষ্ঠগণের খ্যাতি-প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। রাজশাহীর রাজন্যবর্গ এই বশিষ্ঠবংশের যথেষ্ট সমাদর করিতেন। খ্যাতনাম অনেক পণ্ডিত এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

সমাজদার কাশীচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ লিখিয়াছেন যে, জয়াড়ী সমাজপতি শ্রীবৎসলই সর্ব্বপ্রথম বৈদিক কুলবিবরণ সংগ্রহ করেন। এই শ্রীবৎসলের পুত্র পীতাম্বর এক জন মহাকবি ছিলেন, তাঁহার রচিত প্রসাদগুণময়ী কবিতা আজও শুনা যায়। লক্ষ্মীকান্ত বাচস্পতির সদ্বৈদিককুল-পঞ্জিকা হইতে জানা যায় যে, আখড়ার চতুর্দ্দশ সমাজের মিলন ও সৃষ্টিধরের গোষ্ঠপতিত্বকালে জয়াড়ীর বশিষ্ঠেরা সামন্তসারের সমাজদারের সহিত মিলিত হইয়া সৃষ্টিধরের ও হরিহরের বিরুদ্ধা-চরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অপর কোন কারিকায় এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। লক্ষ্মীকান্ত নিজেই লিখিয়াছেন যে, সৃষ্টিধরের ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণদেব রায় জয়াড়ীর বশিষ্ঠ কুলানন্দকে নিজ কন্যা সম্প্রদান করেন। এ দিকে আবার জয়াড়ীর মোহনমিশ্র † কোটালিপাড়ের হরিহর চক্রবর্ত্তী সহ নিজ কন্যার বিবাহ দেন ‡। এই সম্বন্ধনির্ণয় দ্বারা মনে হয় যে, হরিহর চক্রবর্ত্তী আখড়ার শাণ্ডিল্যগণকে উদ্ধার করিবার জন্য যখন কোটালিপাড়ে চতুর্দ্দশ বৈদিক সমাজ আহ্বান করেন, সেই সময় সম্ভবতঃ জয়াড়ীর বশিষ্ঠগণকে হাত করিবার জন্য মোহনমিশ্রের কন্যার পাণি-গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

* গুরুচরণের উপাধি বিদ্যাসাগর। তিনি কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ টালায় আসিয়া বাস করেন। তিনি বঙ্গ-দেশে সর্ব্বপ্রথম সানুবাদ শুক্রনীতি প্রকাশ করেন। অতি অল্পদিন হইল, তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মত বয়োবৃদ্ধ বৈদিক কুলশাস্ত্রজ্ঞ বর্ত্তমানকালে বৈদিক সমাজে নিতান্ত অল্পই আছে। এই গ্রন্থসঙ্কলনকালে তাঁহার নিকট আমরা যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। তাঁহার দুই পুত্র চন্দ্রকিশোর বিদ্যানিধি ও সীতানাথ ভট্টাচার্য্য।

† ১১১ পৃষ্ঠায় বংশাবলি ও পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

‡ "কৃষ্ণাত্রেয়কুলোদ্ভবো বিধিবশাদ্মিশ্রোঽসকৌ মোহনঃ
কৃষ্ণানন্দকবের্ব্যবোঢ় ধনিনঃ পুত্রীং পবিত্রাভিধাম্।
তত্র দ্বৌ তনয়ৌ বভূবতুরথ শ্রীবৎস আদৌ ততো-
রামাদ্যশ্চ সজীবনো গুণযুতাস্তিস্রোঽপি পুত্র্যস্ততঃ ॥

জয়াড়ি-সমাজপতি শ্রীবৎসলের অনুজ গঙ্গাধরের বংশে মুকুন্দ নামে এক মহাকবি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পিতার নাম লক্ষ্মীধর। তিনি শাণ্ডিল্য সুদুর্লভের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহার সাত পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। সাবর্ণগোত্রীয় সুপ্রসিদ্ধ সুরাচার্য্যের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হয় (১)। মুকুন্দের পৌত্র নরোত্তম ও তৎপুত্র মধুসূদন বিদ্যালঙ্কার উভয়েই বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। নরোত্তম* শাণ্ডিল্য শিবাচার্য্যের কন্যাকে বিবাহ করেন, তাঁহারই গর্ভে মধুসূদনের জন্ম। মধুসূদন সাবর্ণি গোত্রজ নরোত্তম কবির দুহিতাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন। তাহাতে মণিকাঞ্চন সংযোগ হইয়াছিল। শ্রীবৎসলের কনিষ্ঠ সুধাকরও একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি জয়াড়ির বশিষ্ঠ-বংশের সুধাকর বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। (২) এই সুধাকরের বংশে পণ্ডিতমান্য কুলানন্দ জন্মলাভ করেন। আখোড়ার শাণ্ডিল্যকুলপ্রদীপ কৃষ্ণরায়ের কন্যার সহিত এই কুলানন্দের বিবাহ হয়। তাঁহার ৩য় পুত্রের নাম গঙ্গেশ ভট্টাচার্য্য; গঙ্গেশের দুইপুত্র রামজীবন ও কৃষ্ণজীবন। কৃষ্ণজীবনের পুত্র ঘনশ্যাম। ঘনশ্যাম জয়াড়ির শাণ্ডিল্য জয়কৃষ্ণ বাচস্পতির পঞ্চাননী নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারই গর্ভে রুদ্ররাম ও রামশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ নামে দুই অসাধারণ পণ্ডিত অবতরণ করেন। (৩)

গঙ্গেশ ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ বংশীবদন, তৎপুত্র কৃষ্ণরাম ও আত্মারাম। আত্মারাম সামন্তসারবাসী শাণ্ডিল্য রঘুনাথ নামক এক কবির কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে বিদ্যাধরী নামে এক বিদুষী কন্যা সমুদিত হইয়াছিলেন। আত্মারাম পরে শাণ্ডিল্য রাজবল্লভাচার্য্যের কন্যার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহার গর্ভে মনোরঞ্জিনী নামে এক সুন্দরী কন্যা ও কীর্ত্তিনারায়ণ নামে এক কীর্ত্তিমান্ পুত্র জন্ম লইয়া ছিলেন। মনোরঞ্জিনীর সহিত পণ্ডিতবর সাবর্ণ পঞ্চাননের উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। কীর্ত্তিনারায়ণ সাবর্ণি কুলজ মহাকবি চন্দ্রশেখরের কন্যাকে বিবাহ করেন। (৪) বর্ত্তমানকালে জয়াড়িসমাজে বশিষ্ঠবংশ প্রায় নির্ম্মূল হইয়া আসি-

তাম্বাদ্যাং গুনকাশ্বয়ায় রঘুনাথাখ্যায় সোঽদাদথো
মধ্যাং তস্য কনীয়সে হরিহরখ্যাতায় কন্যাং দদৌ।
কোটালীপরপাটজায় চ ততশ্চান্ত্রিত্র্যধাম্নে পরান্ ॥" (লক্ষ্মীকান্ত—কুলপঞ্জিকা)

(১) "লক্ষ্মীধরস্যাপি সুতোঽদ্বিতীয়ঃ মুকুন্দনামা কবিরদ্বিতীয়ঃ।
সুদুর্লভস্যাপি মুকুন্দনামা শাণ্ডিল্যগোত্রস্য সুতাং ব্যুবাহ ॥" (লক্ষ্মীকান্ত বাচস্পতি)

* [১১ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বাপর বংশতালিকা দ্রষ্টব্য।]

(২) "সুধাকরো নাম ভবৎ সুধাকরঃ স্ফুরদ্‌যশোরাশিবিকাশিতাশকঃ।
সুধাকরোদ্ভাসিতভালভঙ্গিমান বভূব কাস্যাপি সুধাকরো দ্বিজঃ।" (লক্ষ্মীকান্ত)

(৩) "শ্রীমান্ ঘনশ্যাম তপোযুতোঽসৌ বাচস্পতেঃ শ্রীজয়কৃষ্ণনাম্নঃ
শাণ্ডিল্যগোত্রস্য জয়াড়িধাম্নঃ পঞ্চাননী নাম সুতাং ব্যুবাহ।
শ্রুতিস্মৃতিব্যাকরণাদিমণ্ডিতৌ সুরাসুরাচার্য্যবদার্য্যপণ্ডিতৌ ॥" (লক্ষ্মীকান্ত)

(৪) "আত্মারামমনীষিণে খলু দদৌ সামন্তসারস্থিতঃ
শাণ্ডিল্যো রঘুনাথনামককবিঃ পুত্রীং স্বকীয়াং মুদা।
তত্রৈকা তনয়াজনিষ্ট বিদুষী বিদ্যাধরী নামত-

রাছে ;—কএক ঘর মাত্র সেই প্রাচীন মহীরুহের প্রশাখাবৎ বিদ্যমান রহিয়াছেন। এখন এই বংশে অনেকে চিকিৎসা-ব্যবসা করিয়া খ্যাত হইয়াছেন। সাবর্ণ, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি গোত্রও এখন জয়াড়ি-সমাজে বিদ্যমান রহিয়াছেন। নিম্নে জয়াড়ীর বশিষ্ঠবংশের একদেশ উদ্ধৃত হইল—
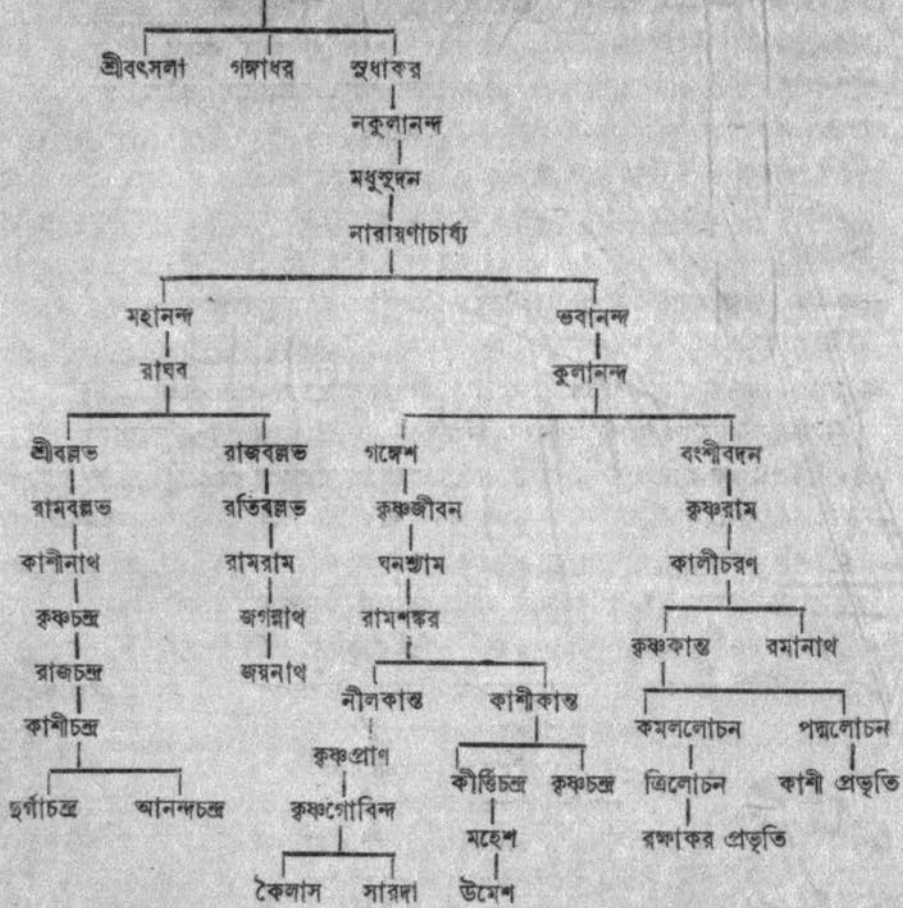
তারাসহিতরামচন্দ্রকস্তথীরস্তাং সুতাং ব্যূঢ়বান্ ॥
আম্বারামসুধীস্ততোঽপ্যুদবহৎ শাণ্ডিল্যকুলোদ্ভব-
স্যাচার্য্যস্য স রাজবল্লভকৃতঃ পুত্রীং মনোরঞ্জিনীং।
তত্রৈকাং তনয়াং তথৈকতনয়ঃ শ্রীকীর্ত্তিনারায়ণ-
স্তাং কন্যামুদবোঢ় চাথ মতিমান্ সাবর্ণিপঞ্চাননঃ ॥
সাবর্ণান্বয়চন্দ্রশেখরবরঃ শ্রীকীর্ত্তিনারায়ণঃ
পুত্রীং সম্পারিণীয় তত্র তনয়া পকৈব সোঽজীজনৎ।" (লক্ষ্মীকান্ত বাচস্পতি)

* ১১১ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশাবলি দ্রষ্টব্য। † ১১১ পৃষ্ঠায় ইহাঁদের বংশের একদেশ দ্রষ্টব্য।

বারৈখালী বৈদিক সমাজ।

যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমা হইতে ৬ মাইল দূরে বারৈখালী গ্রাম। ধলহরা, বারৈখালী ও শক্রজিৎপুর এই তিনটী গ্রামই সাধারণতঃ বারৈখালী নামে অভিহিত। স্বচ্ছসলিলা নবগঙ্গা নদী ইহার পূর্ব্ব সীমা বিধৌত করিতেছে।

প্রচলিত গল্প অনুসারে জানা যায় যে, ভট্টেরাই এ গ্রামে আসিয়া প্রথমে বাস করেন। ইহাদের আদি স্থান বালুচর মুর্শিদাবাদ। ইঁহারা আত্রেয়গোত্রীয় এবং বহুদিন হইতে চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। ইঁহাদের যত্নে অন্যান্য গোত্র এস্থানে বাস করিয়াছেন।

ধলহরা, বারৈখালী ও শক্রজিৎপুর এই তিন গ্রামে বিভিন্ন দশগোত্রীয় ৬০ ঘর পাশ্চাত্য-বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস। ঐ দশগোত্রের নাম যথা—শুনক, * ঘৃতকৌশিক, কৃষ্ণাত্রেয়, কাশ্যপ,† কৌশিক,‡ আত্রেয়, গৌতম, বশিষ্ঠ, সঙ্কর্ষণ ও ভরদ্বাজ।

ইহাদের মধ্যে শুনক দুই প্রকার—(১) কোটালীপাড়-সমাজের, অপর (২) ধুল্লা সমাজের। ইঁহারা যথাক্রমে কোটালিপাড় শুনক ও ধুল্লাই শুনক বলিয়া খ্যাত।

ধুল্লাই শুনকেরা চতুর্দ্দশ বৈদিক-সমাজের "মধ্যভাগ" সমাজান্তর্গত।
ঘৃতকৌশিকগোত্রীয় যাঁহারা এস্থানে আছেন, তাঁহারা যশোর জিলার "বায়না"'র ঘৃতকৌশিকের বহুপূর্ব্ব হইতে বাস করিতেছেন।

এখানকার কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয়েরাও দুই প্রকার—(১) কোটালিপাড় ডৌয়াতলী হইতে আগত ও (২) ফরিদপুর ধানুকা হইতে আগত।

কাশ্যপও দুই প্রকার ;—১ কোটালীপাড় উনশীয়া হইতে আগত, অপর ২ নবদ্বীপ সমাজ হইতে আগত।

কৌশিক—গোত্রীয়েরা বিক্রমপুর সমাজ হইতে আগত। বিক্রমপুরের অন্তর্গত কলাকোপা গোবিন্দপুরে ইহারা পূর্ব্বে বাস করিতেন।

গৌতম গোত্রীয়েরা কোটালিপাড় মাঝবাড়ী হইতে, বশিষ্ঠেরা কাকটী গ্রাম হইতে এবং ভরদ্বাজেরা নবদ্বীপ সমাজ হইতে আসিয়াছেন।

* এখানকার কোটালিপাড়ের শুনকেরা হরিহর চক্রবর্ত্তীর প্রপৌত্র রতিনাথ ও রতিরামের সন্তান এবং ধুল্লাই শুনকেরা নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন।

† কাশ্যপেরা গঙ্গারাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান বলিয়া পরিচিত।

‡ কৌশিকেরা জয়রাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান। এই বংশে কালিদাস তর্কবাগীশ, সূর্য্যদাস সিদ্ধান্ত, দুর্গানাথ সার্ব্বভৌম, নড়াইলের দ্বারপণ্ডিত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, হরনাথ তর্কালঙ্কার, গোপীনাথ ন্যায়পঞ্চানন, পার্ব্বতীনাথ তর্কসিদ্ধান্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করেন।

ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, বারৈখালী সমাজ কোটালীপাড় সমাজের একটা শাখা-মাত্র, সুতরাং ইহাদের কুলজী কোটালীপাড় সমাজের কুলজীর সহিত সবিশেষ সংসৃষ্ট। এখান-কার ব্রাহ্মণেরা সকলেই সৎকর্ম্মান্বিত ও বিদ্যানুরাগী। সংস্কৃতচর্চ্চায় এখনও ইহাঁদিগের যথেষ্ট অনুরাগ। প্রতি বাড়ীতেই ২।৪ জন সংস্কৃত উপাধিপরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি আছেন। ইহাঁদিগের যত্নে আজ তিন বৎসর হইল, এস্থানে একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং সুচারুরূপে চলি-তেছে। বারুইখালীর শুনক মিশ্রবংশ এবং ধলহরার রামচরণ সিদ্ধান্তের বাড়ী অনেকটা প্রধান। শুনকবংশে এখনও অনেক পণ্ডিত বিদ্যমান, তন্মধ্যে কাশ্মীররাজপণ্ডিত ৺লক্ষণচন্দ্র তর্কতীর্থের পিতা শশধর তর্করত্ন, গোপালচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, শরচ্চন্দ্র সাংখ্যরত্ন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ধান্‌কার সামবেদী কৃষ্ণাত্রেয়।

ইহাঁরা স্বনামপ্রসিদ্ধ কবি ময়ূরভট্টের বংশধর বলিয়া পরিচিত। ময়ূরভট্টের জন্মবিবরণ-সম্বন্ধে ইহাঁদিগের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে,—

"ময়ূরভট্টের পিতা কএকজন যাত্রীসহ তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হন। সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী ছিলেন। স্ত্রী গর্ভবতী। অন্যান্য তীর্থদর্শনান্তে পুরীধাম অভিমুখে যাত্রাকালে পথিমধ্যে তিনি আসন্নপ্রসবা হইয়া পড়েন। নিকটে লোকালয় নাই; সুতরাং অগত্যা পার্শ্ববর্ত্তী একটি অরণ্য মধ্যেই তাঁহাকে প্রসব করিতে হইল।

জননী প্রসবান্তে তাকাইয়া দিখিলেন—একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। পুত্রের মুখ দেখিয়া জননীর সকল ক্লেশ দূর হইল, স্নেহমমতায় তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। কিন্তু ঘটনা-ক্রমে সেই সদ্যঃপ্রসূত সন্তানের মমতা তথনই তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইল। চারিদিকে দস্যুসঙ্কুল ভীষণ অরণ্য। সঙ্গের যাত্রিগণ কাল বিলম্ব করিতে অনিচ্ছুক। নবজাত শিশুটীকে লইয়া পথ চলাও দুঃসাধ্য। কাজেই মাতাপিতা নির্দ্দয়ের ন্যায় সন্তানটীকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও সঙ্গিগণের সমভিব্যাহারে চলিয়া গেলেন

যথাকালে তাঁহারা পুরীধামে প্রবেশ করিলেন। পর দিন জগন্নাথ দর্শন করিবেন স্থির করিয়া সকলেই রাত্রিযোগে একস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ময়ূরভট্টের পিতা এই দিন গভীর রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন,—"এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিতেছেন—রে পাপিষ্ঠ! তুই শীঘ্র আমার পুরীধাম হইতে বহির্গত হ; তুই নিজ সন্তান অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া এস্থানে আসিয়াছিস, শীঘ্র গিয়া তাহাকে লইয়া আয়, নচেৎ তোর পুরুষোত্তম দর্শন কিছুতেই ঘটিবে না।"

পিতা স্বপ্ন দেখিয়া পরদিন প্রত্যূষেই বালকের উদ্দেশে সেই অরণ্যাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কএক দিনের পর তিনি সেই অরণ্য মধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—একটী ময়ূর পক্ষ বিস্তার করিয়া সেই বালকটীকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। পিতা তদ্দর্শনে ব্যগ্রতার সহিত একেবারে তাহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। তখন ময়ূরটী সেস্থান হইতে উড়িয়া গেল। তিনি শিশুটিকে লইয়া অরণ্য হইতে ফিরিয়া আসিলেন। এই কারণেই

পিতা পুত্রের নাম রাখিলেন—ময়ূর। জনকজননী পুত্র ময়ূরকে লইয়া জগন্নাথ দর্শনান্তে যথাকালে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ময়ূরভট্ট পিতার যত্নে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। ক্রমে তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইলেন। নানা দেশস্থ বহু ছাত্র আসিয়া তাঁহার নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

ময়ূরভট্ট ক্রমে বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত হইলে কর্ম্মফলে তিনি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার অনুরোধে কতিপয় ছাত্র কনৌজ হইতে তাঁহাকে আনিয়া কাশীধামে রাখিয়া গেলেন। ময়ূরভট্ট কাশীধামে সূর্য্যমন্দিরের পার্শ্বে থাকিয়া ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভ করিবার জন্য প্রত্যহ সূর্য্যের আরাধনা করিতে লাগিলেন। প্রবাদ, এই সময়ই তাঁহার "সূর্য্যশতক" রচিত হয়। সূর্য্যের কৃপায় তিনি কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হন। শেষে পুনরায় স্বীয় জন্মভূমি কনৌজে আসিয়াই বাস করিতে থাকেন।

শুনা যায়—ঐ ময়ূর ভট্টেরই বংশীয় লক্ষ্মণ মিশ্র নামক একজন ব্রাহ্মণ বঙ্গে আসিয়া বাস করেন। সেই লক্ষ্মণ মিশ্র হইতেই ধানুকিয়ার কৃষ্ণাত্রেয়-বংশের প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু বঙ্গীয় বৈদিক সমাজের মতে অনেকেই এই প্রবাদের উপর আস্থা স্থাপন করেন না। তাঁহারা বলেন—বিষয়কর্ম্মের সংস্রবে শ্রীহট্ট হইতে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া পূর্ব্ববঙ্গের ধানুকায় বাস করেন। তাঁহার ভট্ট উপাধি ছিল। সেই ভট্ট ব্রাহ্মণ হইতেই ক্রমে ময়ূর ভট্টকে টানিয়া আনা হইয়াছে।

যাহাই হউক, এই দুইটী কথার সত্য মিথ্যার প্রমাণের উপর নানা লোকের মতদ্বৈধ থাকিলেও ধানুকিয়ার কৃষ্ণাত্রেয়গণ সমাজে বিলক্ষণ সম্মানমর্য্যাদা পাইবার যোগ্য। বাস্তবিক দেখিতে গেলে এই বংশীয়গণ বিদ্যা, ব্রাহ্মণ্য, বিনয়, সৌজন্য, সদাচার, সৎসঙ্গ, সৎকীর্ত্তি ও বিষয়সম্পদে বৈদিকসমাজের সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন। পঞ্চগোত্রীয়গণের সম্মান প্রকৃতপক্ষে ইঁহারাই রাখিয়া থাকেন। পঞ্চগোত্র ও ষষ্ঠগোত্র বলিয়া যে একটু স্বতন্ত্রভাব, তাহা ইঁহাদিগের মধ্যে যেরূপ আছে, অন্য কোথাও সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, তাই বলিয়া সকল পঞ্চগোত্রীয়কেই ইঁহারা যে সমানচক্ষে সমান গৌরবের সহিত দেখিয়া থাকেন, সেরূপ বলা যায় না। হরিহরবংশীয় ও ধুল্লার শুনকগণই ইঁহাদিগের নিকট সাতিশয় সম্মানার্হ। অন্য পঞ্চ-গোত্রীয়গণের অধিকাংশই ইঁহাদিগের আশ্রিত। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য গোত্র মধ্যে কোটালীপাড়ের কাশ্যপ ন্যায়াচার্য্য, ভরদ্বাজ, গৌতম কি অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ঘরও ইঁহাদিগের নিকট অমান্য নহেন। বিষয়সম্পত্তি, বিদ্যা ও অর্থ এই তিন শক্তির সংমিশ্রণে ধানুকিয়ার কৃষ্ণাত্রেয়গণের পূর্ব্ব পুরুষগণের মধ্যে অনেকেই সমাজে বিলক্ষণ সম্মান ও কীর্ত্তি-রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে এই বংশীয়গণের বংশগত মর্য্যাদা সকলের সমান না হইলেও ইঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি-ষ্ঠিত দেবমন্দির প্রভৃতি অদ্যাপি সেই পূর্ব্বতন কীর্ত্তিপ্রভাবের সাক্ষ্যদান করিতেছে। এই বংশীয় বলরাম বাচস্পতি ১৬৭৫ শকাব্দে পিতার মুক্তিকামনায় ছয়টী দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত

করিয়া একটী মণিময় গৃহে পার্ব্বতী সহ শিবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। সেই মন্দিরে এই শ্লোকটী উৎকীর্ণ আছে—

"শাকে পঞ্চসমুদ্রতর্করজনীনাথে ধরিত্রীতলে দুর্গাপাদবলাভিরামবলরামোঽহং ভবান্যাত্মজঃ।
কৃত্বা ষট্‌সুরমন্দিরং মণিগৃহে শ্রীপার্ব্বতীসঙ্গতং শ্রীকাশীশ্বরমর্পয়ামি নিতরাং তাতস্য নিঃশ্রেয়সে॥"

আর একটী মন্দিরগাত্রে একটী শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়—

"আজন্মসঞ্চিততপঃফলমেতদেব যন্মূর্ত্তিমান্ স্মরহরো মম মন্দিরেঽপি।
যাচে বরং তদপি লোকসুখায় দেব-পাদারবিন্দবসতিশ্চিরমত্র ভূয়াৎ॥"

ধান্নুকিয়া গ্রামে মন্দির বা দেবগৃহ অনেক নির্ম্মিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে শ্যামাঠাকুরাণী, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মীগোবিন্দ, শিব ও অম্বিকা-মন্দিরই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধান্নুকিয়ার শ্যামাঠাকুরাণী প্রত্যক্ষদেবতা বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। এই শ্যামাঠাকুরাণী সম্বন্ধে অনেক প্রত্যক্ষ ঘটনার কথা এখনও তথাকার অধিবাসীদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

এই শ্যামামূর্ত্তি প্রস্তরময়ী এবং দেখিতে অতি সুন্দর। প্রবাদ,—মালখানগরের জমীদার কুলীনপ্রবর বসুগণ পূর্ব্বে একটী দীর্ঘিকা খনন করিবার সময় ভূগর্ভে এই শ্যামাঠাকুরাণীর মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। শেষে স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া ধান্নুকিয়ার ভট্টাচার্য্য-বাটীতে পাঠাইয়া দেন। শ্যামাঠাকুরাণীর সেবার জন্য গোপালধর নামক একটী বিস্তৃত তালুক তাঁহারা দান করেন। ধান্নুকিয়ার ভট্টাচার্য্যগণ এই শ্যামাঠাকুরাণীর প্রাপ্তির পর হইতেই নানারূপ বিষয় সম্পদ ভোগ করিতে থাকেন।

গোপালধর তালুকের অধিকাংশ স্থান এখন পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন হোগলার চর নামক আর একটী সুবিস্তৃত তালুক ইহাঁদিগের হস্তগত হইয়াছিল, পূর্ব্বে এই তালুকদ্বয়ের আয় যথেষ্ট ছিল। এখন নানা কারণে ঐ সকল সম্পত্তির আয় কমিয়া গিয়াছে।

শ্যামাঠাকুরাণী এবং নিম্নস্থ শবরূপে শায়িত মহাদেব মূর্ত্তির মাঝখানে একখানি প্রস্তরফলক আছে। তাহাতে অস্পষ্ট প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে অনেক কথা লিখিত রহিয়াছে।

ধান্নুকিয়ার কৃষ্ণাত্রেয়গণের মধ্যে কয়েকঘর কাকৈসার গ্রামে গিয়া বাস করিতেছেন। মালখানগরাদি স্থানের অনেক কায়স্থ কুলীন সন্তান, ইদিলপুরের কায়স্থ চৌধুরী বংশ এবং রাজা বসন্তরায়ের পুত্র কচুরায়ের সমস্ত বংশধরই ধান্নুকিয়ার কৃষ্ণাত্রেয়গণের শিষ্য। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ মধ্যেও ইহাঁদিগের অনেক শিষ্য দেখা যায়।

বিষয় সম্পত্তির ভাগ অনুসারে ইহাঁদিগের মধ্যে দশআনী এবং ছয়আনী এই দুইটী ভাগ আছে। ইহাঁদিগের মধ্যে জগদানন্দ তর্কবাগীশের বংশই বিশেষ প্রসিদ্ধ। পরপৃষ্ঠায় কৃষ্ণাত্রেয় বংশের একদেশ দ্রষ্টব্য।

---
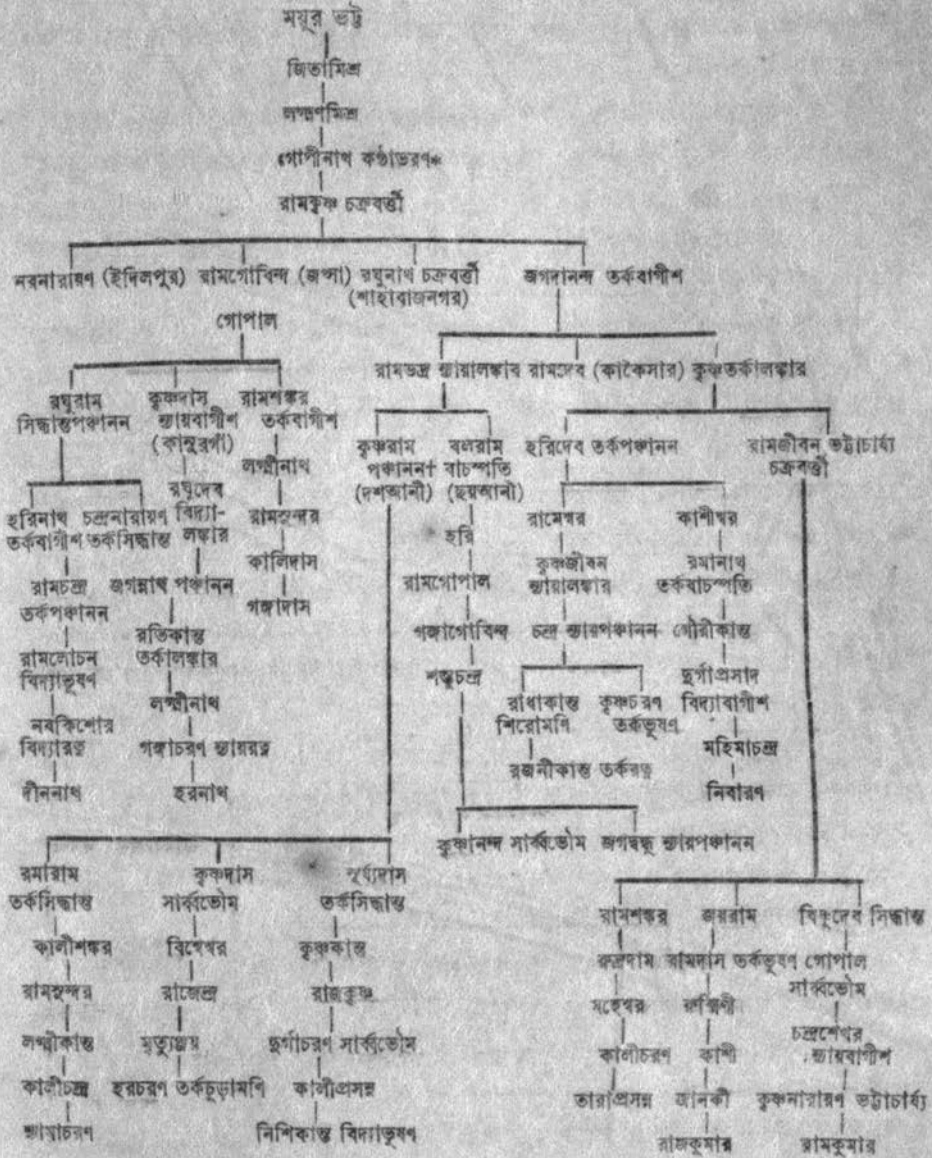
* চৈতন্যদেবের মাতুল বিষ্ণুদাসের জামাতা। একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক কিংবদন্তী এইরূপ যে রাঢ়দেশীয় অমরকুণ্ডা নামক স্থান হইতে বাসাত্রি গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইনি কৃষ্ণার্জ্জুনীয় নামক মহাকাব্য প্রণয়ন করেন। কাশীচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের মতে ইনিও একখানি চৈতন্যচরিত রচনা করিয়াছিলেন।

† গৌরীকাকলিকাতন্ত্রপ্রণেতা। ‡ কৃষ্ণার্জ্জুনীয়-কাব্যের টীকাকার।

* ন্যায়াচার্য্যতনয় মাধবানন্দ (অবিলম্ব) একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন।

শুনক গোত্র ।

* ১০৭ পৃষ্ঠায় ইঁহাদের বংশাবলীর একদেশ দ্রষ্টব্য।

† ১০৭ পৃষ্ঠায় বলরামের স্থানে ভ্রমক্রমে কৃষ্ণরাম লিখিত হইয়াছে।

‡ ভট্টপল্লী-সমাজ-প্রসঙ্গে ১৭৫ পৃষ্ঠায় হরিদেবের কোটালিপাড় হইতে ভট্টপল্লীতে আগমন লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এখন অনুসন্ধানে জানা গেল যে হরিদেবের পিতামহ গোবিন্দদেব রামবল্লভ ঠাকুরের কন্যা বিবাহ করায় পিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া শ্বশুরের আশ্রয়ে ভট্টপল্লীতে আসিয়া বাস করেন।

যজুর্ব্বেদী গৌতম।

মাধবানন্দ মিশ্র (কাশীতে বাস)
অচ্যুতানন্দ মিশ্র
জ্ঞানানন্দ মিশ্র
বালগোপাল মিশ্র শেখর
বালমুকুন্দ সরস্বতী
বোধানন্দ আচার্য্য মিশ্র
কমলাকর মিশ্র
সুদীক্ষিত মিশ্র
চন্দ্রমৌলি বেদাচার্য্য
নন্দীশ্বর মিশ্র
প্রকাশানন্দ
জগদানন্দ মিশ্র
শ্রীরঙ্গ মিশ্র
রামরঙ্গ মিশ্র
রামচন্দ্র মিশ্র
পণ্ডিত রঘুনাথ মিশ্র (কোটালিপাড়ে আগত)
অনন্তরাম
(জ্যেষ্ঠ) শ্রীরাম শিরোমণি বেদাধ্যায়ী
রামদেব
রূপরাম
হরিদেব
গদাধর সার্ব্বভৌম
রাজকুমার বিদ্যারত্ন
মধুসূদন
রামকৃষ্ণ
কাশীনাথ বিদ্যালঙ্কার
রামকিশোর
শিবনারায়ণ বিদ্যাভূষণ
রাজনারায়ণ
তারাকান্ত কাব্যতীর্থ
যুগলকৃষ্ণ বিদ্যারত্ন
গোপাল পঞ্চানন
মহাদেব সিদ্ধান্ত
রামনারায়ণ সিদ্ধান্ত
রামকেশব তর্কালঙ্কার
রামহরি
কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম
ব্রজমোহন
রাধানাথ ন্যায়পঞ্চানন

যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজ।

* এই বংশে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ পূর্ণানন্দ বাচস্পতি ও তৎপুত্র প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক কালীকুমার তর্কতীর্থ জন্মগ্রহণ করেন।

যজুর্ব্বেদী রথীতর
উপেন্দ্র মিশ্র নামান্তর মাধব মিশ্র
শঙ্করদাস পণ্ডিত
জগন্নাথ মিশ্র
রুদ্রদেব আচার্য্য
নীলাম্বর মিশ্র
নারায়ণ মিশ্র
পদ্মনাভ সরস্বতী (বরাগাদীতে বাস)
যদুদাস পাঠক
শচী
(চৈতন্যদেবের মাতা, জগন্নাথ মিশ্রের সহিত বিবাহ)
বিষ্ণুদাস ঠাকুর (মুখডোবায় বাস)
রামচন্দ্র
দুর্গাদাস বিদ্যাভূষণ
ভবানী চক্রবর্ত্তী
হরিদাস
গোপালদাস
গোবিন্দ বিদ্যালঙ্কার
কন্যা
(কুলাদ্যের গোপীনাথ কণ্ঠাভরণের সহিত বিবাহ)
রমণ
কৃষ্ণজীবন
কবি রাজীবলোচন (চাকর-হাটিতে বাস)
রামকেশব
রামচরণ
শিবচরণ
গোবিন্দরাম
কাশীরাম
পরমানন্দ
গৌরীদাস
রামকৃষ্ণ
রামগোবিন্দ
কৃষ্ণবল্লভ
মধুসূদন
কবি শিবরাম
কালীচরণ
কৃষ্ণজীবন ন্যায়লঙ্কার
শ্রীকৃষ্ণ
লক্ষ্মণ
রামনারায়ণ
রামচন্দ্র
রামকান্ত
কমলাকান্ত
কাশী
রঘুরাম ন্যায়বাগীশ
কৃষ্ণরাম ন্যায়পঞ্চানন
কৃষ্ণশঙ্কর
কাশীশ্বর
রামদেব
শ্রীরাম
*রামবল্লভ
*রামগোপাল
চন্দ্রশেখর বাচস্পতি
রঘুনাথ (কালীপাড়ায় বাস)
রামশঙ্কর
রামরাম
শম্ভুনাথ
কৈলাস
রামনারায়ণ
রতিকান্ত
রামজগন্নাথ
গুরুচরণ
গোপীনাথ
রামনাথ
জগমোহন
চন্দ্রকান্ত
উমাচরণ
তারিণীচরণ
মুক্তহরি
শিবপ্রসাদ
গঙ্গাপ্রসাদ
গৌরী
হরি
* কাঠাপাড়া ও নাগরনন্দিকে বংশধরগণের বাস।
রাধানাথ
রামকানাই ন্যায়পঞ্চানন
রামলোচন
দুর্গাচরণ তর্করত্ন

চন্দ্রদ্বীপ-সমাজ।

সামবেদী কাশ্যপ।

চন্দ্রদ্বীপসমাজে পাশ্চাত্য বৈদিকদিগের নানা গোত্রের বাস আছে, তন্মধ্যে সামবেদী কাশ্যপেরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ। চন্দ্রদ্বীপের স্বাধীন কায়স্থ-রাজগণের সভায় এই বংশীয়গণ যথেষ্ট সম্মানিত ও রাজপণ্ডিতপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তজ্জন্ম এই বংশ চন্দ্রদ্বীপরাজের নিকট শাসনগ্রাম লাভ করিয়াছেন এবং সসম্মানে জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন।

কোন্ সময়ে এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ বঙ্গে আগমন করেন, সেই পূর্ব্বকাহিনী এই বংশীয়গণ বিস্মৃত হইয়াছেন। তবে এই বংশের যে তালিকা পাইয়াছি, তাহাতে বীজপুরুষ হইতে বর্ত্তমান জীবিত ব্যক্তি পর্য্যন্ত ২৬।২৭ পুরুষ দৃষ্ট হয়। কোটালিপাড়ের সামবেদী গৌতম ভিন্ন এরূপ অধিক পর্য্যায় পাশ্চাত্য বৈদিকদিগের মধ্যে অপর কোন বংশে দৃষ্ট হয় না। এতদ্দ্বারা স্বীকার করিতে হইবে যে, সামবেদী গৌতমদিগের ন্যায় ইঁহারাও পঞ্চগোত্রের গৌড়াগমনের পূর্ব্বে বঙ্গবাসী হইয়াছিলেন। যে কারণে সামগৌতম গঙ্গাগতি বৈষ্ণবমিশ্র কোটালীপাড়বাসী হইয়াছিলেন, অধিক সম্ভব সেইরূপ কোন দুর্ঘটনায় সেই সময়ে সামবেদী কাশ্যপদিগের আদিপুরুষ পৃথ্বীধর বা পৃথ্বীনাথ চন্দ্রদ্বীপের নিকটবর্ত্তী সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমি আশ্রয় করিয়াছিলেন। কাশ্যপবংশমালা হইতে পৃথ্বীধরের অধস্তন বংশধর-গণের যেরূপ নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

পৃথ্বীধরের [১] দুইপুত্র মাধবাচার্য্য ও বিশ্বনাথাচার্য্য [২], মাধবাচার্য্যের দুই পুত্র রামানন্দ বিশারদ ও পূর্ণানন্দ বিশারদ [৩], পূর্ণানন্দের চারিপুত্র কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, রঘুনাথ সোমযাজী, রামনাথ বিদ্যালঙ্কার ও গোপীনাথ [৪],রামনাথের দুই পুত্র লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্ত্তী ও হরিবল্লভ চক্রবর্ত্তী [৫], লক্ষ্মীকান্তের পুত্র গোপাল, রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী ও রঘুনাথ সোমযাজী এবং হরিবল্লভের পুত্র রতিরাম চক্রবর্ত্তী [৬], রঘুনাথ সোমযাজীর পুত্র বাণীনাথ সোমযাজী [৭], বাণীনাথের পুত্র জগদানন্দ বেদভূষণ ও ব্যাসমুনি [৮], ব্যাসমুনির তিন পুত্র রামগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্ত্তী ও মধুসূদন মুনি [৯], মধুসূদনের পুত্র রামদেব মুনি-বিদ্যাপতি ও দেবাচার্য্য [১০], দেবাচার্য্যের পুত্র বেদবাগীশ [১১], বেদবাগীশের তিন পুত্র যদুমণি, রতিনাথ ও কাশীনাথ [১২], যদুমণির পুত্র রামকৃষ্ণ চূড়ামণি [১৩], কাশীনাথের পুত্র রমাকান্ত [১৪], রমাকান্তের তিন পুত্র কৃষ্ণবল্লভ, রাজীব ও রূপনারায়ণ [১৫], রূপনারায়ণের দুই পুত্র রতিনাথ ও বাণেশ্বর [১৬], রতি-

নাথের দুই পুত্র রামগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ও রামভদ্র চক্রবর্ত্তী [১৭], রামভদ্রের তিন পুত্র গঙ্গাধর, রামজীবন ও যাদবানন্দ বেদবাগীশ [১৮]। এই যাদবানন্দ বেদবাগীশের দ্বারাই চন্দ্রদ্বীপ বাকলা-সমাজে সম্মানিত।

প্রবল প্লাবনে চন্দ্রদ্বীপ রাজধানী সাগরের কুক্ষিগত ও চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা জগদানন্দ জীবন বিসর্জ্জন করিলে তৎপুত্র রাজা কন্দর্পনারায়ণ ও জগৎনারায়ণ (খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে) বর্ত্তমান বরিশাল সহরের ৭।৮ মাইল পশ্চিমে মাধবপাশায় আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন। এই সঙ্গে যাদবানন্দ বেদবাগীশের পুত্র রাজপণ্ডিত গোপীকান্ত সার্ব্বভৌমও কচুয়া হইতে মাধবপাশার পার্শ্ববর্ত্তী পাংশাগ্রামে আসিয়া বাস করেন। চন্দ্রদ্বীপপতি গোপীকান্ত সার্ব্ব-ভৌমের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ বেদপঞ্চাননকে ব্রতভিক্ষা স্বরূপ "দ্বারিকা" গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন। এই দ্বারিকাগ্রাম সাম-কাশ্যপ গোত্রের লাখেরাজ সম্পত্তি; আজও তাঁহারা রাজসনন্দ বলে নিষ্কর ভোগ দখল করিতেছেন।

কৃষ্ণজীবনের বংশধরগণ কিছুকাল উক্ত দ্বারিকাগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পার্শ্ববর্ত্তী নদী প্রবল ও সেই সঙ্গে ডাকাইতের উপদ্রব বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহারা শাসনভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময়ে মাধবপাশায় চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ অবসন্ন ও উজীরপুরের রায়চৌধুরীরা শক্তিশালী হইতেছিলেন। উজীরপুরের জমিদার রত্নেশ্বর রায়ের সম্বর্দ্ধনায় বহুবিত্ত ও ব্রহ্মত্র লাভ করিয়া বেদপঞ্চাননের পৌত্র গঙ্গাধর বিদ্যাবাগীশ উজীরপুরে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার বংশধরগণ উজীরপুরেই বাস করিতেছেন। অপর পৃষ্ঠায় বেদ-পঞ্চাননের বংশতালিকা উদ্ধৃত হইল।

উজীরপুরের সামবেদী কৃষ্ণাত্রের একবংশ আছেন। ইঁহারা সামবেদী কাশ্যপগণের পুরোহিত। এই বংশে অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি, হরিশ্চন্দ্র তর্কভূষণ এবং বর্ত্তমান বাকলাসমাজের প্রধান নৈয়ায়িক নীলকণ্ঠ তর্কভূষণ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

———•••———

সামবেদী কাশ্যপ।

যাদবানন্দ বেদবাগীশ [১৮]
গোপীকান্ত সার্ব্বভৌম
রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কৃষ্ণজীবন বেদপঞ্চানন
রামজীবন বেদভূষণ
রামনাথ বাচস্পতি
কৃষ্ণদেব বাচস্পতি
রামভদ্র সার্ব্বভৌম
রঘুদেব ন্যায়বাগীশ
গঙ্গাধর বিদ্যাবাগীশ
গোবিন্দরাম তর্কালঙ্কার
রামকেশব ন্যায়ালঙ্কার
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন
নীলকণ্ঠ সার্ব্বভৌম
কাশীনাথ তর্কভূষণ
শিবনারায়ণ বাচস্পতি
বৈদ্যনাথ
বাণীনাথ
কীর্ত্তিচন্দ্র ন্যায়ভূষণ (পোষ্যপুত্র)
কালিদাস
কীর্ত্তিচন্দ্র ন্যায়ভূষণ
মৃত্যুঞ্জয়
হরিদাস
রামকিশোর শিরোমণি
পূর্ণচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার
চন্দ্রকুমার তর্কসিদ্ধান্ত
তারাপ্রসন্ন স্মৃতিরত্ন
বৈকুণ্ঠচন্দ্র বিদ্যারত্ন
শ্রীকৃষ্ণ
কামিনীকুমার
অক্ষয়কুমার
রসিকচন্দ্র
জগদ্বন্ধু
পীতাম্বর
বিশ্বম্ভর বিদ্যারত্ন
রমেশচন্দ্র
অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
সত্যপ্রসন্ন

যজুর্ব্বেদী বাৎস্যবংশ।

- কৃপাট (চন্দ্রদ্বীপে রুচুয়ায় আগত)
  - রামনিধি মিশ্র
    - কৃষ্ণদাস
      - রামানন্দ
        - শিবরাম আচার্য্য (বশিষ্ঠ পুরন্দরকন্যা-বিবাহ) (জয়াড়ীতে বাস)
          - মুরারী
            - শ্রীহর্ষাচার্য্য
              - পশুপতি[1] (মধ্যভাগে বার্হায় বাস)
                - চন্দ্রশেখর প্রভৃতি
              - জনার্দ্দন বেদাচার্য্য (আবদুলাবাদ)
                - শ্রীপতি
                  - কৃষ্ণবল্লভ
                    - যাদবেন্দ্র
                      - রামদেব
                        - কবি কালিদাস
                          - রামশঙ্কর
                            - শম্ভুচন্দ্র
                              - কালীচন্দ্র
                                - কৈলাসচন্দ্র
                                  - রামমোহন
                        - কাশীনাথ
                          - বৈদ্যনাথ
                            - রামচরণ বিদ্যালঙ্কার
                      - কামদেব
                    - দুর্গাদাস
                      - রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার
                        - রামকেশব
                          - শিবপ্রসাদ
                            - তারিণীচরণ
                              - দেবীচরণ
                                - রাধাচরণ
                  - রঘুনাথ
                - মথুরানাথ
                  - রঘুনাথ
                    - কবি কৃষ্ণজীবন
                      - মহাদেব
                        - মৃত্যুঞ্জয়
                      - হরিহর
                        - কৃষ্ণচন্দ্র
                          - রামকান্ত
                            - রাধামাধব
                            - উমাচরণ
                              - অম্বিকা
                          - লক্ষ্মীকান্ত
                            - চণ্ডীচরণ
                            - অক্ষয়
                            - কালী
                  - বিশ্বনাথ
              - পূর্ণানন্দ (নবদ্বীপ)
                - কবিনারায়ণ
                - গঙ্গারাম বিদ্যালঙ্কার (মাদারীপুরে আগত)
                  - রামদেব সিদ্ধান্ত
                    - রামগোপাল পঞ্চানন
                      - শম্ভুনাথ
                        - অমরেশ্বর
                          - গোলোক
                          - কালী
                      - গোপীনাথ
                        - ইন্দ্রনারায়ণ
                      - রামানন্দ
                        - শিবশঙ্কর
                          - রাজকিশোর
                            - চন্দ্রমাধব
                  - রত্নেশ্বর সিদ্ধান্ত
                    - মদন
                    - বিষ্ণুরাম
                      - ব্রজ
                      - বৃন্দাবন
              - প্রজাপতি
          - শঙ্কর

(১) "পশুপতি র্মহাপ্রাজ্ঞো বার্হাগ্রামং সমুজ্জ্বলন্। যশাঃশিত্যপ্রভাবেন ভলগ্রামাধীশ্বরোঽভবৎ ॥"

(সামন্তসারের কারিকা)

নবম অধ্যায়।

ভট্টপল্লীর পাশ্চাত্য-বৈদিক সমাজ।

ভট্টপল্লী (ভাটপাড়া) পুণ্যতোয়া জহ্নুতনয়া ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে অবস্থিত; ইহার অপরপারে প্রসিদ্ধ চুচুঁড়া নগরী। ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের নৈহাটী ষ্টেসন ইহার উত্তর সীমা; কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গাগত বশিষ্ঠগোত্রীয় যজুর্ব্বেদী মাধ্যন্দিন-শাখাধ্যায়ী, বশিষ্ঠ-পরাশর-নৈধ্রুব প্রবরত্রয়বিশিষ্ট প্রসিদ্ধ গদাধর ভট্টাচার্য্যের পৌত্র নারায়ণঠাকুর হইতে এই ভট্টপল্লীস্থ বৈদিক সমাজের সূত্রপাত। নারায়ণঠাকুরের পৌত্র চন্দ্রশেখরঠাকুরই এখানে স্থায়িরূপে অবস্থিতি করেন। পরে ক্রমশঃ ইহাঁর বংশধরগণের এবং তাঁহাদের সম্পর্কে ও কারণান্তরে স্বয়ং আগত অন্যান্য বংশীয়গণের বংশবিস্তৃতির সহিত, সদাচার, সদনুষ্ঠান, ও বিদ্যাব্রাহ্মণ্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমান ভট্টপল্লী একটী প্রধান বৈদিকসমাজমধ্যে গণ্য হইয়া বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিতেছে।

উক্ত বশিষ্ঠগোত্রীয় ঠাকুরোপাধিক মহোদয়ের পিতা ও পিতামহ যথাক্রমে "কপিল মহাবীর" নামে তর্পণে ব্যবহৃত হইয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার এখানে আগমন সম্বন্ধে বিশেষ কোন ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। তবে বৃদ্ধপরম্পরাগত কতকগুলি কিম্বদন্তী এবং উক্ত গদাধর ভট্টাচার্য্যের ৮ম পুরুষ রামকান্ত সার্ব্বভৌমকৃত "রামলীলোদয়" গ্রন্থ, আর এই বংশীয় মহাপুরুষদিগের প্রাপ্ত ও প্রদত্ত সনন্দ বা অনুশাসনপত্রাদি এবং তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত মন্দির প্রভৃতিতে ক্ষোদিত শ্লোকাদি পাঠে যাহা জানা গিয়াছে, নিম্নে ক্রমশঃ তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রায় ১২৫ বর্ষ পূর্ব্বে রামকান্ত সার্ব্বভৌম স্বীয় "রামলীলোদয়" গ্রন্থে, এবং প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে শ্যামপুরনিবাসী উক্ত গদাধরবংশীয় বৃন্দাবন গোস্বামী স্বহস্তলিখিত গোপালতাপনী পুস্তকে, নিজ পরিচয় স্থলে "কান্যকুব্জাৎ সমায়াতো গদাধরমহাসুধীঃ" এই শ্লোকার্দ্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বাপর শ্রুতিপরম্পরায় জানা যায় যে, গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রথমতঃ কনোজ হইতে পুরুষোত্তম-দর্শনমানসে স্ত্রীপুত্রসমভিব্যাহারে বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হন; ক্রমে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বকদ্বীপ (বগড়ী) পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে তত্রত্য রাজা তাঁহার আকার, প্রকার, আচার, ব্যবহার ও বিদ্যাব্রাহ্মণ্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তথায় বাস করিতে অনুরোধ করেন; তিনিও তখন স্বীয় গুর্ব্বিণীবনিতার পথক্লেশ অসহ্য মনে করিয়া পত্নী ও বিষ্ণুনামক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে, তৎপূর্ব্বাগত গৌতমগোত্রীয় পাশ্চাত্য-বৈদিকশ্রেণীর বাসভূমির সন্নিহিত রাজার প্রদর্শিত একটী স্থানে রাখিয়া স্বয়ং পুরুষোত্তমে যাত্রা করেন। ইহার অব্যবহিত পরে একদিন বিষ্ণু সরোবরে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেছেন, এমন সময় দেশীয় রাজার উচ্ছৃঙ্খল মত্তহস্তী গ্রাম বিধ্বস্ত করিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি ভীত না হইয়া কিঞ্চিৎ মন্ত্রপূত সলিল-নিক্ষেপে তাহার গতিরোধ করেন; সেই বার্ত্তা বরদার ক্ষত্রিয় রাজা শোভাসিংহের

কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি তাঁহাকে অলৌকিক গুণসম্পন্ন জানিয়া বৃত্তিদানপূর্ব্বক সভাপণ্ডিত-পদে বরণ করিলেন।

অনন্তর পুরুষোত্তম হইতে প্রত্যাগত গদাধর পুত্রের উক্ত প্রতিগ্রহব্যাপারে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথোচিত তিরস্কার করেন। তিরস্কৃত পুত্র পিতার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া বরদারাজের সাহায্যে বরদায় বাস করিলেন; গদাধর পত্নীর প্রসবান্তে সেই পুত্র লইয়া বগড়ীতেই রহিলেন। তিনি এই পুত্রের নাম জনার্দ্দন রাখিয়াছিলেন। জনার্দ্দন কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে গদাধর কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

গদাধরের বঙ্গে আগমনের বা তথায় তাঁহার পরলোকগতির কোন নির্দ্দিষ্টসময় পাওয়া যায় না, তবে তাঁহার পূর্ব্বাগত বগড়ীনিবাসী গৌতমগোত্রীয়দিগের আদিপুরুষ গোবিন্দানন্দ-কবিকঙ্কণাচার্য্য ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে "বর্ষক্রিয়াকৌমুদী" রচনা করেন; তাঁহার বর্ত্তমান বংশধরেরা বলেন, গদাধরভ্রাতা অল্লাল ও গদাধরের ২য় পুত্র জনার্দ্দন সমসাময়িক; ইহাতে অনুমান হয় যে, অন্ততঃ ইহার ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে (অর্থাৎ ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে) গদাধরের আবির্ভাব ঘটে। তাঁহার প্রপৌত্র রামনাথ ঠাকুরের স্বহস্তলিখিত একখানা চণ্ডীতে ১৫৭৫ শাক (খৃঃ ১৫৫৩) তারিখ দেওয়া আছে। এতদনুসারে তিনি ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হন। উক্ত উভয় মতানুসারে সময়ের কিছু পার্থক্য দেখা যাইতেছে বটে; কিন্তু পূর্ব্বকালীয় দীর্ঘজীবী লোকদিগের পক্ষে ১০।২০ বৎসর বেশী কম জীবিত থাকা অসম্ভবপর নহে।

পিতার পরলোকপ্রাপ্তির পর জনার্দ্দন কিছুকাল বগড়ীতে অবস্থান করেন। পরে যখন উড়িষ্যার বিদ্রোহদমনার্থ সম্রাট্ অকবরশাহের সৈন্যগণের গতিবিধি ও বিদ্রোহী সুবাদার সৈন্যগণের লুটপাঠ হেতু পথিপার্শ্বস্থ গ্রাম সমুদায়ের অধিবাসিগণ অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়া স্বীয় স্বীয় জাতিমানরক্ষার জন্য স্থানান্তরে পলায়ন করিতে থাকেন, তখন জনার্দ্দনঠাকুরও কতকগুলি স্বজাতির সহিত যশোরাভিমুখে আসিয়া ধুলিপুর নামক একটী ব্রাহ্মণপণ্ডিত-প্রধান গ্রামে উপস্থিত হন; সেই সময় ঐ গ্রামের নিকটবর্ত্তী নকীপুরের জমিদার চৌধুরী-বংশের আদিপুরুষ, তাঁহার বিদ্যাব্রাহ্মণ্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নিজ পৌরোহিত্যে ব্রতী করেন এবং কিছু ব্রহ্মত্র দিয়া ধুলিপুরে বাস করান। একপুরুষ পরে ঐ বংশীয়েরা মন্ত্রশিষ্য হইলেন; আজি পর্য্যন্ত তাঁহার বংশধরগণ জনার্দ্দনবংশের মন্ত্রশিষ্য।

এখানে বসতিস্থাপনের পর জনার্দ্দন আরও বিস্তর ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আত্মোন্নতি সম্বন্ধেও ইঁহার যথেষ্ট চেষ্টা ছিল। শুনা যায়, ইনি তন্ত্রশাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা করিয়া প্রায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু দেহে কুলাইল না বলিয়া সম্পূর্ণ ফল লাভ করিতে পারেন নাই। আর পৈতৃক বৃত্তি বৈদিক ক্রিয়াদিতেও ইনি বিলক্ষণ অধিকারী ছিলেন। তদ্বংশীয়গণ অদ্যাপি তৎপ্রণীত "দুর্গার্চ্চনকৌমুদী" নামক পদ্ধতির নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন।

(১) এই সময়েই বঙ্গজ-কায়স্থকুলপ্রদীপ মহারাজ প্রতাপাদিত্য স্বীয় বিক্রমপ্রভাবে যবনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া যশোরপ্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন। (১৫৮৫-১৬০০ খৃঃ)

উক্ত জনার্দ্দনের পুত্র নারায়ণঠাকুর মন্ত্রসিদ্ধিমানসে পিতৃপন্থানুসরণপূর্ব্বক সিদ্ধমন্ত্র হইয়া দেবতা সাক্ষাৎকার লাভ করেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সিদ্ধিও তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছিল। তিনি গুটিকাসিদ্ধিপ্রভাবে ধূলিপুর হইতে প্রত্যহ প্রত্যূষে ২৫ ক্রোশ ব্যবধান ভাটপাড়ায় আসিয়া গঙ্গাস্নান ও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনানন্তর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই অন্যের অদৃশ্যাবস্থায় পুনর্ব্বার তথায় ফিরিয়া যাইতেন।

নারায়ণঠাকুরের এতাদৃশ নানারূপ অলৌকিক মহিমা পরিদর্শন করিয়া তাঁহার সমসাময়িক সাধকমণ্ডলীও অবনতমস্তকে তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিতেন। তাঁহাকে সাধারণে এক রকম বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া জানিত। অনেক পাশ্চাত্য-বৈদিকও তাঁহার শিষ্য হন এবং অদ্যাপিও কেহ কেহ তদীয় বংশধরগণকে গুরু বলিয়া মানিয়া আসিতেছেন; আবার সেই আত্মীয়তা-সূত্রে পরস্পর একাল পর্য্যন্ত আদানপ্রদানও চলিয়া আসিতেছে। শুনা যায়, কেবল বাৎস্যেরা অভিমানভরে দীক্ষা লন নাই; কিন্তু পরমাহ্লাদে আদানপ্রদান করিয়া আসিতেছেন।

নিম্নলিখিত কএকটী বংশের লোক তাঁহার বিশেষ বিশেষ অলৌকিক ব্যাপারে আকৃষ্ট হইয়া মন্ত্রশিষ্য হন;—১ম নকীপুরের চৌধুরীবংশ,—ইহাঁদের আদিপুরুষ নারায়ণকে অবতার মনে করিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন।—২য় ইচ্ছাপুরের চৌধুরী (সিদ্ধান্ত-বংশ),—এই বংশের আদিপুরুষ খড়দামেলের সিদ্ধান্তী থাকের মধ্যে মহাতাপস ও পূর্ব্বাবধি প্রতাপশালী জমিদার রাঘব সিদ্ধান্ত[১] প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানকালে নারায়ণ ঠাকুরকে দূর হইতে প্রত্যহ জ্যোতির্ম্ময় পিণ্ডাকার মাত্র দেখিতেন; পরে ক্রমে এ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধিৎসু হইয়া তিনি নিজ সাধনাবলে তাঁহাকে আকর্ষণ করায় নিকটস্থ হইলে তন্মধ্যে দিব্যপ্রভাবশালী জ্যোতির্ম্ময় পুরুষমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া এবং পরিচয়ে জ্ঞাননিষ্ঠা, সাধনা ও নামধামের বিষয় অবগত হইয়া অতি অনুরাগ সহকারে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।—৩য় মেদিনীপুর জেলার পাথরার মজুমদারবংশ,—ইহাঁদের আদিপুরুষ নারায়ণ মজুমদার স্বপ্নে গুরু লাভ করিয়া বহুদিন নিয়ত তাঁহার অনুসন্ধান করেন, কিন্তু কোন স্থানে সাক্ষাৎ না পাইয়া অবশেষে অন্বেষণার্থ নৌকাযোগে নবদ্বীপযাত্রা করিয়া সৌভাগ্যক্রমে ভাটপাড়ার ঘাটে দর্শন পাইয়া দীক্ষিত হন। ৪র্থ ভাটপাড়ার হালদারবংশ,—এই বংশের পূর্ব্ব পুরুষ রামরাম হালদার গঙ্গাতীরবাসী কোন কুম্ভকারের মুখে শুনেন যে, প্রত্যহ প্রাতে গঙ্গার ঘাটে স্নানাহ্নিকের জন্য এক অপরিচিত ঋষির সমাগম হয়; সেই অবধি তিনি তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া বিশেষ উৎকণ্ঠার সহিত অনুসন্ধান করার পর ঠাকুরের দেখা পাইয়া অনুবৃত্তি করিয়া মন্ত্র লয়েন। উল্লিখিত বংশীয়েরা অদ্যাপি নারায়ণঠাকুরের বংশধরগণের মন্ত্রশিষ্য।

রামরাম হালদার শিষ্য হওয়ার পর গঙ্গাতীরে এক আটচালা নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তদবধি নারায়ণ ঠাকুর প্রায়ই তথায় থাকিয়া তপস্যা করিতেন; মধ্যে মধ্যে তাঁহার পুত্রপৌত্রেরাও

(১) এই রাঘবসিদ্ধান্তের সহিত প্রতাপাদিত্যের লড়াই হইয়াছিল, যেখানে লড়াই হয় সেই স্থান অবধি আজিও গোবরডাঙ্গার সন্নিকটে প্রতাপপুর নামে প্রসিদ্ধ আছে।

ঐখানে আসিয়া তদীয় সেবাশুশ্রূষায় নিরত থাকিতেন। ইহার পর শেষদশায় তিনি গঙ্গাবাসী হইয়া পুত্রপৌত্রাদির সেবায় কালক্ষেপ করিয়া গঙ্গাতেই দেহপাত করেন।

তাঁহার প্রাদুর্ভাবকাল—তদীয় পুত্র রামনাথের লিখিত দেবীমাহাত্ম্যের তারিখ (১৫৭৫ শক বা ১৬৫৩ খৃঃ) অনুসারে যাহা অনুমিত হয়, তদ্ভিন্ন আর কোন লিপিপ্রমাণ পাওয়া যায় না। নারায়ণ যে কেবল উল্লিখিত গুণগ্রামেই বিভূষিত ছিলেন তাহা নহে, তৎপ্রণীত "ব্রহ্মসংস্কার-মঞ্জরী" নামক গ্রন্থ তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও বহুদর্শিতার পরিচয় দিতেছে। তিনি সংস্কারপদ্ধতির বিশৃঙ্খলভাব পরিদর্শনে অধস্তন বংশধরগণের ব্রাহ্মণ্যলোপভয়ে নানাভাষ্য ও বেদসমুদায় আলোড়নপূর্ব্বক ঐ গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন, উহার ভূমিকায় যে সকল ভাষ্যের উল্লেখ আছে, এক্ষণে তাহা দুষ্প্রাপ্য। এই সারভূত উপাদেয় গ্রন্থ অদ্যাপিও সমাজে অক্ষুণ্ণ-ভাবে পূর্ব্বমর্য্যাদা পাইয়া আসিতেছে। নারায়ণ পঞ্চায়তনী দীক্ষায় দীক্ষিত ছিলেন বলিয়া শুনা যায় এবং এই বংশের কোন কোন ধারায় ঐ দীক্ষাই প্রচলিত রহিয়াছে।

নারায়ণ ঠাকুরের তিন পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ শিবচন্দ্র নিজ দোষে পিতার ত্যাজ্য হন, ধলচিতা রাজপুরাদিতে তাঁহার বংশধর কেহ কেহ আছেন। কনিষ্ঠ রামনাথ পিতৃসমভিব্যা-হারে কখন ভাটপাড়ায় থাকিয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতেন, কখন আবার ধূলিপুরে থাকিতেন। অপর মধ্যম ভ্রাতা পিতার বর্ত্তমানেই পিতৃসেবার উদ্দেশে কাঁটালপাড়ায় শিষ্যের অনুরোধে বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরগণের হালিসহরেও বাস আছে, কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি পিতৃসেবায় পরাঙ্মুখ ছিলেন না। নারায়ণের পরলোকগমনের পর রামনাথ বোধ হয় প্রায়ই ভাটপাড়ায় থাকিতেন। তাঁহার হস্তলিখিত কএকখানি পুস্তক দৃষ্টে বুঝা যায় যে, পাণ্ডিত্যে তিনিও স্বীয় বংশমর্য্যাদা লোপ করেন নাই। রামনাথের স্বহস্তলিখিত ১৫৯৩ শাক বা ১৬৭১ খৃষ্টাব্দের একখানা "অমরকোষ" পাওয়া গিয়াছে।

রামনাথের কালপ্রাপ্তি হইলে তাঁহারও তিন পুত্রের মধ্যে কৃষ্ণরাম আড়িয়াদহের ঘোষাল-বংশের আদিপুরুষের অনুরোধে তথায় বাস করেন। কনিষ্ঠ ধূলিপুরেই থাকিতেন, তাঁহার বংশধর কেহ কেহ আজিও তথায় বাস করিতেছেন। আর চন্দ্রশেখর, রামরাম হালদারের আগ্রহাতি-শয়ে ধূলিপুরের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া স্থায়িভাবে ভাটপাড়ায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। হালদার-কুলতিলক রামরাম তাঁহাকে নিজ বাস্তুর উত্তরাংশে ৮ বিঘা জমি দান করিয়া তথায় বাস করান। অতএব আমরা এক্ষণে চন্দ্রশেখরকেই ভট্টপল্লীতে পাশ্চাত্য-বৈদিক উপনিবেশের মূলভিত্তি বলিয়া গণনা করিতে পারি। ইঁহারই শাখাপ্রশাখাদি বিস্তৃত হইয়া ভট্টপল্লী-সমাজের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছে ও করিয়াছে।

চন্দ্রশেখরের রমাবল্লভ ও বীরেশ্বর নামক দুই পুত্র; ইঁহারা উক্ত বাস্তু দুইভাগে বিভক্ত করিয়া জ্যেষ্ঠ রমাবল্লভ পূর্ব্বাংশ এবং কনিষ্ঠ বীরেশ্বর পশ্চিমাংশ গ্রহণ করেন। তদবধি আজ পর্য্যন্ত দুইএর সন্তানেরা যথাক্রমে পূবের বাড়ী ও পশ্চিমের বাড়ীর "ঠাকুর" আখ্যায় পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

চন্দ্রশেখরের ২য় পুত্র বীরেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারের তন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষ অধিকার থাকায় তাঁহার সময়েও যথেষ্ট শিষ্যশাখা ও ভূসম্পত্তির বৃদ্ধি হইয়াছিল। ৯০ বৎসর বয়সের সময় ইহাঁর গঙ্গা-প্রাপ্তি হয়। ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত অবলম্বনে এই মৃত্যু সময়টী অনায়াসেই অবগত হওয়া যায়; যে সময় নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা অবরোধ করিয়া (১৭৫৭ খৃঃ অব্দে) তথা হইতে মুরশিদাবাদ-যাত্রাকালে রাজকার্য্যানুরোধে চুচুঁড়ায় গিয়া কিছুকাল অবস্থান করেন, সেই সময়েই মুমূর্ষু বীরেশ্বর পুত্রপৌত্রদৌহিত্রাদি শোণিতসম্পর্কীয় ও শিষ্যস্বজনপরম্পরায় প্রায় ২৫০ আড়াই শত লোক পরিবৃত হইয়া তীরস্থ হইলে, পরপার হইতে নবাব একটী অতিকৌতুকাবহ ব্যাপার অনুমান করিয়া বৃত্তান্তজিজ্ঞাসু হইয়া জ্ঞাত হইলেন যে, ভাটপাড়ার ঠাকুরবংশের কোন প্রথিত মহাত্মা গঙ্গাযাত্রা করিয়াছেন।

বীরেশ্বরের গুণগ্রাম ও কীর্ত্তিকলাপ বিস্তর আছে, তন্মধ্যে কএকটী মাত্র উল্লেখ করা গেল। তাঁহার মাতা তাঁহাকে তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পিতৃহীন ভ্রাতৃপুত্রদিগের ভাবীকালের সুবিধার জন্য কিঞ্চিৎ সম্পত্তি নির্দ্দিষ্টভাবে রাখিতে আদেশ করায়, তিনি উহাদিগকে পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত স্থাবরাস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি প্রদান করিয়া নিজের আশ্রমযাত্রার জন্য পুনর্ব্বার নূতন সম্পত্তি সংগ্রহ করেন।

এক সময়ে কামালপুরনিবাসী চিৎসুখীর টীকাকার মধুসূদন তর্কালঙ্কার প্রভৃতির স্বসম্পর্কীয় কএক ব্যক্তি বীরেশ্বরের অলৌকিক ব্রাহ্মণ্য, তেজস্বিতা, আকার, আচার ও অনুষ্ঠানে সুখী হইয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন, তাহাতে তাঁহারা উক্ত অভিমানী ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের নিকট বৈদিকের শিষ্য বলিয়া সময় সময় উপহাসাস্পদ হইতেন। তখন ইহাঁরা কৃষ্ণনগরের রাজার কর্ম্মচারী এবং ঐ অভিমানী পণ্ডিতেরাও কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। একদা ঐ রাজভবনে কোন কর্ম্মোপলক্ষে দেশস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিমন্ত্রণ হয়, এই অবকাশে ঐ কর্ম্মচারীরাও গুরুকে আহ্বান করাইলেন। সেই নিমন্ত্রণে বীরেশ্বর পুত্র ও কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে এরূপ তেজস্বিতা ও ভাবভঙ্গির সহিত সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন যে, সভাস্থ ছোট, বড়, রাজা, প্রজা, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ সকলেই ঋষিভ্রমে তাঁহার অভ্যর্থনার্থ আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পরে উপবেশনান্তে সকলে বীরেশ্বরের বিদ্যাব্রাহ্মণ্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে প্রকৃত গুরুর উপযুক্ত পাত্র বলিয়া স্বীকার ও অবশেষে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজাও যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আনরপুর প্রভৃতি কএকটী স্থান ব্রহ্মত্র দিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর কামালপুরের কএক ঘরও তাঁহার মন্ত্রশিষ্য হইলেন।

বাঙ্গালা ১১৪৪ সালে তাঁহার নিজ বাস্তুতে প্রতিষ্ঠিত দুইটী শিবমন্দির অদ্যাপিও তদীয় কীর্ত্তি খ্যাপন করিতেছে। পানিহাটীতেও তিনি একটী শিবমন্দির ও শিবের মূর্ত্তি নির্দ্ধারণ করেন, এক্ষণে এই মন্দিরটী ভগ্ন, কিন্তু শিবের মূর্ত্তি ঠিকই আছে। আধহাটার জলকষ্ট নিবারণার্থ তথায় একটী পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্ম্মবিশ্বাসে অনেকে তাঁহার বাক্‌সিদ্ধির নিদর্শন পাইয়াছেন।

বীরেশ্বরের পুত্র কএকটীর মধ্যে জ্যেষ্ঠ নৈয়ায়িক রামগোপাল বিদ্যাবাগীশের নাম তদানীন্তন নৈয়ায়িক সম্প্রদায় মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য; ইনিই ভট্টপল্লীতে প্রথম ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। ইহাঁরই ছাত্রোপছাত্রপরম্পরায় আজকাল ভট্টপল্লী নবদ্বীপের সমকক্ষ হইয়া বঙ্গদেশের গৌরব রক্ষা করিতেছে। বাঙ্গালা ১১৬৩ সালে ইনি ১০০ বিঘা "রামগোপালচক" দান প্রাপ্ত হন। ইহাঁর সময়ও বহুতর শিষ্য ও ব্রহ্মত্রাদির সংখ্যার বৃদ্ধি হয়। ইনি ৩৯ বর্ষ জীবন কাল মধ্যে তিন চারি হাজার ঘর শিষ্য ও দুই তিন হাজার বিঘা ব্রহ্মত্র অর্জ্জন করেন ও ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনায় বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া যান।

রামগোপালের ষষ্ঠ সহোদর সদাশিবের পুত্র হরিরাম তর্কবাগীশ। ইহাঁর তন্ত্রশাস্ত্রাভিজ্ঞতার বিষয় অবগত হইলে চমৎকৃত হইতে হয়। প্রবাদ এই যে,—বাঁশবাড়িয়ার রাজা নৃসিংহ দেবরায় তথাকার বর্ত্তমান "হংসেশ্বরী মূর্ত্তি"টীর বিষয় স্বপ্নে জ্ঞাত হন এবং তদনুসারে দেবীর মূর্ত্তি ও যন্ত্রাদি নির্ণয় করিয়া প্রস্তত করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি অনেকানেক পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট গিয়া পরামর্শ গ্রহণ করিয়াও স্বপ্নানুরূপ প্রতিকৃতি ও তাহার নির্ম্মাণকৌশল অবধারিত করিতে না পারিয়া উক্ত তর্কপঞ্চাননের পরামর্শে অবশেষে হরিরাম তর্কবাগীশের নিকট আগমন করেন। হরিরাম তর্কবাগীশ শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা ঐ মূর্ত্তি ও যন্ত্রের নির্দ্দেশ করিয়া দেন। তদনুসারে ঐ "হংসেশ্বরী মূর্ত্তি" এবং যন্ত্রের উপরি যন্ত্রাকার মন্দির গঠিত হয়। এই সময়ে তিনি রাজা কর্ত্তৃক বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মানুরোধে তথায় গিয়া নির্ম্মাণপ্রণালী দেখাইয়া দিয়াছিলেন। স্বয়ম্ভবার মন্দিরের ও হংসেশ্বরী মন্দিরের শ্লোক দুটীও তর্কবাগীশের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। বাস্তবিক মন্দিরটী দেখিলে এক অত্যাশ্চর্য্য তন্ত্রোক্ত যন্ত্রবিশেষ বলিয়াই বোধ হইবে। তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া নৃসিংহদেব তাঁহাকে বরিদ্হাটী পরগণা হইতে ২৫০ আড়াই শত বিঘা ব্রহ্মত্র ভূমি দান করেন। তাহাঁর বংশধরেরা এখনও তাহা ভোগ করিতেছেন। এই হরি তর্কবাগীশের অন্যতম পৌত্র জয়রাম ন্যায়ভূষণ, ইহাঁর অধ্যবসায়িতার সহিত কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপনাগুণে প্রায় সহস্রাধিক ছাত্র সংস্কৃত ভাষায় রীতিমত পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ইনি ১২৮৭ সালে ৮২ বর্ষ বয়সে গঙ্গালাভ করিয়াছেন।

হরিরাম তর্কবাগীশের জন্ম বাঙ্গলা ১১৩৮ সালে এবং মৃত্যু আন্দাজ ১২০৯ সালে হয়। শুনা যায়, মাদরালের দীঘিপ্রতিষ্ঠার (বাঃ ১২০৪ সালের) পর তর্কবাগীশ ৪।৫ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। তাঁহার স্বহস্তলিখিত বাঙ্গালা ১১৯০।৯৫ সালের পুস্তক পাওয়া যায়। তিনিই ভট্টপল্লীতে প্রথম জ্যোতিঃশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যাপনা প্রবর্ত্তন করেন।

হলধর তর্কচূড়ামণি—ইনি গদাধর ভট্টাচার্য্যের ১০ম পুরুষ, ইঁহার শাস্ত্রীয় এবং বৈষয়িক বুদ্ধি উভয়ই তুল্যরূপ ছিল। ন্যায়শাস্ত্রসম্বন্ধে ইনি কতকগুলি পত্রিকা (পাতিয়া বা পাতড়া) প্রস্তত করিয়া যান, তাহা অদ্যাপি ন্যায়শাস্ত্রব্যবসায়ীদিগের নিকট সমভাবে আদৃত হইয়া আসিতেছে। বৈষয়িক কার্য্যেও ইনি এতদূর সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন যে, গ্রামে কোনরূপ বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে লোকে ইহাঁর মীমাংসায় তুষ্ট হইয়া কখন রাজদ্বার আশ্রয় করে নাই। ইনি

বিচার করিয়া যে নিষ্পত্তি করিতেন, উভয় পক্ষ তাহাতেই সম্মত হইত। জেলার তাৎকালিক জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সংস্কৃতানুরাগী এবর সাহেব আলাপে বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া ইহাঁকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। ইঁহার আচারানুষ্ঠান এবং শারীরিক তেজস্বিতা দেখিলে ইহাঁকে একজন ঋষি বলিয়া মনে হইত।

ভোলানাথ ঠাকুর,—ইনি গদাধর ভট্টাচার্য্যের ষষ্ঠ পুরুষ অধস্তন বীরেশ্বরের পৌত্র, ইনি স্বীয় ব্রাহ্মণ্যবলে বাঙ্গালা ১১৭০ সালে ভোলানাথচক্ দানপ্রাপ্ত হন। ইনি ৮৫ বর্ষ বয়সে বাং ১২২৬ সালে যে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাতে নিম্নলিখিত শ্লোকটী খোদিত আছে—

"যচ্ছম্ভোঃ পাদপঙ্কজদ্বয়মমরগণৈরর্চ্চিতং চিন্তয়িত্বা।
যাতাঃ পারং ভবাব্ধেরতিবিমলধিয়ো জ্ঞানিনো ভুক্তরত্না॥
শাকেহনন্তাব্ধিবাজিক্ষিতিপরিবিমিতে প্রাপ্তয়ে তস্য দীনঃ।
শ্রীভোলানাথশর্ম্মা নবশিখরযুতং মন্দিরং তস্য চক্রে॥"

গদাধর হইতে নবম পদ্মলোচন ন্যায়বাচস্পতি স্বয়ং বাঙ্গালা ১২২৬ সালে শিবালয়ে শিব-প্রতিষ্ঠা ও তুলাপুরুষদান করেন। ঐ মন্দিরের শ্লোকটী এই,—

"জাতঃ সদ্রঘুবংশপাবনগুরোর্ব্বংশাম্বুধৌ যো দ্বিজো
নাম্না শ্রীযুতপদ্মলোচন ইতি প্রাপ্তুং শিবং মন্দিরং।
তেনেদং শববাসবজগদ্বাসস্ত শম্ভোঃ কৃতং
বাসার্থং কৃতবহ্নিবারিধিধরামানে শকাব্দে শুভম্।"

নীলকমল ঠাকুর—ইনি গদাধরের ষষ্ঠ পুরুষ-বীরেশ্বরের ধারাসম্ভূত, ইঁহারা স্ত্রীপুরুষে ১২৫৫ সালে দুইটী শিবপ্রতিষ্ঠা করেন।

রামশঙ্কর তর্কবাগীশ—ইনি গদাধরের ষষ্ঠ পুরুষ বীরেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র রামানন্দ সিদ্ধান্তের পুত্র, ইঁহারা স্ত্রীপুরুষে দুইটী শিবমন্দির প্রস্তুত করিয়া তাহ'তে শিবলিঙ্গদ্বয় স্থাপন করেন। ইনি নিজবাস্তুর পশ্চিম সীমায় একরাত্রি মধ্যে ২০০ হাত লম্বা ও ৫ হাত উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। উহার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। এ সম্বন্ধে প্রবাদ যে, রামকান্ত সার্ব্বভৌমের সহিত মনোমালিন্য ঘটায় এই ব্যাপার সংঘটিত হইলে, তিনিও ইহার বাটীর সৌন্দর্য্য নষ্ট করিবার জন্য সম্মুখে এক অত্যুচ্চ নবরত্ন স্থাপন করেন।

বাণেশ্বর বিদ্যাপঞ্চানন—ইনি রমাবল্লভের পুত্র, বাঙ্গালা ১১৩৫ সালে স্বামিস্ত্রীতে দুই মন্দিরে দুইটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ দুইটী লিঙ্গ পঞ্চরত্ন ও ভাঙ্গাবাঁধাঘাটের উপর আজিও বিরাজিত আছেন।

রামদুলাল তর্কবাগীশ, রামকান্ত সার্ব্বভৌম ও রামচরণ সিদ্ধান্ত ইঁহারা রমাবল্লভের পৌত্র, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রদত্ত বালাণ্ডা পরগণার অন্তর্ভুক্ত কাশীপুর গ্রামে এক পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া তত্রত্য প্রজাবৃন্দের জল কষ্ট দূর করেন। ইঁহাদের মধ্যে আবার রামকান্ত সার্ব্বভৌমের নিজের যে কয়েকটী স্মৃতিচিহ্ন আছে, তন্মধ্যে রাসলীলোদয় মহাকাব্য, নবরত্ন মন্দির ও মাদরালী

গ্রামের ৮০ বিঘা জমির উপর খাত দীর্ঘিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ভিন্ন ১১৭৬ সালের মন্বন্তরের সময় কৌশল করিয়া মজুরদিগকে কেবলমাত্র আহার দিয়া দুইটী শিব মন্দির প্রস্তুত করিয়া পরে ১২৮৩ সালে তাহাতে স্ত্রীপুরুষে দুইটী শিব প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব্বোক্ত দীর্ঘিকা ১২০৪ সালে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার ৩ বৎসর পরে পরলোক গমন করেন, তখন তাঁহার বয়স ৮২ বৎসর।

রামচন্দ্রন্যায়বাগীশ, পদ্মলোচন বাচস্পতি ও কৃষ্ণমোহন তর্করত্ন ইহারা গদাধরের ষষ্ঠ পুরুষ অধস্তন রমাবল্লভের প্রপৌত্র, বাঙ্গালা ১১৯৫ সালে এক নবরত্ন নির্ম্মাণ করিয়া জননী দ্বারা শিবপ্রতিষ্ঠা করান। দুঃখের বিষয় ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পে উহার একটী চূড়া উৎপাটিত হইয়াছে।

কৈলাসচন্দ্র বিদ্যারত্ন—গদাধর ভট্টাচার্য্যের ষষ্ঠ রমাবল্লভ ঠাকুর হইতে ষষ্ঠ পুরুষ—ইহার ধর্ম্মবিশ্বাস, সদাচার ও অনুষ্ঠানে আজি পর্য্যন্ত অনেকেই মুগ্ধ আছেন। ইনি ধর্ম্মশাস্ত্রসন্দেহে সুমীমাংসক ও শক্তিমান্ পুরুষ। ১২৯৪ সালের ২৩এ অগ্রহায়ণ ৬৯ বর্ষবয়সে ইহার মৃত্যু হয়।

বীরেশ্বরের চতুর্থ পুত্র রামেশ্বর বাচস্পতিও কৃতিত্বে জ্যেষ্ঠ মহোদয়ের সমকক্ষ, ইনি অধ্যাপনায় কৃতিত্বের সঙ্গে সঙ্গে বহুতর শিষ্য ও ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আজিও তাঁহার ব্যবহৃত লাঠী দেখিলে তাঁহার আকার ও বলের উৎকর্ষ অনুমিত হয়।

এই বংশের স্ত্রীপরম্পরায়ও অনেকে পাতিব্রত্যধর্ম্মের প্রধানকল্প সহমরণপ্রথার অনুসরণ করিয়া জগতে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যেও সকলের নামপরিচয় ভালরূপ পাওয়া যায় না। তবে বীরেশ্বরের চতুর্থ পুত্র রামেশ্বর বাচস্পতির পুত্রের পত্নীরাই অটল ধর্ম্ম-বিশ্বাসে নিজ নিজ পতির সহমৃতা হন। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র কমলাকান্ত ন্যায়ভূষণের পত্নী গণেশজননী দেবী ১২২৭ সালে পতির সহগমন করেন। তাঁহার শেষ পরিত্যক্ত পরিধেয় সাটী-বস্ত্রখানি বংশধরেরা অতি যত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। বীরেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র রামানন্দ সিদ্ধা-ন্তের অন্যতম পৌত্র তারকনাথ ঠাকুরের জননী তাঁহাকে ৬ মাসের বালক অবস্থায় রাখিয়া নিজে পতির অনুগমন করেন (বাং ১২১৪)। গদাধরের ষষ্ঠ পুরুষ অধস্তন রমাবল্লভ ঠাকুরের ধারায় হলধর তর্কচূড়ামণির ভ্রাতৃবধূ বাং ১২৩৮ সালে সহমৃতা হন; বয়সের অল্পতাপ্রযুক্ত কেহ কেহ আপত্তি করিলে তাঁহাদিগকে প্রত্যয় জন্মাইবার জন্য ইনি অকুদ্ধভাবে প্রথমে অঙ্গুলি দগ্ধ করিয়া দেখান; তাঁহার নির্ভীকতা ও পতিভক্তি শুনিয়া তাঁহার শ্বশুর তাঁহার অনুগমনে মত-প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রামকান্ত সার্ব্বভৌমের কন্যা বর্ত্তমান গৌতমগোত্রের উজ্জ্বল-রত্ন পঞ্চানন তর্করত্নের প্রপিতামহী ও খুল্লপিতামহপুত্র গণেশঠাকুরের স্ত্রীও সহমৃতা হন। গণেশ ঠাকুরের পত্নীর সহগমন-ব্যাপার শুনিয়া ফরাশী গবর্ণর স্বয়ং দেখিতে আসিয়া তাঁহাকে নিষেধ করেন (বাং ১২৪৪)। তাহাতে কোন ফল না পাইয়া সেই লোমহর্ষণকাণ্ডে বিস্মিত হইয়া গবর্ণ-মেণ্টকে আইন করিবার জন্য আবেদন জানান। তখন রামমোহন রায়ও সুযোগ পাইয়া বিশেষ চেষ্টা করায় আইন পাশ হইয়া যায়। তদবধিই এখানে অনুগমনপ্রথার লোপ হইয়াছে।

এই ঠাকুরবংশীয়গণ চন্দ্রশেখর হইতে বর্ত্তমান প্রায় ১০ম পুরুষ পর্য্যন্ত একাদিক্রমে ভট্টপল্লীতে বাস করিয়া কনোজাগত গদাধরের স্বীয় বেদানুযায়ী কার্য্যকলাপ ও রীতিপদ্ধতির অক্ষুণ্ণভাবে অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। বংশবিস্তৃতিহেতু বহু অংশীদার হওয়ায় অনেকের অর্থসঙ্কোচ হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহাদের মধ্যে অদ্যাপি পর্য্যন্ত কাহাকে কোনরূপ অসৎপ্রতিগ্রহ করিতে দেখা যায় না; তবে আজকাল কেহ কেহ পাশ্চাত্যশিক্ষার অনুবর্ত্তী হইতেছেন, ইহাতে পরিণামে কি করেন বলা যায় না। অধুনা এই বংশীয় এবং এখানকার অন্যান্য বংশীয় বৈদিকগণের মধ্যে শতকরা ৯০ জনকে সংস্কৃতভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন দেখা যায়। বলা বাহুল্য যে, এদেশে শিষ্যগ্রহণের পর হইতেই গদাধর ভট্টাচার্য্যের বংশীয়গণ ঠাকুরোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরবর্ত্তী ৩ পৃষ্ঠায় গদাধর-বংশের একদেশ প্রদত্ত হইল।

ভট্টপল্লীর শুনকগোত্র।

শুনকগোত্রীয় হরিদেব তর্কবাগীশ কনোজাগত গদাধরের ৬ষ্ঠ পুরুষ রামবল্লভ ঠাকুরের কন্যাকে বিবাহ করিয়া বৃত্তি পাইয়া কোটালিপাড় হইতে ভাটপাড়ায় আসিয়া বাস করেন। ইনিই ভাটপাড়ার শুনকবংশীয়গণের আদিপুরুষ। রামপ্রসন্ন প্রভৃতিরও এই শুনকবংশীয়।

সাবর্ণগোত্র।

গদাধরের ৭ম পুরুষ অপুত্রক রাধানাথ ঠাকুরের জামাতা সাবর্ণগোত্রীয় রাধাকান্ত বাচস্পতি সামন্তসার হইতে আসিয়া শ্বশুরালয় ভট্টপল্লীতে বাস করেন; তদনন্তর তাঁহার বংশধরেরা মাতামহের স্বত্বাধিকারী হইয়া অদ্যাপি তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। বর্ত্তমান তিনকড়ি, রামচন্দ্র, রামানুজ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁহার বংশধর। তাঁহার প্রপৌত্র রামচরণ তর্কসিদ্ধান্ত হইতেই ভূসম্পত্তি বৃদ্ধি পায়। আনন্দরাম প্রভৃতি অপর সাবর্ণগোত্রীয়েরাও বগড়ী শ্যামপুর হইতে আসিয়া গদাধর ভট্টাচার্য্যের ৮ম পুরুষ ভোলানাথ ঠাকুরের দৌহিত্র-সম্পর্কে এখানে বাস করিতেছেন।

গৌতমগোত্র।

ভট্টপল্লীনিবাসী প্রথম গৌতমগোত্রের উজ্জ্বলবংশধর বর্ত্তমান পঞ্চানন তর্করত্নের আদিপুরুষ রামকানাই বাচস্পতি ধূলীপুর হইতে কিছুদিন কাকনাড়ায় আসিয়া বাস করেন। বশিষ্ঠ গদাধরের অষ্টম পুরুষ রামকান্ত সার্ব্বভৌম তাঁহাকে এক কন্যা সম্প্রদান করিয়া ধূলিপুর হইতে আনাইয়া ভাটপাড়ায় বাস করাইয়াছেন। ইহাঁদের ধারায় বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রামসুন্দর তর্কবাগীশ গৌতমগোত্রীয় দ্বিতীয় জয়রাম ভট্টাচার্য্যকে আর একটী কন্যা সম্প্রদান করিয়া তদীয় বাসস্থান চন্দনপুষ্করিণী হইতে ভাটপাড়ায় আনাইয়া স্থাপন করেন। বর্ত্তমান অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জয়রামের বংশধর। রামচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত গদাধর ঠাকুরের ৮ম পুরুষ রামশঙ্কর তর্কবাগীশ ঠাকুরের দৌহিত্র, ইনি বসিরহাটের সন্নিহিত দণ্ডীরহাট হইতে ভাটপাড়ায়

[১৭৯ পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী অংশ।

ভট্টপল্লীর
গদাধর ভট্টাচার্য্য
জনার্দ্দন বাচস্পতি
নারায়ণ ঠাকুর (তান্ত্রিক)
রামনাথ ঠাকুর ঐ
চন্দ্রশেখর ঠাকুর ঐ
রামবল্লভ ঠাকুর তান্ত্রিক
বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন
বাণেশ্বর বিদ্যাপঞ্চানন
রামদুলাল তর্কবাগীশ
রামকান্ত সার্ব্বভৌম (কবি)
রামজয় সিদ্ধান্ত
রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ
পদ্মলোচন ন্যায়বাচস্পতি
কৃষ্ণমোহন শিরোমণি
কৃষ্ণকিঙ্কর তর্কভূষণ
রামকুমার বাচস্পতি
রামগোবিন্দ শিরোমণি
রামচরণ বিদ্যাবাগীশ
রামসুন্দর তর্করত্ন
শ্রীনাথ শিরোমণি
বিশ্বনাথ বিদ্যাপঞ্চানন
রামকেশব তর্করত্ন
হলধর তর্কচূড়ামণি (নৈয়ায়িক)
পীতাম্বর ন্যায়রত্ন শাব্দিক
রামজীবন শিরোমণি নৈয়ায়িক
রামজীবন বিদ্যারত্ন
রামদেব বিদ্যারত্ন
রামকেশব তর্করত্ন
কালীনাথ বিদ্যাবাগীশ
রামগোপাল বিদ্যারত্ন তান্ত্রিক
মধুসূদন শিরোমণি
যজ্ঞপতি বিদ্যারত্ন (নৈয়ায়িক)
রামানুজ
পঞ্চানন
শম্ভুচন্দ্র বিদ্যাসাগর
রামময় স্মৃতিতীর্থ
উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন
বীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ
রামকৃষ্ণ ন্যায়তর্কতীর্থ
সিরীশচন্দ্র সিদ্ধান্ত
কৈলাসচন্দ্র বিদ্যারত্ন (তান্ত্রিক, পৌরাণিক ও মীমাংসক)
নবকুমার শিরোমণি
কালাচাঁদ বিদ্যাভূষণ
দিগম্বর তর্কসিদ্ধান্ত
শশিশেখর তর্করত্ন
নন্দলাল ন্যায়রত্ন
সত্যব্রত তর্করত্ন
কাশীনাথ কাব্যতীর্থ
জগন্নাথ বিদ্যার্ণব
কমলকৃষ্ণ স্মৃতিভূষণ

* পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষের নাম দ্রষ্টব্য।

* পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষের নাম দ্রষ্টব্য।
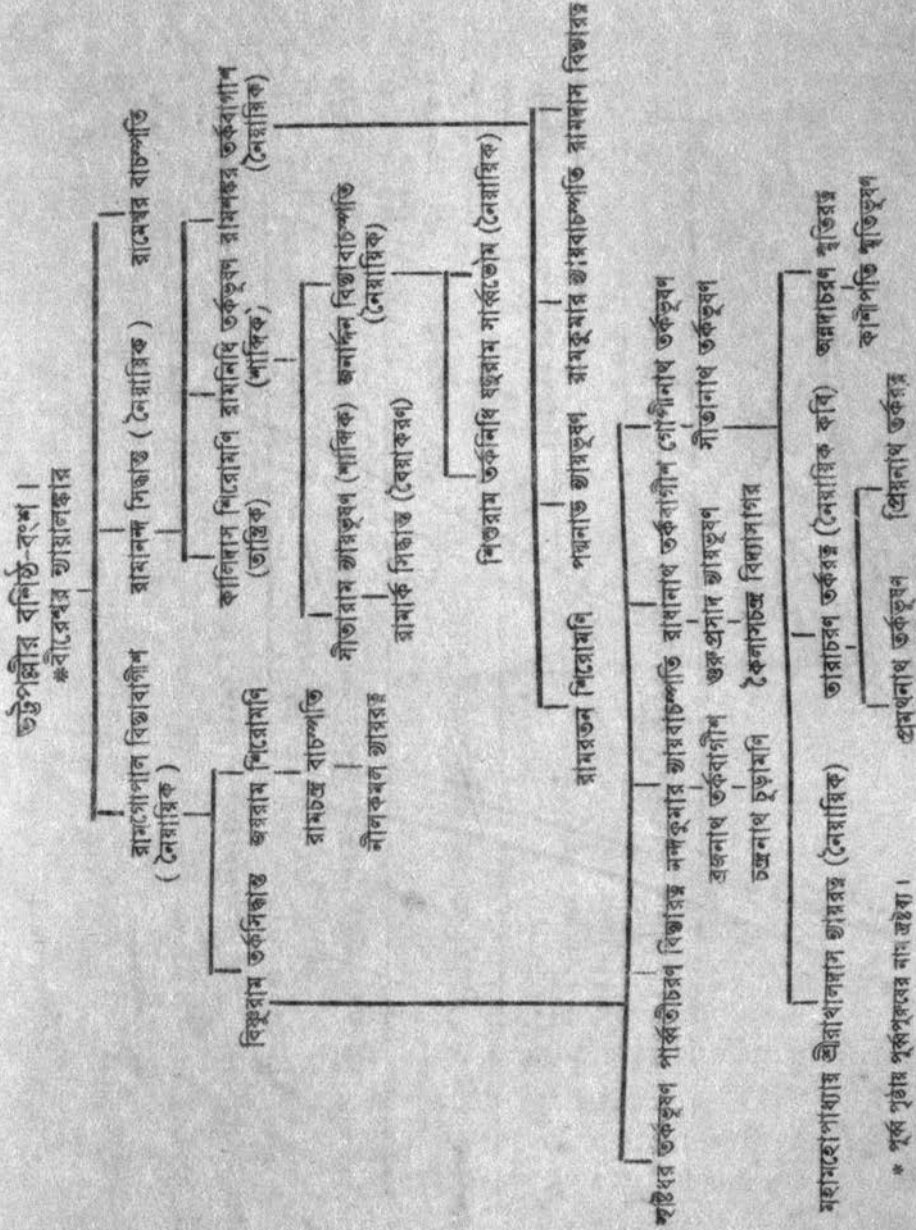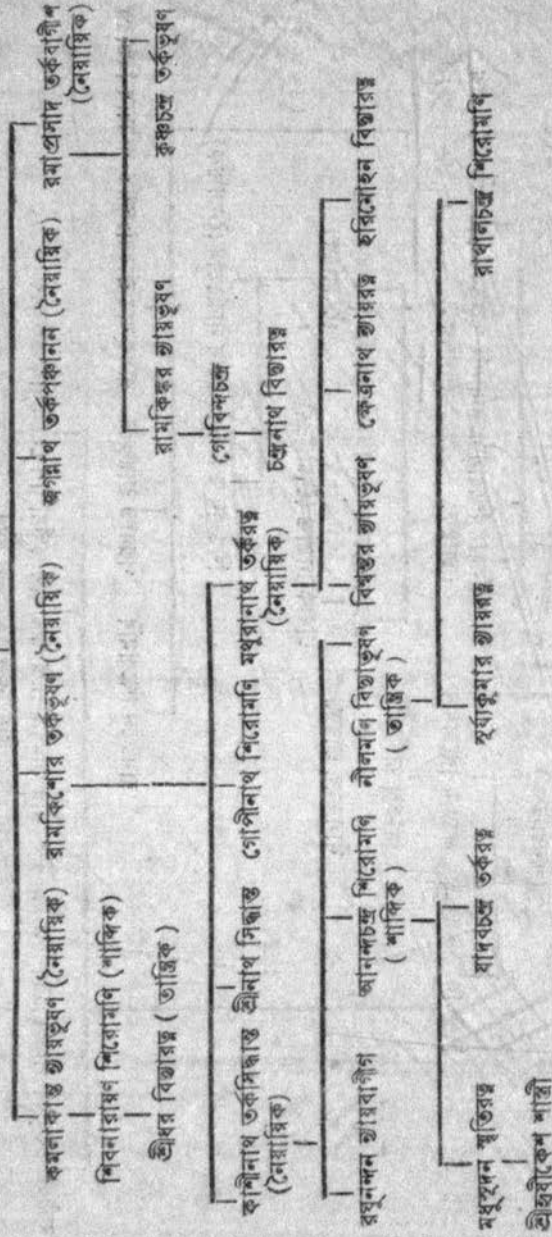
আসিয়া মাতামহালয়ে বাস করেন। ইনি একজন অদ্বিতীয় পুরাণপাঠক, সঙ্গীতশাস্ত্রে ও ইহাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল; এক সময় ইটালীর ৺দেবনারায়ণ দে মহাশয়ের বাটীতে দ্বাদশ-গ্রন্থ পুরাণ পাঠ হয়; তাহাতে ইনিই পাঠনাকার্য্যে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রাপ্ত হন। পুত্রাদিগত বংশ নাই, তবে পূর্ব্বোক্ত ঠাকুরবংশীয় নন্দলাল ন্যায়রত্ন প্রভৃতি দৌহিত্রগণই তাঁহার নাম বজায় রাখিয়াছেন। তাঁহার পুত্র রামপ্রাণ শিরোমণিও সর্ব্বাংশে পিতার যোগ্যপুত্র হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সন্তান পাইয়াও বঞ্চিত হন। জয়রাম ন্যায়ভূষণও চন্দনপুষ্করিণী হইতে আসিয়া এখানে বাস করেন। বর্ত্তমানকালে তাঁহার দৌহিত্র সূর্য্যকুমার ন্যায়রত্ন প্রভৃতি তাঁহার উত্তরাধিকারী।

গৌতম কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন গদাধর ঠাকুরের অষ্টম পুত্র অধস্তন রামনিধির পুত্র সীতারামের দৌহিত্রসূত্রে দণ্ডীরহাট হইতে আসিয়া বাস করেন, এক্ষণে তাহার পুত্র-পৌত্রেরা বর্ত্তমান।

তৎপরে গৌতমগোত্রীয় শশধর ভট্টাচার্য্য ও রামোত্তম শিরোমণি দণ্ডীরহাট হইতে এবং গৌতম মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য রামনগর হইতে আসিয়াছেন।

মৌদ্‌গল্যগোত্র।

গদাধরের ৭ম পুরুষ বাণেশ্বর-ঠাকুরের জামাতা মৌদ্গল্যগোত্রীয় রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিষ্ণুপুর হইতে ভাটপাড়ায় আনীত হন। যজ্ঞেশ্বর ন্যায়রত্ন প্রভৃতি তাঁহার বর্ত্তমান বংশধর। গদাধরের ৯ম পুরুষ সৃষ্টিধর ঠাকুরও বিষ্ণুপুর হইতে মৌদ্গল্যগোত্রীয় শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্যকে ভাটপাড়ায় আনিয়া জামাতৃত্বে বরণ করিয়া বাসস্থান প্রদান করেন। ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি তদীয় পুত্রগণ এখন বর্ত্তমান।

শাণ্ডিল্যগোত্র।

বর্ত্তমান গণপতি বিদ্যানিধি প্রভৃতির পিতামহ শাণ্ডিল্যগোত্রীয় রামকুমার ন্যায়বাগীশ গদাধরের অধস্তন ৯ম পুরুষ ভবানীচরণ ঠাকুরের কন্যা বিবাহ করিয়া তাজপুর হইতে আসিয়া এখানে অবস্থান করেন, পরে তাঁহার পুত্রগণ অপুত্রক মাতামহের বাস্তবিষয়াদি পাইয়া তথায় বাস করেন। "বাগানে বাটী" বলিয়া ইহাঁদের খ্যাতি।

ঘৃতকৌশিকগোত্র।

পরমানন্দ-কাটীর ঘৃতকৌশিক শিবকান্ত তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি গদাধর ঠাকুরের ৯ম পুরুষ অপুত্রক কৃষ্ণচরণ শিরোমণির দৌহিত্র। তাঁহারা ভাটপাড়ায় আসিয়া অবস্থিতি করেন। ইহাঁদের বর্ত্তমান বংশধর রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি। গিরীশ তপস্বী ও প্রসন্ন তপস্বী যথাক্রমে গদাধর ঠাকুরের ৯ম পুরুষ মধুসূদন ও ১০ম পুরুষ রামপ্রাণ ঠাকুরের দৌহিত্র। ইহাঁরা উভয়েই ঘৃতকৌশিক গোত্র এবং একবোড়াল হইতেই ভাটপাড়ায় আসিয়া বাস করেন।

বাৎস্য গোত্র রসিকরাম ভট্টাচার্য্য গদাধর ঠাকুরের নবম দেবনাথ শিরোমণির জামাতৃসূত্রে আসিয়া অপুত্রক শ্বশুরের বিভব ভোগ করিতেছেন।

ঘৃতকৌশিক গোত্রীয় ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য্য, রাজপুর হইতে ও গার্গগোত্রীয় শ্রীহর্ষ ভট্টাচার্য্য গামিন্দা হইতে ভাটপাড়ায় স্বজন সম্পর্কমাত্র অবলম্বন না করিয়া স্বয়ংই আসিয়া বাস করেন। ইহাঁদের আগমন কাল ৩০ বৎসরের উর্দ্ধ হইবে না।

ভাটপাড়ার সংশ্লিষ্ট বৈদিক।

ভাটপাড়া সমাজের উক্ত বিবরণ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে,কোটালিপাড়,সামন্তসার, বগড়ী, তাজপুর, বিষ্ণুপুর, ধুলিপুর, দণ্ডীর হাট প্রভৃতি স্থানের বৈদিক লইয়া ভাটপাড়া সমাজের সৃষ্টি। বগড়ীর ঋগ্বেদী মৌদ্‌গল্য গোত্রীয়গণ বলেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ মুরারি ভট্ট বশিষ্ঠ গদাধরের সহিতই কান্যকুব্জ হইতে পুরুষোত্তম-দর্শনে আগমন করেন। তথা হইতে প্রত্যা-গমনকালে উভয়ে বগড়ীতে কিছুদিন থাকেন। মুরারি বগড়ীতেই বাস করিলেন। গদাধর পুত্রদ্বয়ের সহিত ধুলিয়াপুর অভিমুখে প্রস্থান করেন। আবার বগড়ীতে ঋগ্বেদী ভরদ্বাজগণ বলেন যে গদাধর ও মুরারি ভট্টের আগমনের পূর্ব্বে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ উপেন্দ্র ভট্ট বগড়ীতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। পর পৃষ্ঠায় এই ঋগ্বেদী ভরদ্বাজ ও মৌদ্‌গল্য বংশের একদেশ প্রদত্ত হইল।

নবদ্বীপের বৈদিক সমাজ।

সেনরাজগণের সময় হইতে নবদ্বীপে পাশ্চাত্য বৈদিকের বাস আরম্ভ। এখানে সেন-রাজধানী থাকায় বৈদিকাগমনের প্রয়োজন হইয়াছিল। পাশ্চাত্য-বৈদিক কুলগ্রন্থেও নবদ্বীপ চতুর্দ্দশ বৈদিক সমাজের একতম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চতুর্দ্দশ বৈদিক সমাজের সহিতই ইহাঁর সম্বন্ধ ছিল। মুসলমান কর্ত্তৃক নবদ্বীপ আক্রমণ ও সেনরাজের অধঃপতনের সহিত এখানকার বৈদিকসমাজও অবসন্ন হইয়া পড়ে। অনেকেই নবদ্বীপ ছাড়িয়া পূর্ব্ব-বঙ্গ আশ্রয় করিয়াছিলেন। এখনও পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহাদের বংশধরগণ বাস করিতেছেন।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের শেষ ভাগে, নবদ্বীপে বিদ্যাচর্চ্চা ও গঙ্গাবাস উপলক্ষে নানাগোত্রীয় বৈদিকগণ আসিয়া নবদ্বীপে বাস করিতে থাকেন। এই সময় শ্রীহট্টের সহিত নবদ্বীপের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এখানে অনেক দাক্ষিণাত্য বৈদিক ও পাশ্চাত্য বৈদিক এক হইয়া পড়েন। এই কারণেই চৈতন্য মহাপ্রভুকে দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ দাক্ষিণাত্য বৈদিক এবং পাশ্চাত্য বৈদিকগণ পাশ্চাত্য বৈদিক বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ঈশ্বর বৈদিকের 'বৈদিক-কুলপঞ্জিকা' মতে, নবদ্বীপ সামবেদী ভরদ্বাজের সমাজ, কিন্তু এখন আর নবদ্বীপে বৈদিক ভরদ্বাজের প্রভাব নাই। এখন নবদ্বীপ ও পূর্ব্বস্থলীতে কাশ্যপ, অগ্নিবেশ্য, গৌতম, কাথায়ন, উতথ্য প্রভৃতি গোত্র দৃষ্ট হয়।
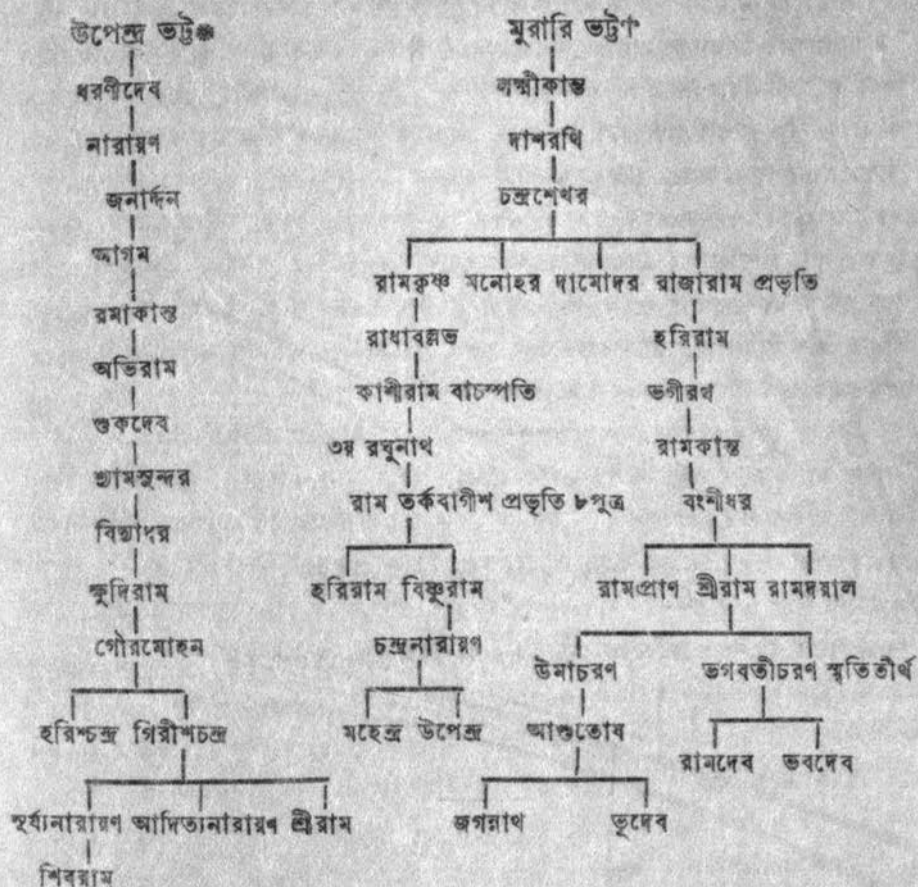
* ইঁহার বংশধরগণ বগড়ী (বকদ্বীপ) ও বিষ্ণুপুরে বাস করিতেছেন।

† ইঁহার বংশধরগণ বগড়ী ও বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।

মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর অসৎপ্রতিগ্রহ ও দূরত্বাদি অপরাপর নানাকারণে কোটালিপাড় ও সামন্তসার প্রভৃতি প্রধান সমাজ হইতে এই সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তৎকালে নবদ্বীপ সমাজ নিতান্ত সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি এখানকার বৈদিকগণ স্ব-সমাজ মধ্যেই আদান প্রদান করিতে থাকেন। কিন্তু অল্প দিন হইল পাত্রাভাব ঘটায় ভিন্ন সমাজের বৈদিকের সহিত পুনরায় আদান প্রদান চলিতেছে। সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কারের বংশ এখনও নবদ্বীপে বিদ্যমান। কোটালিপাড় হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে মাণিক্যহার গ্রাম অবস্থিত। এখানে কএক ঘর কাশ্যপ ও কৃষ্ণাত্রেয়ের বাস আছে। মাণিক্যহারের কাশ্যপগণ বলিয়া থাকেন যে জগদীশ তর্কালঙ্কার এই মাণিক্য-হারে কাশ্যপবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মতে তিনি নবদ্বীপে ন্যায় পড়িতে আসেন এবং এখানেই পরিশেষে টোল করিয়া অধ্যাপনার জন্য থাকিয়া যান। তাঁহার বংশীয়গণ সকলেই চৈতন্য-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া "গোস্বামী" উপাধি লাভ করিয়াছেন। জগদীশ তর্কা-লঙ্কার ও তাঁহার ভ্রাতৃবংশে অধস্তন ৮।৯ পুরুষ হইতেছে। এখানকার উতথ্য, অগ্নিবেশ্য, গৌতম প্রভৃতি বংশেও ১১।১২ পুরুষের অধিক দৃষ্ট হয় না।

উতথ্য গোত্রজগণ মথুরানাথ চক্রবর্ত্তীর সন্তান ও অগ্নিবেশ্যগণ মিথিলা হইতে নবদ্বীপে আগত ভারতাচার্য্য অর্জ্জুনমিশ্রের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। পূর্ব্বস্থলীতে উতথ্য ও অগ্নিবেশ্যের প্রধানতঃ বাস। বঙ্গের গৌরব মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন পূর্ব্ব-স্থলীর অগ্নিবেশ্য গোত্রে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি শকুন্তলা, রত্নাবলী প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকের টীকা ও কএকখানি সংস্কৃত শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। অপর পৃষ্ঠায় উতথ্য ও অগ্নিবেশ্য গোত্রের বংশাবলির একদেশ প্রদত্ত হইল।*

---

*অপরাপর গোত্রের বংশাবলী সংগৃহীত না হওয়ায় এবং এই সমাজের কুলগ্রন্থ না থাকায় অপরাপর বংশাবলী ও সবিশেষ কুলবিবরণ লিখিত হইল না

ভট্টপল্লীর বশিষ্ঠ।

* ১৭৬ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশাবলী দ্রষ্টব্য। † ইহাঁরই বিখ্যাত পৌত্র রামতারণ শিরোমণি। ‡ ইহাঁর এক পৌত্র শম্ভুচন্দ্র বিদ্যাপঞ্চানন, অপর পৌত্র কৃষ্ণহরি শিরোমণি।

ভট্টপল্লীর গৌতম বংশ* ।

গৌতমবংশীয়গণ বলিয়া থাকেন যে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কান্যকুব্জে মুসলমান অধিকার অবলোকন করিয়া নিষ্ঠাবান্ কতিপয় বৈদিক ব্রাহ্মণ হিন্দুশাসিত দ্রাবিড় রাজ্যে গিয়া আশ্রয় লাভ করেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে দ্রাবিড়দেশেও মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইলে স্বধর্ম্মরক্ষা ও শান্তিলাভের আশায় নানা দেশ অতিক্রম করিয়া খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে রাঢ়দেশে বগড়ী পরগণায় উপস্থিত হইলেন। তখন বগড়ী হিন্দুরাজার অধীন ও চারিদিকে অরণ্যপরিবেষ্টিত, নামমাত্র মুসলমান অধিকারভুক্ত হইলেও উপদ্রবশূন্য। গৌতমগোত্রীয় হরিহর-পুত্র মহীপতি অপর নাম শঙ্খ ভট্ট, মৌদ্গল্য গোত্রসম্ভূত মুরারি ও ভরদ্বাজগোত্র-সম্ভূত উপেন্দ্রভট্ট প্রভৃতি কএকজন মহাপুরুষ আসিয়া এখানে বাস করেন। কিছুদিন পরে বশিষ্ঠগোত্র গদাধর শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দর্শন করিয়া সস্ত্রীক অরণ্যপথে বগড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎপূর্ব্বাগত গৌতমাদির সহিত তাঁহার আত্মীয়তা স্থাপিত হইল। †

গৌতম মহীপতি (শঙ্খভট্ট) রাজপ্রতিগ্রহে অসম্মত হইলে, বগড়ীর রাজা নামমাত্র করে তাঁহাকে একাধিক গ্রাম দান করেন। তাঁহার পুত্র গণপতি ভট্ট বেদান্ত, জ্যোতিষ ও স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে অসাধারণ পণ্ডিত, পরম বৈষ্ণব ও কিঞ্চিদধিক চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। ‡

গণপতির তিন পুত্র—অল্লাল, মিহির ও গোবিন্দানন্দ। এই তিনজনের মধ্যে অল্লাল ভট্ট সিদ্ধপুরুষ, মিহির একজন অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ ও ভূরিশ্রেষ্ঠিরাজের সভাপণ্ডিত, এবং গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কণাচার্য্য একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত। অল্লাল নিজ জামাতা

* পূর্ব্বলিখিত ভট্টপল্লী-সমাজের বিবরণ মুদ্রিত হইবার পর পূজ্যপাদ পঞ্চানন তর্করত্নমহাশয় এই অংশ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, একারণ স্বতন্ত্র পত্রাঙ্ক দিয়া মুদ্রিত করিতে হইল।

† ৩য় অংশ ১৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ তাঁহার রচিত 'জ্যোতিষ্মতী' নাম্নী বিবৃতি গ্রন্থের শেষেও এইরূপ গ্রন্থরচনাকাল-বর্ণিত আছে—

"বিবাহপ্রভৃতি (৪৬১৪) সম্মিতে কলিযুগসমাব্দে প্রসিদ্ধাহ্বয়ো-
ভট্টঃ খ্যাতগুণোৎকরো গণপতির্জ্জ্যোতির্বিদামগ্রণীঃ।
লক্ষীনন্দিপুরন্দরাত্মজ-পদদ্বন্দ্বারবিন্দার্পিত-
স্বান্তঃ সন্ততমিন্দিরা পরিগতো জ্যোতিষ্মতীমাতনোৎ ॥"

এক্ষণে ৫০০৫ কল্যব্দ। ৪৬১৪ কল্যব্দ হইলে ৩৯১ বর্ষ পূর্ব্বে জ্যোতিষ্মতীর রচনাকাল হইতেছে।

বশিষ্ঠ নারায়ণ ঠাকুরকে মৃত্যুকালে সিদ্ধমন্ত্র দিয়া যান, সেই মন্ত্রে নারায়ণ সিদ্ধিলাভ করিয়া বিখ্যাত হন। এই নারায়ণই ভট্টপল্লীর প্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

অল্লাল-ভট্টবংশ।

অল্লালের পুত্র নারায়ণ, তৎপুত্র রমাকান্ত; রমাকান্তের তিন পুত্র ত্রিলোচন, জানকীবল্লভ ও রাজেন্দ্র। ত্রিলোচন ও জানকী দণ্ডীর-হাটের ভূস্বামী মিত্র চৌধুরীর নিকট দুই সহস্র বিঘা নিষ্কর ভূমি পাইয়া দণ্ডীরহাটে বাস স্থাপন করেন। তাঁহাদের বংশধরগণ অদ্যাবধি সেই ভূসম্পত্তি কিয়দংশ ভোগ করিতেছেন। কনিষ্ঠ রাজেন্দ্র পিতার অভিপ্রিয় ছিলেন। তিনি পিতার অভিপ্রায়ে প্রতিগ্রহ না করিয়া পৈতৃক শিষ্য লইয়া চন্দনপুষ্করিণীতেই বাস করিলেন। তাঁহার প্রতি পিতার আদেশ ছিল যে, তাঁহার বংশের কেহ যেন বশিষ্ঠগোত্রে কখন কন্যাদান না করেন। তদবধি চন্দন-পুষ্করিণীর গৌতম ঠাকুরেরা বশিষ্ঠগোত্র হইতে কন্যা লইয়া থাকেন, কিন্তু কখন কন্যা দান করেন না। রাজেন্দ্রের বংশধরগণ চন্দন-পুষ্করিণী ও ভট্টপল্লীতে এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ত্রিলোচন ও জানকী-বল্লভের বংশধরগণ দণ্ডীরহাট, নলকুঁড়া, ধলবলিয়া, ভট্টপল্লী প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।

ত্রিলোচন বংশ।

ত্রিলোচন জ্যেষ্ঠপুত্র কাশীশ্বর বিদ্যালঙ্কারকে পৈতৃক বাসস্থানে রাখিয়া মিত্র চৌধুরীদিগের অনুরোধে অপরাপর পুত্র ও পরিজনসহ দণ্ডীরহাটে গিয়া বাস করেন। পরে কাশীশ্বরও বৃদ্ধ বয়সে আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাদেব (গঙ্গাধর)-কে ধুলিয়াপুরে রাখিয়া দণ্ডীরহাটে আসিলেন। এই সময় গঙ্গাধরের দুই পুত্র পিতার নিকট রহিলেন ও অপর দুই পুত্র পিতামহের সঙ্গী হইলেন। গঙ্গাধরের প্রিয়পুত্র উমাকান্ত একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি রাজা রাঘবরাম রায়ের নিকট পাণ্ডিত্যের পুরস্কারস্বরূপ কাঁকিনাড়া গ্রামে ৮ বিঘা ভূমি গঙ্গাবাসের জন্য প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপত্নী সাবিত্রী দেবী পতির সহগমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার শিশু-পুত্রদ্বয়কে লইয়া কাঁকিনাড়ায় আসিয়া বসতি করিলেন। উমাকান্তের প্রিয় পুত্র রামকানাই ন্যায়বাচস্পতি নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। ইনি মেদিনীপুর জেলাস্থ সুজামুঠার রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের নিকট ১১৭৫ সালে বিস্তর নিষ্কর ভূমি দান পাইয়া ছিলেন। বশিষ্ঠ রামকান্ত সার্ব্বভৌমের অনুরোধে ভট্টপল্লীতে বাস করিতে বাধ্য হন। এখানে তিনি ১১৯৬ সালে যম ও চিত্র-গুপ্তের পূজা করিয়া সজ্ঞানে গঙ্গা লাভ করেন। তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী ৮ পুত্র ও ২ কন্যা রাখিয়া সহমৃতা হন। ন্যায় বাচস্পতির অনুজ বাঞ্ছারাম বিদ্যালঙ্কার ১১৮৯ সালে রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করেন। ন্যায়-বাচস্পতির জ্যেষ্ঠপুত্র আনন্দ চন্দ্র বিদ্যাপঞ্চানন একজন অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ও কবি ছিলেন। (জন্ম ১১৭৮, মৃত্যু কার্ত্তিকী পূর্ণিমা ১২০৯ সাল)। তিনি অনর্গল দীর্ঘ ছন্দোবন্ধে শ্লোক দ্বারা বিচার করিতে

পারিতেন। তিনি এক দিগ্বিজয়ী সন্ন্যাসী পণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করেন। তর্করত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, "আপন মাতামহ রামকান্ত সার্ব্বভৌমের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি "শ্রীরামলীলোদয়" নামে এক সংস্কৃত মহাকাব্য রচনা করেন*।"

ন্যায় বাচস্পতির ২য় পুত্র শিবচন্দ্র একজন নৈয়ায়িক ও কৌতুকপ্রিয় লোক ছিলেন। তৎপুত্র গণেশও ন্যায়শাস্ত্রের একজন অধ্যাপক হইয়াছিলেন। অল্পবয়সে বিদেশে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে সঙ্গীদিগকে বলিয়াছিলেন যে, ভট্টপল্লীতে আনিয়া যেন তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তদনুসারে তাঁহার গলিত কীটদষ্ট শবদেহ সপ্তাহান্তে ভট্টপল্লীতে আনীত হয়। তাঁহার সতী সাধ্বী সহধর্ম্মিণী ফরাসডাঙ্গার গবর্ণরের অনুরোধ ও বৃত্তিলাভ উপেক্ষা করিয়া প্রাণপতির সেই গলিত শবদেহ-ক্রোড়ে লইয়া সহমৃতা হন। সেই সহমরণই ভট্টপল্লীর শেষ সহমরণ। ন্যায় বাচস্পতির ষষ্ঠ পুত্র লম্বোদর তর্কবাগীশ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই একজন সুকবি ছিলেন। তাঁহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়া মহিষাদলরাজ তাঁহাকে বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দিয়াছিলেন। (জন্ম ১১৯২, মৃত্যু ১২৬১ সাল।) লম্বোদরের ৪র্থ পুত্র প্রহ্লাদচন্দ্র ও ৫ম পুত্র নন্দলাল বিদ্যারত্ন উভয়েই সুকবি ছিলেন। প্রহ্লাদচন্দ্র অল্পবয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। নন্দলাল 'স্তোত্র' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার মত মধুরভাষী ও সদাচারী সুপণ্ডিত ইদানীং বিরল। জন্ম ১২৩৮ সাল, গঙ্গালাভ ১২৮২, ১২ই অগ্রহায়ণ। এ সময় সহমরণ উঠিয়া গিয়াছে, আশ্চর্য্যের বিষয় পতির মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র তৎপত্নী শয্যাগত হইলেন এবং পর দিবসেই ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। এই সতী সাধ্বীর গর্ভে ভট্টপল্লীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নের জন্ম। তর্করত্ন মহাশয় নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গালা নানাগ্রন্থ রচনা করিয়া সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত হইয়াছেন।

ন্যায় বাচস্পতির ২য় পুত্র বাঞ্ছারাম বিদ্যালঙ্কারের প্রিয়পুত্র রামচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত একজন পৌরাণিক ও প্রসিদ্ধ কথক ছিলেন। প্রসিদ্ধ কথক রামধন তর্কবাগীশ তাঁহারই ছাত্র। তাঁহার পৌত্র রমানাথ শিরোমণিও নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন।

[অপর পৃষ্ঠায় ত্রিলোচনের বংশের একদেশ প্রদত্ত হইল।]

* কিন্তু রামলীলোদয়ের সমাপ্তিপুষ্পিকায় এই গ্রন্থখানি বশিষ্ঠ রামকান্তের রচনা বলিয়াই প্রকাশ। যথা—
"ধীরশ্রীযুতরামকান্তকৃতিনা স্বর্গাপবর্গার্থিনা, পাঠাভ্যাসবিচারসজ্জনমনোমোদং সমাকাঙ্ক্ষিণা।
শ্রীবাগেশ্বরনন্দনেন বিরচিতে শ্রীরামলীলোদয়ে কাব্যে বিংশতিরীস্থিতোঽতিরুচিরো রামাভিষেকাভিধঃ ॥"

গৌতমগোত্র

হরিহর
মহীপতি (বা শঙ্খভট্ট)
(বগড়ীতে বাস)
গণপতি ভট্ট
অন্নাল ভট্ট (ধুলিয়াপুরে বাস)
মিহির (ভুরসুটে বাস)
গোবিন্দানন্দ
নারায়ণ
রমাকান্ত
ত্রিলোচন (দণ্ডীরহাট)
জানকীবল্লভ (দণ্ডীরহাট)
রাজেন্দ্র (চন্দন-পুকরিণী)
কাশীশ্বর বিদ্যালঙ্কার
মহাদেব (বা গঙ্গাধর)
উমাকান্ত
বাসুদেব (১ম)
কবিকর্ণপুর
দেবকীনন্দন
মহাদেব
চিরঞ্জীব
প্রাণবল্লভ
বাসুদেব (২য়)
রামকানাই ন্যায়বাচস্পতি (ভট্টপল্লী)
বাঞ্ছারাম বিদ্যালঙ্কার
রামহরি
আনন্দচন্দ্র বিদ্যাপঞ্চানন
শিবচন্দ্র
হরচন্দ্র
রামগতি
লম্বোদর তর্কবাগীশ
রামচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত
রামতনু
হারাণচন্দ্র তর্কবাগীশ
মহেশচন্দ্র
গণেশ
কৃষ্ণধন
রমানাথ শিরোমণি
রামকৃষ্ণ
মধুসূদন
হারাণচন্দ্র
নন্দলাল বিদ্যারত্ন
শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন
রামপ্রসন্ন
চক্রপাণি
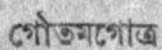
জানকীবল্লভের বংশ।

জানকীবল্লভের বংশে রামতর্কবাগীশ, রামকমল ন্যায়রত্ন, রামকৃষ্ণ ন্যায়বাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ দণ্ডীরহাট, ঘলঘলিয়া, নলকুড়া প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। এই বংশীয় জগদ্বন্ধু তর্করত্ন, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন, কৃষ্ণকুমার বিদ্যাবিনোদ, নিবারণচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি বর্ত্তমান।

রাজেন্দ্র-বংশ।

রাজেন্দ্র-বংশে বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্মিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে নব্যন্যায়ের টিপ্পনীকার কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, বৈদ্যনাথ বিদ্যারত্ন, শ্রীরাম ন্যায়বাগীশ, শ্যামসুন্দর বিদ্যালঙ্কার, কালীপ্রসন্ন শিরোমণি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

চন্দনপুষ্করিণীর গৌতমদিগের মধ্যে যদুনাথ বিদ্যারত্ন, ও তারাচরণ শিরোমণির নাম করা যাইতে পারে, ইঁহারা রাজেন্দ্র হইতে ৯ম পুরুষ অধস্তন। রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বৈদিক এই তিন শ্রেণির ব্রাহ্মণই চন্দন-পুষ্করিণীর গৌতম ঠাকুরদিগের মন্ত্রশিষ্য।

মিহিরবংশ।

প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ মিহিরের বংশে রামেশ্বর বিদ্যারত্ন, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, রাজারাম তর্কসিদ্ধান্ত, হরিরাম তর্কবাগীশ, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ (৺কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের প্রধান অনুবাদক) ও রামগোপাল বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিত জন্মিয়া ছিলেন। জীবিত পণ্ডিতগণের মধ্যে পঞ্চানন চূড়ামণি, শ্রীনাথ বেদান্তবাগীশ, ধর্ম্মদাস স্মৃতিরত্ন, ভূতনাথ স্মৃতিকণ্ঠ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

গোবিন্দানন্দের বংশ।

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কণাচার্য্যের বংশধরগণ বগড়ী প্রভৃতি স্থানে এখনও বাস করিতেছেন। এই বংশীয় কবিকর্ণপুর, রামগোপাল বিদ্যাবাগীশ, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রামকৃষ্ণ শিরোমণি, রামচরণ শিরোমণি, রামলোচন ন্যায়ভূষণ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এক্ষণে এই বংশে হারাণচন্দ্র তর্কবাগীশ ও রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বিদ্যমান।

অগ্নিবেশ্য গোত্র।

- অর্জুন মিশ্র* (নবদ্বীপ)
  - নয়নানন্দ মিশ্র
    - রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ
      - নারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার
        - হরিহর ভট্টাচার্য্য
          - শ্যাম সার্ব্বভৌম
    - জগদীশ পঞ্চানন
      - শিবদেব ভট্টাচার্য্য
        - জয়রাম সিদ্ধান্ত
          - রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার
            - রামদাস সিদ্ধান্ত পঞ্চানন
              - দেবীচরণ তর্কালঙ্কার
                - রঘুমণি ভট্টাচার্য্য
                  - কাশীনাথ তর্কসিদ্ধান্ত
                    - শ্রীনাথ শিরোমণি
          - রামকান্ত ন্যায়বাগীশ
            - কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ
              - রামকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার
                - হারাধন তর্কবাগীশ
                  - কালীকুমার বিদ্যারত্ন
                  - পূর্ণকুমার তর্কভূষণ
                  - দীননাথ কবিকিঙ্কর
            - শম্ভুচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার
        - শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার
          - গোপীনাথ
            - বৈদ্যনাথ তর্কবাগীশ
      - রামভদ্র ভট্টাচার্য্য
        - সুরহর
          - দুর্গাচরণ
            - শিবচন্দ্র (মহেশপুর)
              - নৃসিংহপ্রসাদ
                - বিশ্বেশ্বর
                  - রামকালী
                    - ব্রজেন্দ্রকুমার স্মৃতিতীর্থ (মহেশপুর)
      - হরিদেব তর্কবাগীশ
        - কাশীনাথ তর্কালঙ্কার
      - বিশ্বনাথ সার্ব্বভৌম
        - রঘুনাথ বিদ্যারত্ন
        - রামনাথ
          - রামনারায়ণ
            - রামকান্ত তর্কচূড়ামণি
            - অভয়াচরণ
              - কেশবচন্দ্র
                - শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি
                  - কৃপানাথ
                - মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন
                  - অমরনাথ
                  - সুরসন্তোষ (দত্তক)
          - জয়নারায়ণ
          - রামকান্ত ন্যায়ালঙ্কার
            - রামকৃষ্ণ বিদ্যাবাচস্পতি
              - রামচরণ ন্যায়রত্ন
                - শ্রীরাম শিরোমণি
                  - যদুনাথ বিদ্যারত্ন
                    - সতীনাথ স্মৃতিতীর্থ
            - রামকুমার
              - ঈশ্বরচন্দ্র তর্কালঙ্কার
                - চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য
                  - তারামোহন ভট্টাচার্য্য
                    - সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ
        - বৈদ্যনাথ
    - মথুরেশ ভট্টাচার্য্য
      - জয়রাম
        - নন্দরাম
          - গোবিন্দরাম
          - ষষ্ঠীদাস
            - রামকিঙ্কর
              - মন্ত্রকণ্ঠ
                - মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন
                  - পূর্ণচন্দ্র
                - যোগেন্দ্রনাথ সার্ব্ব শিরোমণি
                  - রাজেন্দ্রনাথ

* ইহার বংশীয়গণ নবদ্বীপ, পূর্ব্বস্থল ও মহেশপুরে বাস করিয়াছেন।

উতথ্যগোত্র।

নবদ্বীপ, পূর্ব্বস্থলী, ভট্টপল্লী, কৃষ্ণনগর, অগ্রদ্বীপ, মেহেরপুর, মহেশপুর, অম্বিকা-কাল্না, বড়িশা, কোন্নগর, ভালুকা, সোণাহী, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, ধূলীপুর, বগড়ী প্রভৃতি স্থানের পাশ্চাত্য বৈদিকগণ সমভাবাপন্ন।

শ্রীহট্টে পাশ্চাত্য বৈদিক সমাজ।

"বৈদিক-সংবাদিনী"-নামা কুলগ্রন্থ হইতে জানা যায়, ত্রিপুরার রাজাসনে আদি-ধর্ম্মপা নামক এক নৃপতি অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার রাজপ্রাসাদোপরি একটী অশুভপক্ষী উপবেশন করিয়াছিল, ইহা অমঙ্গলকর জ্ঞান করিয়া তাহার শান্তির জন্য তিনি মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করেন। তখন শ্রীহট্টে বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন না। বৈদিক ব্রাহ্মণই অমঙ্গল দূর করিতে সমর্থ জানিয়া তাঁহার মন্ত্রিগণ উপদেশ দিলেন যে, মিথিলা হইতে চতুর্দ্দশ গুণোপেত ক্রিয়াবান্ বেদবিৎ পঞ্চগোত্রীয় পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা শাকুনিক' ও 'অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞ' সম্পন্ন করিলে আপনার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হইবে। ব্রাহ্মণদিগের নিকট এইরূপ উপদেশ পাইয়া মহারাজ আদিধর্ম্মপা অতি বিনীত-ভাবে মিথিলাধিপতির নিকট পাঁচজন বৈদিককর্ম্মতৎপর ব্রাহ্মণের জন্য অনুরোধপত্র প্রেরণ করিলেন।

আদি ধর্ম্মপা

মিথিলাদেশে তখন বলভদ্র নামক নৃপতি বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি ত্রিপুরাধিপতির সবিনয় প্রার্থনাপত্র প্রাপ্তে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বৎসগোত্রীয় শ্রীনন্দ, বাৎস্যগোত্রীয় আনন্দ, ভরদ্বাজ গোত্রীয় গোবিন্দ, কৃষ্ণাত্রেয়গোত্রীয় শ্রীপতি ও পরাশরগোত্রীয় পুরুষোত্তম এই পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ত্রিপুরায় গমন করিতে আদেশ করেন। নৃপাদেশ শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণগণ সদাচারবহির্ভূত দেশ বলিয়া তথায় যাত্রা করিতে প্রথমে ইতস্ততঃ করেন; পরে লোকতঃ এবং শাস্ত্রতঃ* অনুসন্ধান করিয়া যখন জানিলেন যে, সেই দেশ নীলপর্ব্বতের সিদ্ধক্ষেত্র কামরূপ-সীমান্তর্বর্ত্তী এবং তথাকার রাজা চন্দ্রবংশসম্ভূত ও বিবিধ গুণশালী; তখন তাঁহারা তথায় গমন করিতে সম্মত হইলেন এবং শুভদিন শুভলগ্নে দেশ হইতে যাত্রা করিয়া যথাসময়ে ত্রিপুরা-রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া যথারীতি যজ্ঞ সমাপন করিলেন। শ্রীহট্টের অন্তর্গত ভানুগাছ পরগণার অধীন মঙ্গলপুর গ্রামে সেই প্রাচীনতম যজ্ঞকুণ্ডের চিহ্ন এখনও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

মিথিলাগত বৈদিকগণের নাম

যজ্ঞসমাপনান্তে ব্রাহ্মণগণ স্বদেশগমনোন্মুখ হইলে আদিধর্ম্মপা কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন যে, আপনারা স্থায়িরূপে এই স্থানে বসতি করিলে আমি নিতান্ত কৃতার্থ হইব।

* কামাখ্যা-তন্ত্রে আছে,—

"করতোয়াং সমারভ্য যাবদ্দিকরবাসিনীং। উত্তরে বটবী নাম্নী দক্ষিণে চন্দ্রশেখরঃ॥
তন্মধ্যে যোনিপীঠঞ্চ নীলপর্ব্বতবেষ্টিতম্। শতযোজনবিস্তীর্ণং কামরূপং মহেশ্বরি॥
সপ্তখণ্ডঞ্চ তন্মধ্যে তত্রৈব সপ্তপর্ব্বতাঃ। বিন্দুঃ সিদ্ধশ্চ চন্দ্রঃ কচ্ছসিদ্ধশ্চ স্বস্বকঃ??॥
ত্রিপুরা কৌশিকা চৈব জয়ন্তী মণিচন্দ্রিকা। কাছাড়ী মাগধী দেবী অম্বানী সপ্তপর্ব্বতে॥"

৫১ ত্রৈপুরাব্দে ব্রহ্মত্র-দান

রাজার বিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণগণ এদেশে চিরবাস করিতে সম্মত হইলেন; তখন ত্রিপুরাধিপতি অতিশয় আনন্দিত হইয়া ৫১ ত্রৈপুরাব্দে (৬৪১ খৃঃ অব্দে)* তাঁহাদিগকে নিজ রাজ্যে ব্রহ্মত্র দান করিলেন। যে স্থান প্রদত্ত হইল, তাহা পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে বিভক্ত হওয়ায় "পঞ্চখণ্ড" নামে পরিচিত হইল।

উক্ত শ্রীনন্দাদি ব্রাহ্মণপঞ্চক এক বৎসর কাল পঞ্চখণ্ডে অবস্থিতি করিয়া স্বদেশে গমন করেন এবং তথা হইতে স্ত্রীপুত্রাদি ও আত্মীয় কুটুম্বগণসহ পুনর্ব্বার শ্রীহট্টস্থ নিজ নিজ অধিকৃত স্থানে আগমন করেন। শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ডে অসুবিধা ঘটে বলিয়া তাঁহারা স্বদেশবাসী কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদ্গল্য, স্বর্ণকৌশিক ও গৌতম এই পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণকে পরে আনয়ন করেন। কিন্তু নবাগত পঞ্চগোত্র অভিমানে পূর্ব্বাগত পঞ্চগোত্রীয়দিগের

মিথিলাগত পরবর্ত্তী পঞ্চগোত্র।

দান প্রাপ্ত ভূমিতে বাস বা রাজার নিকট পৃথক্‌ভাবে বাসভূমি গ্রহণ না করিয়া স্বয়ং ত্রিপুরারাজের প্রজাস্বরূপ উক্ত পঞ্চখণ্ডের অব্যবহিত পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী স্বতন্ত্র স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকলেরই ক্রিয়াকলাপ মৈথিল কুলাচার ও প্রাচীন প্রথানুসারে নির্ব্বাহ হইত এবং অদ্যাপি হইতেছে। বঙ্গের অন্যান্য স্থানের ন্যায় শ্রীহট্টে রঘুনন্দনের স্মৃত্যুক্ত ব্যবস্থা তেমন প্রচলিত নাই; কারণ এখানে মৈথিল বিপ্রগণেরই সম্যক্ প্রাধান্য।

শ্রীহট্টে উক্ত দশগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের এইরূপ স্থায়িভাবে অবস্থিতির প্রায় ছয়শত বৎসর পরে বাৎস্যগোত্রীয় পূর্ব্বোক্ত আনন্দের বংশে নিধিপতি নামে এক ব্যক্তি অতিপ্রসিদ্ধ হন। ইনি শ্রীহট্টে ইটা নামে এক নগর প্রতিষ্ঠা করেন, ইঁহার সপ্তম পুরুষে ভতরাজ নামক এক ব্যক্তি দিল্লীশ্বর হইতে 'খান' উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহার পুত্রের নাম ভানুনারায়ণ।

রাজা ভানুনারায়ণ।

ভানু 'রাজা' উপাধি লাভ করেন, তাঁহার নামানুসারে রাজ্যের নাম "ভানুগাছ" হয় (অধুনা উক্ত নামীয় পরগণা রহিয়াছে)। ভানুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাজা সুবিদ্ (বা সুবুদ্ধি) নারায়ণ। যখন দিল্লীর সিংহাসন লইয়া হুমায়ুন ও শেরসাহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল, তখন শ্রীহট্টে ইটার সুবিদ-নারায়ণ স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন।

এই সুবিদ্‌নারায়ণ নৃপতি এতদ্দেশে 'সমাজপতি'-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বৈদিক-নির্ণয়গ্রন্থ হইতে জানা যায়, শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ে তিনিই সমাজবন্ধন করেন, বল্লালী কৌলীন্যপ্রথা

* দান-পত্রের প্রতিলিপি যথা,—

"ত্রিপুরা পর্ব্বতাধীশঃ শ্রীশ্রীযুক্তাদি ধর্ম্মপাঃ। সমাজং দত্তপত্রঞ্চ মৈথিলেষু তপস্বিষু॥
বৎস-বাৎস্য-ভরদ্বাজ-কৃষ্ণাত্রেয়-পরাশরাঃ। শ্রীনন্দানন্দগোবিন্দ-শ্রীপতি-পুরুষোত্তমাঃ॥
প্রতীচ্যামুত্তরস্যাঞ্চ বক্রগা ক্রোশিয়া নদী। দক্ষিণস্যাঞ্চ পূর্ব্বস্যাং হাম্বনাকোকিকাপুরী॥
এতন্মধ্যাৎ দশসা যা টৈঙ্গরি-তুকিকর্ষিতা। প্রাগ্‌দত্তা তদ্ভূমির্দত্তা তেষু পঞ্চতপস্বিষু॥
মকরস্থে রবৌ শুক্লে পক্ষে পঞ্চদশীদিনে। ত্রিপুরা চন্দ্রবাণাব্দে প্রদত্তা দত্তপত্রিকা॥"

তথায় প্রচলিত নাই; পরবর্ত্তিকালে কয়েকঘর রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ আগমন * করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীহট্ট বৈদিকপ্রধান দেশ বলিয়া তথায় "সাম্প্রদায়িক" ব্রাহ্মণগণেরই প্রাধান্য ও সম্মান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এখানকার ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেণী বা গাঞি ইত্যাদি ভেদ নাই। এখানে শ্রেণীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে, "সাম্প্রদায়িক" বলিয়া উত্তর করা হয়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত দশগোত্রীয় ব্রাহ্মণকেই বুঝাইয়া থাকে।

সমাজপতি সুবিদ্ নারায়ণ

রাজা সুবিদ্‌নারায়ণ রাজনগর নামক স্থানে স্বীয় রাজধানী স্থাপন এবং পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী বাড়ুয়া পাহাড়ে দুর্গ প্রস্তুত করিয়া তথায় অস্ত্র শস্ত্র ও সৈন্যাদি রক্ষণ দ্বারা রাজ্য দৃঢ় করেন। † বৈদিকনির্ণয়গ্রন্থে লিখিত আছে, ইনি ধর্ম্মপরায়ণ, শিষ্টপালক ও দুষ্টমর্দ্দক রাজা ছিলেন,—

"জাতঃ সুবুদ্ধিঃ শুদ্ধশ্চ রাজা পরমধার্ম্মিকঃ। দুষ্টানাং দমকশ্চৈব শিষ্টানাং পরিপালকঃ॥"

রাজা সুবিদ্‌নারায়ণের চারিটি পুত্র ও তিনটি কন্যা ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ-কন্যা খঞ্জ ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল রত্নাবতী। রাজা কাত্যায়নগোত্রীয় গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর পুত্র রঘুপতিকে কৌশলে বশীভূত করিয়া তাঁহার সহিত রত্নাবতীর বিবাহ দিয়াছিলেন।

উক্ত বিবাহে "কৌশলে বশীভূত করিয়া" লেখার তাৎপর্য্য এই যে—রাজার নিকট দানগ্রহণের পর হইতে কাত্যায়নাদি পঞ্চ গোত্রীয়গণ বৎস প্রভৃতি পঞ্চগোত্রীয়দিগকে প্রতিগ্রাহী বলিয়া ঘৃণিত মনে করিয়া তাঁহাদের সহিত আদানপ্রদান রহিত করেন। পরন্তু সাধারণের নিকটও সাম্প্রদায়িকগণের মধ্যে শেষোক্ত পঞ্চগোত্রীয়গণই অপেক্ষাকৃত সম্মানিত। এই কারণেই সুবিদ্ নৃপতির কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও তিনি যে বিশেষ কোন ফল পাইয়াছিলেন, মনে হয় না। কেন না এই বিবাহের পর তাঁহার জামাতা-রঘুপতির আত্মীয় কুটুম্ব এমন কি তাঁহার মাতা ও ১১শ বর্ষীয় ভ্রাতা পর্য্যন্ত তাঁহাকে (কুলগৌরবধ্বংসকারী বলিয়া) ত্যাগ করেন।

রঘুপতির সেই ভ্রাতাই ভারতবিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণি। এখানে সেই ভারত-গৌরব নৈয়ায়িক শিরোমণির কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করি। শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডে খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রঘুনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম সীতাদেবী। উক্ত বিবাহে রঘুনাথের মনে আত্মগ্লানি হওয়ায় এবং সমাজে অহরহঃ ভ্রাতার নিন্দাবাদ-শ্রবণে তিনি ও তাঁহার মাতা

রঘুনাথ শিরোমণি।

* W. W. Hunter তাঁহার Statistical Account of Assam Vol. II, শ্রীহট্টের বিবরণে লিখিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে উক্ত ব্রাহ্মণগণ বল্লালী কৌলীন্য-প্রথার জ্বালায় পশ্চিম বঙ্গ ত্যাগ করিয়া শ্রীহট্টে আগমন করেন। পরে ইহাঁদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকগণের সংস্রবে মৈথিলী-পদ্ধতি ও আচার অনুসারে ক্রিয়াকলাপ চলিতে থাকে এবং কোন কোন বংশ উন্নত হইয়া সাম্প্রদায়িকগণের সমকক্ষতা লাভ করেন।

† প্রাচীন ভগ্নাবশিষ্ট রাজবাটীর সম্মুখবর্ত্তী দীর্ঘিকার তীরে পূর্ব্ব নামানুসারেই অধুনা 'রাজনগর থানা' ও পোষ্ট আফিসাদি স্থাপিত হইয়াছে এবং বাড়ুয়া পাহাড়ের পাথীবারটিলায় দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

রঘুপতির সংস্রব এমন কি স্বীয় জন্মভূমি পর্য্যন্ত ত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়া নবদ্বীপাভিমুখে গমন করেন। এখানে আসিয়া আশ্রয়াভাবে উভয়কেই প্রথমে বিড়ম্বনা ও অনুতাপগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। পরে দৈবানুকূলতাপ্রযুক্ত তত্রত্য প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি সদয় হইয়া তাঁহাদিগকে নিজ বাসস্থানেই আশ্রয় দিলেন; তথায় কিছু দিন অবস্থান করিলে, সার্ব্বভৌম মহাশয় কয়েকটী কার্য্যে রঘুনাথের অসাধারণ বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির প্রাখর্য্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের * পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতে আরম্ভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই রঘুনাথ স্বীয় প্রতিভাবলে ন্যায়শাস্ত্রের পাঠসমাপনান্তে তাহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন; কিন্তু তখনকার নিয়মানুসারে মিথিলায় গিয়া তথাকার প্রধান পণ্ডিতের নিকট পাঠ স্বীকার না করিলে কেহই উপাধি পাইতেন না। রঘুনাথকেও সেইজন্য মিথিলায় গিয়া কিছু দিন নামমাত্র অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। তিনি মিথিলায় গিয়া সেখানকার তদানীন্তন প্রধান অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্রের নিকট পাঠ স্বীকার করেন।

অল্পকাল পরেই শাস্ত্রীয় বিচারে পক্ষধরকে পরাস্ত করিয়া নবদ্বীপের প্রাধান্য স্থাপন এবং ভবিষ্যতে ছাত্রগণকে ন্যায়শিক্ষা ও উপাধিলাভের জন্য আর মিথিলায় যাইতে না হয়, সেই উদ্দেশ্য সম্যক্ সাধন করিয়া রঘুনাথ মিথিলা হইতে ফিরিয়া আসেন। তিনি অধ্যয়নচ্ছলে প্রশ্ন করিয়া অধ্যাপক পক্ষধরকে অনেক বার বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন; তাহাতে অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার উপর পরম সন্তুষ্ট হন, এবং তাঁহাকে ছাত্রগণ মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করেন; কেন না পণ্ডিতেরা পুত্র ও শিষ্যের নিকটই পরাজয় প্রার্থনা করেন,—"সর্ব্বত্র জয়মিচ্ছন্তি পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্।"

মিথিলা হইতে "শিরোমণি" উপাধি লাভ করিয়া * রঘুনাথ নবদ্বীপে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক

* প্রসিদ্ধি আছে,—পঞ্চখণ্ডে অবস্থানকালে পঞ্চমবর্ষ বয়সে নিজ গ্রামস্থ শিবরাম তর্কসিদ্ধান্তের টোলে অধ্যয়নার্থ প্রেরিত হইয়া দুই দিবসে স্বরবর্ণের পরিচয় ও অভ্যাস হওয়ার পর ব্যঞ্জন বর্ণ পরিচয়কালে রঘুনাথ অধ্যাপককে প্রশ্ন করেন যে 'ক' 'খ' ইত্যাদি ক্রমে না পড়িয়া 'খ' 'ক' 'জ' 'ট' ইত্যাদি ক্রমে পড়িলে কি দোষ হয়? আর দুইটী 'ন' তিনটী 'শ' ও দুইটী 'ব' কেন?

দ্বিতীয়তঃ, রঘুনাথ মাতার আদেশে একদিন টোল হইতে আগুন আনিতে গিয়া একটী ছাত্রকে বারম্বার বিরক্ত করায় ছাত্রটী এক হাতা আগুন লইয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিল, বালক রঘুনাথ উপায়ান্তর না দেখিয়া এক অঞ্জলি বালুকা লইয়া অগ্নি লইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ঐ সময় সার্ব্বভৌম মহাশয়ও তথায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলিলেন,—"কালক্রমে এই ছেলেটী একটী রত্ন হইবে"। প্রসঙ্গক্রমে তৎকালে তথায় রঘুনাথ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত 'ক' 'খ' পাঠের ব্যাপার এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক অন্যান্য অনেক ঘটনা সার্ব্বভৌম মহাশয়ের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল।

* রঘুনাথের উপস্থিতিকালেই পক্ষধর 'সামান্যলক্ষণা' নামে গ্রন্থ লিখেন, রঘুনাথ সেই গ্রন্থের অনেক স্থলে দোষ ধরেন, তাহাতে পক্ষধর রঘুনাথকে বলেন,—

"বক্ষোজপানকৃৎ কাণ সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটং। সামান্য-লক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপ্যতে॥"

পক্ষধরের এই উক্তি শুনিয়া রঘুনাথ উত্তর করেন যে,—

হরিঘোষ নামক জনৈক সম্পন্ন ব্যক্তির অর্থসাহায্যে ন্যায়ের চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে মুসলমান অত্যাচারে নবদ্বীপ ছাড়িয়া সপরিবারে বাসুদেব সার্ব্বভৌম উড়িষ্যায় গমন করেন †। কিন্তু রঘুনাথের আবির্ভাবে তাহাতে নবদ্বীপের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। দেখিতে দেখিতে রঘুনাথের টোল ছাত্রসংখ্যায় পরিপূর্ণ হইল। তখন হইতেই মিথিলাবিজয়ী এই শিরোমণিই নবদ্বীপে পরীক্ষাগ্রহণ ও উপাধিদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিলেন।

রঘুনাথের বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার বিষয় যে কেবল শ্রুতিপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, তাহা নহে,—গঙ্গেশোপাধ্যায়-কৃত "চিন্তামণি" গ্রন্থের "দীধিতি" নাম্নী টীকা, উদয়নাচার্য্যের "গুণকিরণাবলী"র ও বল্লভাচার্য্যকৃত "লীলাবতী"র টীকা, "প্রামাণ্যবাদ" "নানার্থবাদ" "ক্ষণভঙ্গুরবাদ" "আখ্যাতবাদ" "পদার্থখণ্ডন" "আত্মতত্ত্ববিবেক" প্রভৃতি তৎপ্রণীত গ্রন্থগুলি তাঁহার অসামান্য-বিদ্যাবত্তা ও ধীশক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। এতদ্ভিন্ন তদ্রচিত কয়েকটী কবিতা দৃষ্টে বুঝা যায় যে কাব্যশাস্ত্রেও তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল।

এ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, মিথিলায় অবস্থান কালে একদিন চতুষ্পাঠীতে কয়েকটী মৈথিল অধ্যাপক ও বহুসংখ্যক ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় পক্ষধর রঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ন্যায়শাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন্ কোন্ শাস্ত্রে তোমার অধিকার আছে?" প্রত্যুত্তরে রঘুনাথ বলিয়াছিলেন,—

"কাব্যেঽপি কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে তর্কেঽপি কর্কশধিয়ো বয়মেব নান্যে।
তন্ত্রেঽপি যন্ত্রিতধিয়ো বয়মেব নান্যে কৃষ্ণেঽপি সংযতধিয়ো বয়মেব নান্যে॥"

কাব্যশাস্ত্রের আলোচনা কালে আমাদিগকে সুকোমল মতি, তর্কশাস্ত্রের আলোচনা কালে কর্কশ বুদ্ধি, তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা কালে যন্ত্রিতধী এবং কৃষ্ণ-বিষয়ক আলোচনা কালে সংযত-চিত্ত বলিয়া জানিবে।

ইহার পর একদিন পক্ষধর রঘুনাথকে বলিয়াছিলেন,—"যাহারা অবিরত কর্কশ ন্যায়-শাস্ত্রের আলোচনায় কালক্ষেপ করেন, তাঁহারা ছন্দঃ ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেও কিছুতেই সুকোমল কবিতা-রচনায় সমর্থ হন না।" এতদুত্তরে রঘুনাথ বলিয়াছিলেন,

"সাহিত্যে সুকুমারবস্তুনি দৃঢ়ন্যায়গ্রহগ্রন্থিলে
তর্কে বা ভৃশ-কর্কশে মম সমং লীলায়তে ভারতী॥

"যোঽক্ষং করোত্যক্ষিমন্তং যশ্চ বালং প্রবোধয়েৎ। তমেবাধ্যাপকং মন্যে তদন্যে নামধারিণঃ॥"

এই সূত্রে উভয়ের মধ্যে তুমুল বিচার উপস্থিত হয়, তাহাতে পক্ষধর সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে "শিরোমণি" উপাধি দিয়া বিদায় করেন।

† "অতঃপর নবদ্বীপে হইল রাজভয়। ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতিপ্রাণ লয়॥…
বিশারদসুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। সবংশে উৎকলে গেলা ছাড়ি গৌড়রাজ্য॥" (জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল)

শয্যা বাস্তু মৃদুত্তরচ্ছদবতী দর্ভাঙ্কুরৈরাবৃতা
ভূমির্বা হৃদয়ং গতো যদি পতিস্তুল্যা রতির্যোষিতাম্॥"

সুকোমল সাহিত্যশাস্ত্র এবং প্রস্তরসদৃশ কঠিন ও অত্যন্ত কর্কশ তর্কশাস্ত্র, এ উভয়েই আমার বাক্য সমভাবে লীলা করে। কারণ শয়ন সুকোমল শয্যাতেই হউক আর তৃণাস্তৃত ভূমিতেই হউক, পতি মনোমত হইলে স্ত্রীলোকের আসক্তি সমভাবেই থাকে।

নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিয়া যখন রঘুনাথ সর্ব্বাগ্রে তাঁহার আশ্রয়দাতা ও গুরু বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন তিনি রঘুনাথের নিকট, (তাঁহাকে যে সরল মনে মিথিলাগমনের অনুমতি দেন নাই তদ্বিজ্ঞাপক) নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী আবৃত্তি করেন,—

"অয়ি দিবসমশৈষীঃ পদ্মিনীসদ্মনি ত্বং রজনিষু নিরতোঽভূঃ কৈরবিণ্যাং রমণ্যাং।
কথয় কথয় ভৃঙ্গ স্বচ্ছভাবেন তাবৎ কিমধিকসুখমাপস্তত্র বা চাত্র বেতি॥"

হে ভৃঙ্গ! তুমি সমস্ত দিন পদ্মিনীতে এবং সমস্ত রাত্রি কুমুদিনীতে নিরত ছিলে, এখন সরলভাবে বল যে, কোথায় অধিক সুখ পাইলে? ইহার উত্তরে রঘুনাথ বলিয়াছিলেন,—

"ত্বং পীযূষ দিবোঽপি ভূষণমসি দ্রাক্ষে পরীক্ষেত কো
মাধুর্য্যং তব বিশ্বতোঽপি বিদিতং মাধবী চ মাধ্বীকতা।
কিন্ত্বেকন্তপরস্তরুস্তদমপি বক্ষ্যে ন চেৎ কুপ্যসি
যঃ কান্তাধরপল্লবে মধুরিমা নাস্তত্র কুত্রাপি সঃ॥"

হে অমৃত! তুমি স্বর্গেরই ভূষণ, হে দ্রাক্ষে! তোমারও মধুরতা এবং মাধ্বীকতা সকলেই বিদিত, কিন্তু যদি কুপিত না হও, তবে এক মর্ম্মভেদি কথা তোমাদিগকে বলিব,— রমণীর রমণীয় অধরে যে মাধুরী বিরাজিত, তাহা অন্য কোথায়ও দেখা যায় না।

রঘুনাথের একটী চক্ষুঃ ছিল বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে "কাণভট্ট শিরোমণি" বলিত। শিরোমণি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পরলোক গমন করেন।

দশগোত্রের পরিচয়।

উপরে যে দশগোত্রের উল্লেখ করিয়াছি। ঐ দশগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের সন্তান-সন্ততিগণই পরে শ্রীহট্টের নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়েন; ক্রমে তাঁহাদের বিশেষ বিবরণ বিবৃত হইতেছে,—

সামবেদী বৎস্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ—ইঁহাদের কতক ঢাকা-দক্ষিণে বাস করেন, ইঁহাদের উপাধি ভট্টাচার্য্য, ব্যবসা যজন; আর কতক রেঙ্গা বা বুরুঙ্গায় (প্রাচীন নাম বরগঙ্গা) বাস করেন, তাঁহাদের আবার কতক চৌধুরী ও কতক পুরকাইস্ত উপাধিধারী।

বাৎস্যগোত্র।—ইটাপরগণার মহাদেবী, বড়কাপান, শ্রীপাড়া ও সুবানন্দ গ্রামে বাৎস্য-গোত্রীয় যে ব্রাহ্মণগণ বাস করেন, তাঁহাদের উপাধি—শিকদার; উপজীবিকা—মিরাসদারী*।

* শ্রীহট্টে যাহারা ৫০০, টাকা সদরজমা দেয়, তাহাদিগকে মিরাসদার ও যাহারা তদধিক রাজস্ব প্রদান করে, তাহাদিগকে জমিদার কহে।